কাশ্যপবংশ-ভাস্কর

ভারতবর্ষ, বঙ্গের হিন্দুরাজগণ, বৈদিকসমাজ ও
মধুসূদন সরস্বতীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত।

কলিকাতা "আর্য্যবিদ্যালয়ের" অন্যতর অধ্যাপক
এবং সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর

ভারতবর্ষ, বঙ্গের হিন্দুরাজগণ, বৈদিকসমাজ ও
৺মধুসূদন সরস্বতীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত।

কলিকাতা আর্য্যবিদ্যালয়ের অন্যতর অধ্যাপক এবং
সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদাচার্য্য—

শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৮১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্স্থ আর্য্যবিদ্যালয় হইতে
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এম্, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

শক ১৮৫৪। সন ১৩৩৯।

মূল্য ২৷৷৹ টাকা মাত্র

অপরিণত বয়সে একটী জামা বা জুতা দেই নাই, আমার ধারণা ছিল, মানুষ সংযম ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করে। ব্রাহ্মণসন্তান চিরকালই ত্যাগী ও সংযমী হওয়া উচিত, এই আদর্শেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, সংসারে সর্ব্ববিধ ভোগ-বিলাসবর্জ্জিতা, বীতস্পৃহা, নিরন্তর সংসারানলে দহ্যমানা, তোমার ভাগ্যবতী জননী অনুপযুক্ত পতির নির্দ্দয় ব্যবহারে সমুদায় শোকভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া, পত্যন্তরের অনুসন্ধানে ইতিপূর্ব্বেই লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, আজ তুমিও অযোগ্য পিতার দুর্ব্যবহারের প্রতিকার ও মাতৃভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহারই অনুবর্ত্তী হইলে? পিতা পুত্রের উন্নতি কামনা করে, তুমি রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া একদিনও অধ্যাপনা করিতে পার নাই, তোমার জন্য রাজপুরুষেরা দুই মাস প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ উপেক্ষা করিয়া রোগ, শোক, জরা-বর্জ্জিত দেশে তুমি গমন করিয়াছ, মাতৃদুঃখ-নিবারণকল্পে মাতার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমার পদোন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু এমন অপরিজ্ঞাত দূরদেশে গিয়াছ যে তোমাকে আর দেখিতে পাইব না, ইহাই দুঃখ। আমি তোমার প্রতি কত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আজ মনে পড়ে, তুমি পুত্র বলিয়া পিতার দুর্ব্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া তোমার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে নিয়া যাও, তাহার মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার শোকভার লঘু কর!

আজ মনে পড়ে তোমার টাউন স্কুলের হেড্মাষ্টারের কথা। তোমাকে একদিন তিনি জামা ও পাদুকাহীন দর্শন করিয়া উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, তোমার বাবা বোধ হয় পণ্ডিত, তুমি একটী জামা গায়ে দিয়া আসিতে পার না, এমন গরিবের মত বেশ কেন? তখন তুমি বলিয়াছিলে, জামা জুতার ভিতরে বিদ্যা থাকে না। হেড্ মাষ্টার মহাশয় তোমার সংযত-ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন।

আজ মনে পড়ে তোমার পাঠ্যাবস্থার পুরস্কারের কথা। আমি সামান্য কিছু দিয়া তোমার মেধা ও প্রতিভায় অবাক্ হইয়াছি। ব্যাকরণ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তেমোকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কৃত করিয়াছি। তোমার দিদির বিবাহের সময় ৮।৯ বৎসর বয়সে যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলে, তখন আমি চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করিবার জন্য তোমাকে ১৲ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। ১৪২টী চাণক্য শ্লোক পদ্যানুবাদের সহিত এক সপ্তাহের মধ্যে মুখস্থ বলিতে পারিলে, ঐ পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। তুমি মাত্র ৫ দিনে পদ্যানুবাদেব সহিত ১৪২টী চাণক্যশ্লোক মুখস্থ বলিয়াছিলে। আমি চমৎকৃত হইয়া তোমাকে ২৲ দুই টাকা পুরস্কার দিয়াছিলাম। আমার আশা ছিল, তোমার দ্বারা আমাদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তোমার সাংখ্য,বেদান্ত ও বেদের উপাধির পাঠ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, এম্, এ পরীক্ষার কালও নিকবর্ত্তী। ঐ তিনটী উপাধি এবং এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তোমার পুরস্কারের প্রতিশ্রুত টাকা দিবার জন্য আমি পরাঙ্মুখ হই নাই। কৃতকার্য্য হইয়া পুরস্কার গ্রহণ কর, আমার অঙ্গীকার প্রতিপালনের সহায়তা কর।

ব্রহ্মানন্দ! একবার দেখিয়া যাও, তুমি যাহাকে গোপনে ইংরাজী বিদ্যার হাতে খড়ি দিয়াছিলে, আজ তোমার সেই অনুগত ভ্রাতা সার্ব্বভৌম এম্, এ, পাশ করিয়াছে। তোমাদের দুই ভাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলে, তাহা সম্পাদন করিয়া যাও। তোমার বড় জেঠামহাশয়ের ক্লেশ দূর করিবার জন্য যে আশ্বাসবাণী দিয়াছিলে, তাহা প্রতিপালন কর।

ব্রহ্মানন্দ!

আজ মাতৃহীন সার্ব্বভৌমের বিবাহ হইয়া গেল। তুমি না বলিয়াছিলে, এই বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবে! তুমি না বলিয়াছিলে, এই এই বিবাহে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে?

তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, একবার নববধূমাতাকে দেখিয়া যাও। তোমার মাতা তোমার সহধর্ম্মিণীকে পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছিলেন। আজ আমার নব বধূমাতাকে দেখিয়া কে আনন্দিত হইবে! শূন্য গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া বধূমাতার হতাশ প্রাণে কে আজ আশার আলো জ্বালিয়া দিবে? আমি দরিদ্র, ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়াও কালের আনুগত্যে বাধ্য হইয়া সার্ব্বভৌমের বিবাহ করাইয়াছি। এই শুভকার্য্যে অমঙ্গল শঙ্কায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন করি নাই, কিন্তু তোমাদের অভাবে অপ্রকট শোকানল নবীভূত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। আজ অতীতের চিত্রগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আজ তোমার বিবাহের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি যেন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

আজ তোমার অভাবে তোমার দিদির বিবাহের কথা মনে পড়ে। উপযুক্ত গহনা ও ভাল কাপড়ের অভাব দেখিয়া বৈবাহিক মহাশয় অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যাহার বিবাহের সন্তাপানল দগ্ধকপাল দেখিয়াই আমাকে দগ্ধ করে নাই, তোমার সেই দিদিও শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে

আজ তোমার অভাবে সেই নবনীত-কোমল মধুরমূর্ত্তি পঞ্চবর্ষদেশীয় বিবেকের কথা মনে পড়ে। যে তোমাকে না দেখিলে আত্মহারা হইত, স্কুলের ছুটির সময় বুঝিয়া, তোমার কোলে উঠিয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রত্যেকদিন অর্দ্ধপথে গিয়া দাঁড়াইত, যাহার রমণীয়তা, কোমলতা ও অলৌকিক প্রতিভা, আমার নীরস-হৃদয়ে ও অপত্যবাৎসল্যরসের অভিষেক করিয়াছিল, যে মৃত্যুকালেও বাবা! বাবা! বলিয়া কোলে উঠিবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল, যে অন্তিমকালে "দাদা! আমায় কোলে নেও" বলিয়া অন্তিম স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে দাদা! দাদা! বলিয়া তোমার গলা জড়াইয়া ধরিয়াই

শিবচক্ষু করিয়া তোমার ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ করিয়া হৃদয়-কন্দর আলোড়িত করিয়াছিল, তুমি সেই স্নেহের পুতুল বিবেককে কি পাইয়াছ ?

ব্রহ্মানন্দ! জগতে জন্ম, মৃত্যু স্বাভাবিক, উহা অপরিহার্য্য, সুতরাং তোমার অভাবে জগতের বৈচিত্র্যহানি ঘটে নাই। কিন্তু তুমি যখন রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া মৃত্যু বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলে, যখন তুমি হতাশ প্রাণে সমাগত বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বলিতে "আমি বাঁচিব তো?" সেই করুণ কাহিনী ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যখন তুমি ব্যাকুলতার সহিত মলিন বদনে অস্থি-চর্ম্মাবিশিষ্ট দেহের দিকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ কবিতে, সেই কথা ভাবিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ! তোমার মৃত্যুতে আর কোন দুঃখ নাই, কিন্তু শিশুকাল হইতে অতিকষ্টে অনাদরে প্রতিপালিত হইয়া, অধ্যয়নকালে যে কত কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়াছ তাহা ভাবিলে, অশ্রুজলের প্রবলতরঙ্গ আমার সুদৃঢ় ধৈর্য্য-সেতুকেও অতিক্রম করে। তোমার কি অপরাধ জানি না, আমিই বা কত মহাপাপ করিয়াছিলাম তাহাও বলিতে পারি না। যে বিষ সমূলে দগ্ধ করে, সেই ব্রহ্মবিষই তোমার জীব-কুসুমকে অকালে হরণ করিল! সেই অপরিহার্য্য বিষের গতিরোধ করিতে কালকূটও সমর্থ হইল না!

ব্রহ্মানন্দ! যে "বোধ বিকাশ আশ্রম" তোমার প্রাণপাত পরিশ্রমের অতুলনীয় ফল, যাহার অঙ্কুরেই তুমি হৃদয়ের আবেগে দগ্ধগৃহ দরিদ্র গৃহস্থকে তণ্ডুল ও অর্থ সাহায্য করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলে, যে আশ্রমের গৃহের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, দেহক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়াছিলে, দেশের দুর্ভাগ্য, দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতার চরমনিদর্শন-স্বরূপ আজ সেই আশ্রমের নাম পর্য্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে! তোমাদের অতীত দুঃখের কথা ভাবিলে মনে হয়, হিংসা-দ্বেষ বিষজর্জ্জরিত, কাম-ক্রোধাদি হিংস্র-শ্বাপদগণের লীলাভূমি, স্বার্থপরতার অদ্বিতীয় নিকেতন, অনতিক্রমণীয় সংসারারণ্য অতিক্রম

করিয়া, জরা-মরণ বর্জ্জিত, রোগ-শোক-পরিতাপশূন্য অমরধামে গমন করিয়া তোমার স্বাস্থ্য ও আত্মপ্রসাদ লাভে আমি প্রারব্ধ দুষ্কৃত কর্ম্মক্ষয়ের আশায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি।

তুমি পুত্রহীন, অফুরন্ত আশার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ভাস্বর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আমি পুত্ররূপে এই "কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর" তিল-তোয়াঞ্জলিরূপে তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি আমার সমুদায় দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া শান্তিলাভ কর, তোমার অমর আত্মা শান্তিময়ের ক্রোড়ে চির শান্তিলাভ করুক।

বিজ্ঞাপন।

আমি বহুদিন পূর্ব্বে একটী "বংশতালিকা" লিখিবার অভিলাষ করিয়াছিলাম, এবং তদনুযায়ী চেষ্টা করিয়া তাহার কিছু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সে বিষয়ে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিছুদিন পরে আবার ঐ বিষয়ে একটি নবীন উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু বিধাতার অনতিক্রমণীয় ইচ্ছায় কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার প্রারম্ভেই আমার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইল। কেবল তাহাই নহে, সাংসারিক দুঃখরাশির অপনয়নে আমার অনাস্থা দর্শন করিয়া তাহার প্রতীকারকল্পে একটী শিশুসন্তানের ভারও আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিলেন। এই অবসরে এক পক্ষের কিঞ্চিদধিক কাল মধ্যেই অকৃতী সন্তানের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া সঞ্চিত কর্ম্ম-ক্ষয় করাইবার মানসে গৃহদেবতার ন্যায় পূজনীয়া স্নেহময়ী জননীও আমাদের মায়াপাশ কাটাইলেন। কিন্তু এইরূপ অনতিক্রমণীয় উৎপাতবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে আমার হৃদয় দৃঢ় হইল এবং সংসারের রমণীয়তাবোধও যেন একটু ক্ষীণ হইল। যাহা হউক, এইভাবে প্রতিকূল দৈবের সহিত ২।৩ বৎসর যাবৎ প্রবল সংগ্রামে জয়লাভ করিলাম বটে, কিন্তু ফলোন্মুখী প্রারব্ধ দুষ্কৃত কর্ম্ম দণ্ডদানোদ্যত হইয়া ভীষণরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমার বয়ঃপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটী নাবালিকা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয়ের সহায় হইলেন। এই অবস্থায় পতিত হইয়াও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ও কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছে! কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই অবস্থায় সহস্র-বৃশ্চিকদংশন-জনিত সন্তাপরাশির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় একটী অন্তঃশত্রু অতর্কিতভাবে আমার দেহও হৃদয়কে আক্রমণ করিল। তাহাতে দশদিক্ শূন্যবোধ হইল, মধ্যে মধ্যে হৃৎকম্প, বিষণ্ণতা, নির্জনপ্রিয়তা ও মৌনভাব

তখন আমার সহচর হইল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্দ্দমনীয় শোকানল-শিখার সন্তাপবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। আমি মানবোচিত সদ্‌গুণরাশির সহিত পরিচিত না হইলেও প্রারব্ধ কার্য্যের সম্পাদনে "বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন কদা ত্যজন্তি" এই মহাকবি বাক্যটীকে বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতেছি।

যাহা হউক, পুনরায় বংশাবলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন মনে হইল, ইহার সহিত প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণেরও একটু সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। এই নবীনপ্রারম্ভে বিশ্ববিধাতার কৃপাদৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইলাম। অনুকূল মৃদুসমীরণের অনুভূতি হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই একটী ভদ্রলোক যশোহর ও খুলনার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে বহির্গত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী অবিলম্বসরস্বতীর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ঐ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। যদিও আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আমার যাহা জানা ছিল, তাহা তাহাকে সমুদায়ই বলিলাম।

ইহার কিছু দিন পরেই নানা শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "মধুসূদন সরস্বতীর" অদ্বিতীয় কীর্ত্তি "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া, ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় ৺মধুসূদন সরস্বতীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বিষয়টী আমার সম্পূর্ণ অনালোচিত হইলেও তিনি কিছুতেই আমাকে অব্যাহতি দিলেন না। তখন এই কার্য্যটী আমার কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল বিবেচনা করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আমার অনুসন্ধানের ফল ও পরিজ্ঞাত প্রবাদগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে

রাজেন্দ্র বাবুকে অর্পণ করিলাম এবং অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকার সম্পূর্ণ প্রুফ দেখিয়া দিলাম।

রাজেন্দ্রবাবু নিজ প্রতিভাবলে বহু যত্ন ও গবেষণার ফলস্বরূপ বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র আমার ঐকমত্য হয় নাই, তথাপি তিনি আমার প্রবন্ধটীকে মূল ভিত্তি করিয়া বহু যত্ন, পরিশ্রম, গবেষণা ও নিজের প্রতিভা তাহার সহিত যোগ করিয়া, লিপিকৌশলে, বিন্যাসবৈচিত্র্যে ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট মসল্লা সংযোগে একটী রুচিকর মোদক প্রস্তুত করিয়াছেন। আমি ঐ ভূমিকা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতানিবন্ধন লিপিকুশলতার অভাবে, অস্থান পদবিন্যাসে, বিন্যাসবৈচিত্র্যের অভাবে আমার এই প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় প্রিয়পাঠকগণের তৃপ্তিদায়ক হইবে বলিয়া আশা করিতে সাহস হয় না।

যাহা হউক, আমি এই গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়া বহুগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থের সহিতই কোন গ্রন্থের ঐকমত্য দেখিতে পাই নাই। সুতরাং তত্ত্ব নির্ণয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছে। তবে সুধীগণের বিবেচনার জন্য প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক-গণের মত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই গ্রন্থে প্রস্তুত বিষয়ের অননুকূল অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তাহা বহিরঙ্গভাবে প্রকৃতসিদ্ধির অনুকূল বলিয়াই আমি মনে করিয়াছি এবং তাহা যথোচিত সংক্ষিপ্ত-ভাবেই বিবৃত করা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদীয় বিস্তৃত কাশ্যপবংশাবলী বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বংশাবলী বিস্তৃত হওয়ায়, এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবার সুবিধা করা যায় নাই। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়ায় এবিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। এই

বংশাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে,আরও কয়েকটী বিশেষ কারণ আছে। তাহা এই—

১। যে সকল বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল ও অসম্পূর্ণ।

২। বিস্তৃত বংশাবলী না থাকিলে দূরবর্ত্তী জ্ঞাতিগণের সহিত সম্পর্ক জানাও অসম্ভব।

৩। সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তি গয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে, বংশের উদ্ধার কল্পে তাহার সুযোগ প্রদান।

৪। জ্ঞাতিবর্গের সহিত পরস্পর পরিচয় ও সহানুভূতি লাভ।

৫। ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় বংশ কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা নিবারণ।

বলা বাহুল্য, কালস্রোতে ও বৈদেশিক শিক্ষার বাহুল্যে ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হওয়ায়, অর্চ্চনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নাম জানার কোন আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না। যদি কাহারও সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বপুরুষের নাম উচ্চারণ করিয়া কোন ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে এই বংশাবলী দ্বারা পিতার না হউক, পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি এবং এই বংশের দৌহিত্রেরা মাতামহের নামমাত্র পরিজ্ঞাত থাকিলেও প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতির নাম অনুসন্ধান করিলে পাইবেন, ইহাও এই চেষ্টার অন্যতম কারণ।

এখানে একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই বংশাবলীর প্রাচীন কোন লিপিতেই সনাতন মিশ্রের নাম পাওয়া যায় না। আমার ঘরে যাহা ছিল এবং জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে বহু প্রাচীন যে সকল লিখিত বংশাবলী পাইয়াছি, তাহাতেও সনাতন মিশ্রের নাম নাই। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অথচ আমাদের বংশের মধ্যে অনেকেই সনাতন মিশ্রের ধারা বলিয়া থাকেন। এ বিষয় আমি গ্রন্থমধ্যে আলোচনা

করিয়াছি। কিন্তু বহু অনুসন্ধানে তিন খানি প্রাচীনবংশলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে, উহাতে সনাতন মিশ্র ; শ্রীরাম মিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া লিখিত হওয়ায় সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, অনেকে বলেন—মধুসূদন সরস্বতী পুরন্দরাচার্য্যের ভ্রাতা। এ বিষয়ে আমার অভিমত বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। আমি যে সকল অতি পুরাতন ও আধুনিক বংশলিপি জ্ঞাতি-বর্গের নিকট পাইয়াছি, তাহাতেও মধুসূদন পুরন্দরাচার্য্যের পুত্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে শ্লোকাকারে যে প্রাচীন বংশলিপি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও মধুসূদন পুরন্দরাচার্য্যের পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরাও সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি।

এই গ্রন্থে বৈদিক সমাজের বিস্তৃততত্ত্ব প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঐ জাতীয় কোন গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সকল গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং যথার্থ তত্ত্বান্বেষণে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

১। বাঙ্গালার ইতিহাস।
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস।
৩। গৌড়ের ইতিহাস
৪। গৌড় রাজমালা।
৫। বাকলা।
৬। বাখরগঞ্জের ইতিহাস (বরিশালের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেভারিজ সাহেব কৃত)।
৭। খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস।
৮। পাশ্চাত্য কুলপঞ্জী (ঈশ্বর বৈদিক কৃত)।
৯। যশোধরবংশমালা বা শুনক-বংশকারিকা। (নীলকণ্ঠ কৃত)
১০। বৈদিক কুলমঞ্জরী (রামদেব বিদ্যাভূষণ কৃত)
১১। পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকা।
১২। বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক-কুলপঞ্জিকা।

১৩। ভবভূমি বার্ত্তা
(রাঘবেন্দ্র কবিশেখর কৃত
১৫৮৯ শকে রচিত)
১৪। সদ্বৈদিক-কুলপঞ্জিকা
(লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি কৃত
১৭১৮ শকে বিরচিত)।
১৫। সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণব
(মহাদেব শাণ্ডিল্য কৃত
১৬৮০ শকে রচিত)।
১৬। পাশ্চাত্য বংশাবলী।
১৭। বৈদিক কুলার্ণব।
(রূপরাম কৃত)।
১৮। শ্যামলবর্ম্ম-চরিত।
১৯। পাশ্চাত্য-কুলদীপিকা
(জটাধর কৃত)
২০। পাশ্চাত্য-কুলসংহিতা।
(লক্ষ্মণবাচস্পতি কৃত)
২১। বৈদিকাচার তত্ত্ব।
২২। অদ্বৈতসিদ্ধি ভূমিকা।
২৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।
২৪। Journal Asiatic Society of Bengal.
(জর্ণাল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল)।
২৫। Vincent Smith's Early History of India.
(ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কৃত আর্লি হিষ্টিরি অফ ইণ্ডিয়া)।

ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতীরত্ন এবং মধ্যমাগ্রজ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দ্বয় অনেক প্রাচীন তথ্যের উপদেশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তুল্য সম্মানভাজন ফরিদপুর প্রাণপুর নিবাসী ৺তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচীনবয়সেও বিশেষ উৎসাহের সহিত এক খণ্ড বংশাবলী প্রদান করিয়া, আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিতে পারিলাম না। আর আমার অগ্রজতুল্য সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত রেবতী

মোহন কাব্যরত্ন, অনুজতুল্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ চিন্তাহরণ কাব্যতীর্থ এম্. এ., শ্রীমান্ কালীপদ তর্কাচার্য্য, শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম্. এ, শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র কাব্যতীর্থ, অপত্যতুল্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ, শ্রীমান্ কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, এবং আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমান্ মধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমান্ জনার্দ্দন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীমান্ কালীনাথ ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি, আর শ্রীমান্ হরিপদ জ্যোতির্ভূষণ ও স্মৃতিকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মনীষিগণ স্বীয় স্বীয় বংশাবলী প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন, সস্নেহ আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। যাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্য কল্পে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এস্থলে আর একটী কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কয়েক খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতঃ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে সকল গ্রন্থ ও মহানুভব ব্যক্তিগণের সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, ইহাতে কোন অংশে কিছুমাত্র উৎকর্ষ থাকিলেও তাহার ফল তাহাদেরই লভ্য, আর যে কোন অংশে অপকর্ষ দৃষ্ট হইবে, সেজন্য আমার অজ্ঞানতাই সম্পূর্ণদায়ী।

আমি বঙ্গদেশবাসী ও আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থখানি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং অভিনব-বস্তুদিদৃক্ষায়, স্বদেশবাসী বা স্বজাতির প্রতি প্রীতি প্রদর্শনেচ্ছায়, পুণ্যচরিত্র প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন

বাসনায়, সাধুসন্ন্যাসীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেচ্ছায় অথবা নিষ্ঠাবান্ সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিয়া, দেশীয় অকৃত্রিম বস্তুর সমাদর পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করেন।

১৩৩৯ সাল
৮১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা,
আর্য্যবিদ্যালয়।
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

বিনীত
শ্রীসীতানাথ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর

সূচনা।

বৈদেশিক বিদ্যায় পারদর্শী ভারতের আধুনিক মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,—"ভারতের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ, ইহা নিতান্ত অনাবশ্যকীয় ও উপেক্ষণীয় মনে করিয়া একটী বিষম ভুল করিয়াছেন, এবং অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের গৌরব রবি কোন্ ভীষণ বিপদন্ধকাররাশিকে পদদলিত করিয়া উদয় গিরি-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কেনই বা সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মধ্যাহ্ন গৌরব-মার্ত্তণ্ড অকস্মাৎ পশ্চিম-সাগরে বিলীন হইল, ভারতের দুর্ভাগ্য, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, জগতের ইতিহাস মানুষকে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষ ইতিহাসের অভাবে আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়" ইত্যাদি। নিরপেক্ষ ভাবে এই সকল কথার আলোচনা করিলে, ইতিহাসের আবশ্যকতার অপলাপ করা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই ;

১। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় বা অন্য ভাষায় যে সকল ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জন্মদিন, মাস, বর্ষ এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী,

পুত্র প্রভৃতির ধারাবাহিক রূপে নাম নির্দ্দেশ ও দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর উল্লেখ না থাকায়; যদিও তাহারা ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলকে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিতে পারে নাই, তথাপি তদ্দ্বারা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই অবগত হওয়া যায়।

২। কোন আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তির উৎকর্ষ ও নিন্দনীয় ব্যক্তির অপকর্ষ অঙ্কিত করিতে হইলে, যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য বা ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য, তাহার সকল উপকরণই ঐ সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্যক্তির সময় নির্দ্দেশাদি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের অনুমাপক নহে।

৩। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ, রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, এবং রাশীকৃত গ্রন্থ অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভারতের যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাহাতে এইরূপ কোন গ্রন্থ থাকিলেও, তাহা নিশ্চয়ই কৃশানুর উদরসাৎ হইয়াছে। যদি সেই সময়ে জীর্ণ তালপত্রের কয়েকখানি মাত্র পুস্তক শাস্ত্রজীবী নিঃস্ব ব্রাহ্মণেরা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, অরণ্যে বা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে প্রাচীন গৌরবের চিহ্নমাত্র ও থাকিত না। সুতরাং ভারতের অনতিক্রমণীয় দুর্দ্দিনকে স্মরণ করিয়া, ঐরূপ অনুযোগ করা কোন বিবেচকের পক্ষেই সমীচীন নহে।

৪। সাধারণতঃ জাতীয় ইতিহাস বা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-চরিত যে ভাবে লিখিত হয়, তাহা স্বার্থবশে কল্পনাকৌশলে জাতীয় গৌরব এবং স্বপক্ষের অনুকূলমত রক্ষা করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র। যাহারা ঐরূপ গ্রন্থের লেখক, তাহারা দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল গুণাংশেরই বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিত হয় না। এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত শিক্ষাও কোন কালেই হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবের বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিত। পৃথিবী অমরাবতী হইত।

৫। যদি সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ ঋষিগণের দ্বারা আদর্শ-চরিত্র পুরুষের চিত্র অঙ্কিত না হইত, তাহা হইলে রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহনীয় ও অদ্ভুতকর্ম্মা দেবোপম ব্যক্তিগণের নির্ম্মল-চরিত্রে আমরা কলঙ্ক-লেশ দেখিতে পাইতাম না।

৬। বর্ত্তমান ইতিহাস লেখকগণ একটী জাগতিক নিয়মের অধীনে কল্পনার সাহায্যে মানবের রুচিকর ও স্বজাতির গৌরববর্দ্ধক গুণ-গ্রামের বর্ণনামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া, জগতের নিকট নিজেদের কলঙ্ক-কালিমাকে কল্পনা-কঞ্চুকের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, বর্ণনীয় জাতি বা ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

৭। স্বজাতি কর্ত্তৃক স্বজাতীয় বা স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক স্বদেশের ইতিহাস লিখিত হইলে, তাহাতে প্রবল দস্যু ও উৎপীড়ককে মহাবীর, প্রজার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনকারী রাজাকে প্রজারঞ্জক, ভাষা-জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে মহাকবি বা পরমপণ্ডিত, সদাচারহীন, নাস্তিক, কৌপীনধারী বা মুণ্ডিতমস্তক ভণ্ডকে মহাতপস্বী বা সিদ্ধপুরুষ, দৌর্জ্জন্য ও অত্যাচারের চরমকাষ্ঠাকে প্রবল পরাক্রম বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়, এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকারে দয়ালুতার প্রকট ছায়া দেখা যায়।

৮। আধুনিক ইতিহাসে নিরন্তর পাপকর্ম্মা, সদাচারবিহীন, শাস্ত্রদ্বেষী ও স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্থাপন করায়, জগতের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

৯। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, জাতি, কুল, ধর্ম্ম ও সমাজ ভ্রষ্ট, চরিত্রহীন, ব্যক্তিগণও তদ্ভাবাপন্ন স্বমতানুবর্ত্তী লিপিকুশল লেখকের হাতে পড়িয়া, আদর্শ-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন।

১০। রাজা বা রাজপুরুষগণের আনুকূল্যে ও চেষ্টায়ই ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে। এদেশের রাজগণের যে কোন ধারাবাহিক

ইতিহাস ছিল না, ইহা কল্পনাও করা যায় না। ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ, নিরন্তর অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে এক একটী রাজবংশের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সে গুলিও যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের সৌলভ্য না থাকায়, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

১১। প্রত্যেক ইতিহাসে জাতিগত, বংশগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত ও ধর্ম্মগত পক্ষপাত, আমরা প্রত্যেক পদবিন্যাসেই দেখিতে পাই। বোধ হয়, ঐরূপ ইতিহাসের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করিবেন না। ঐরূপ ইতিহাসের প্রাচুর্য্যেই দেশে তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়াছে।

১২। ভারতের ইতিহাস মূলক প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহে যে সকল আদর্শ চরিত্র বা পাপকর্ম্মা পুরুষের বর্ণনা আছে, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে বিধি ও নিষেধের চিত্র দেখাইয়া লোকদিগকে উপদিষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য। ভারতীয় প্রাচীননাটক সমূহে ও ঐরূপ উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং উহাতে মাস, বর্ষের তারিখ না থাকিলেও ইতিহাসের উদ্দেশ্য তাহার দ্বারা যেরূপ সিদ্ধ হইতে পারে, বর্ত্তমান ইতিহাসে ঐরূপ উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাপ্রদ কোন বিষয়ই নাই। কেবল তাহাতে রাজনৈতিক চর্চ্চার সাহায্য হইতে পারে।

ইংরেজ রাজপুরুষগণ বৈদেশিক হইলেও. তাহাদের গবেষণাও অধ্যবসায়ের ফলে, অনেক অজ্ঞাততত্ত্ব লোক-লোচনের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ বৈদেশিকের হাতে, বিদেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির আলোচনায় বহুল ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও, তাহারা যে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগ-দ্বেষ-বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥"

অর্থাৎ,—যথার্থ বাক্য বলিতে রাগ-দ্বেষশূন্য যাহার বাক্যে স্থিরতা লাভ করে, জগতে একমাত্র তিনিই প্রশংসনীয় ও গুণবান্ বলিয়া অভিহিত হন।

আমাদের মনে হয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন পণ্ডিতগণ সত্যের অপলাপ, আত্মশ্লাঘা, বা পরদোষকীর্ত্তনে লেখনীকে কলুষিত করিবার ভয়ে, ঐরূপ ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিয়া যান নাই। বর্ত্তমানযুগে, নিজকে আদর্শ পুরুষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক পাপকর্ম্মা ব্যক্তি ও নিজের জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন মনীষিগণ আত্মশ্লাঘাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। সত্যবাদী ঋষিগণ, নিরপেক্ষ বলিয়া তাহাদের বর্ণনা যে সর্ব্বথা দোষমুক্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যদিও পাঠকের রুচি জন্মাইবার জন্য তাহাতেও কবিকল্পনার বাহুল্যের অভাব নাই, তথাপি ও তাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে বা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোন বাধা ঘটে না।

ভারতের দুর্ভাগ্য, যাহারা ভারতকে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত, ভারত-বাসীর মধ্যে অনেকেই তাহাদের নাম পর্য্যন্তও জানে না, বা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না। প্রত্যুত, হীন-কর্ম্মা ও হীন-চরিত্র ব্যক্তিগণের জীবনী ও স্মৃতি-সভার পটহ-নিনাদে ভারতবর্ষের প্রতি নগর, গ্রাম ও প্রতিভবনই প্রতিনিয়ত মুখরিত। যে সকল মহা-মনীষি-গণের উপদেশাবলী আজিও ভারতের গৌরব পতাকাকে উড্ডীয়মান রাখিয়াছে, কালমাহাত্ম্যে তাহাদেরই অমূল্য গ্রন্থাবলী আজ আহুতিরূপে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

যাহা হউক, আমাদের গ্রন্থের প্রকৃত প্রতিপাদ্য "বাঙ্গালী মধুসূদন" সাধারণের নিকট পরিচিত নহেন। কারণ, তিনি বঙ্গদেশোৎপন্ন হইলেও অল্পবয়সেই ৺কাশীধামে গিয়া দণ্ডী হইয়াছিলেন। সুতরাং, স্বদেশে তাহার কোন কীর্ত্তিকলাপ বা স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান নাই। যিনি বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব, আজ তাহার পরিচয় জানিতে কাহার না বাসনা হয়? যদিও আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই, তথাপি অনুসন্ধানে যাহা জানা গিয়াছে, আমরা তাহাই আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমাদের লিখিত বিষয়ের অনেকগুলিই ঐতিহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিবে।

মধুসূদন সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মধুসূদন কোন্ দেশীয়, তাহা আজ পর্য্যন্তও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তি তাহাকে পশ্চিম-দেশীয়, কেহ কেহ বা দাক্ষিণাত্য বলিয়া মনে করেন। বোম্বে হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরেজী কাগজে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে,—"কোন সমালোচক লিখিয়াছেন —মধুসূদন মাধবপাশার সভাপণ্ডিত ছিলেন। একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ, ইতিহাসে "মাধব পাশা" নামক কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না" ইত্যাদি।

এইরূপ সমালোচনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যাহা হউক, বহুদিন হইতে মধুসূদন সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিলেও, উক্ত লিখিত বিষয়টী বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের ঐকান্তিক কামনায় সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বকামনা প্রপূরক ৺ভগবান্ মধুসূদনের প্রেরণায়ই যেন উৎসাহিত হইয়া, প্রস্তুত বিষয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই করুণাময়ের অপার করুণার পরিচয় পাইয়াছি। যিনি কল্পনামাত্রেই মানবের সকল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই নিষ্কাম,

পরিপূর্ণ জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মার প্রেরণায় যে আমাদের সাফল্য লাভ ঘটিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। যদিও আমাদের এই উদ্যম মধুসূদনের গুণাবলীর একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা নিশ্চিত সত্য, তথাপি বংশ-পরম্পরায় ও আচার্য্য-পরম্পরায় প্রচলিত কিংবদন্তী গুলিও কালক্রমে লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় এই বালচাপল্যে উদ্যুক্ত হইয়াছি।

বস্তুতঃ, এই জীবন চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, আমাদের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। যদিও বর্ণনীয় বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র শক্তি বা অভিজ্ঞতা নাই, তথাপি আমরা যাহাদের বংশধর, সেই পরম দৈবত, মহর্ষিকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে যতটুক আলোচনা করিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের লেখনীর সার্থকতা, দেহের পবিত্রতা ও হৃদয়ের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইবে, ইহা আমাদের দুরারোহিণী বাসনা।

কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ও পরিচয়, উৎকর্ষাপকর্ষ, নিজের জন্মস্থান এবং বংশের গুরুত্ব, লঘুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং, আমরা ক্রমে সংক্ষেপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

এখানে একটী কথা সহৃদয় পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিতেছি যে, অনেকেই মনে করিবেন "সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্ গমনোপমং"। অর্থাৎ, দক্ষিণ মহাসাগরে গমনাভিলাষুক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরাভিমুখী হিমালয়ের দিকে গমন করা যেমন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল, সেইরূপ এই গ্রন্থে নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর কথার আলোচনাও বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য ও অননুকূল। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, লেখনীকে বিশেষ সংযত করিয়া অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে দেশ, সমাজ ও বংশ

সম্বন্ধে সাধারণের অভিজ্ঞতালাভও ইহার একটী উদ্দেশ্য। এই সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা অনুপযোগী হইলেও, ইহা যে বর্ণনীয় বিষয়ের সর্ব্ববিধ নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার সহিত একটী বংশাবলী তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে পুণ্যশ্লোক "৺মধুসূদনের" পরিচয় সহজেই পাওয়া যাইবে। যেসকল বংশাবলী তালিকা ছাপা হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ ও অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। বিশেষতঃ, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, আমাদের একটী বিশেষ স্বার্থও আছে। যাহারা সম্পদে অনুগ্রহ-প্রার্থী ও ভোজনেই পরিতুষ্ট, বিপদে পরম বন্ধু, যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অশৌচ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন না, সেই একরক্ত-মাংস সম্ভূত পরমমিত্র বিপদ্ বন্ধু জ্ঞাতিগণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া রসনার পবিত্রতা সম্পাদন ও বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিব, তাহাদের নাম অঙ্কিত করিয়া লেখনীকে চরিতার্থ করিব। তাহাদের পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল করিব। পবিত্র বংশসম্ভূত বলিয়া নিজকে পবিত্র মনে করিয়া আনন্দিত হইব। ইহা অপেক্ষা আর শ্লাঘনীয় বিষয় কি হইতে পারে? তাহাদিগকে দিতে পারিলে "জ্ঞাতিভ্যো দত্ত মক্ষয়ং" হইবে। যাহার জ্ঞাতি নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, সে ব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত হেয়। তাহার কন্যা বিবাহ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যথা—

"পিতা ন জ্ঞায়তে যস্যা ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবঃ।
নোপযচ্ছেত্তু তাং কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াদ্বুধঃ" ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণের রীতি, নীতি, বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ কুলাচার

এবং উপাসনাদি কর্ম্মপ্রণালী, জ্ঞাতিগণের নিকট হইতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্কান্দে বালখিল্যখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"স্বজ্ঞাতীয়ো বরো মূর্খো নচান্যো বেদপারগঃ" ॥
"সোম-সংস্কার-সম্বন্ধং শ্রাদ্ধং শান্তিক মেবচ।
জ্ঞাতিভিঃ সহ কর্ত্তব্য মন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥" ইত্যাদি

অর্থাৎ,—সোমযাগ, সংস্কারাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধ, শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞাতির সহিত করিবে, নচেৎ নিষ্ফল হইবে। জ্ঞাতি মূর্খ হইলেও বরং ভাল, অন্য ব্যক্তি বেদপরায়ণ হইলেও ভাল নহে। নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতি পরিত্যাগ করিয়া, দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি ভোজন করানও শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

এই সকল কারণে আজ পর্য্যন্তও আমাদের দেশে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়োপলক্ষে জ্ঞাতিগণকে মিলাইবার জন্য লোকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে।

"বংশ পরম্পরাপ্রাপ্তং কর্ত্তব্যং নীতিমার্গতঃ।
আচারে ব্যবহারে চ প্রায়শ্চিত্তে বিশেষতঃ।
জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবিবেকঞ্চ দ্বিজঃ পূজ্যত্ব মর্হতি ॥"

অর্থাৎ,—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য বংশপরম্পরা ক্রমে অনুষ্ঠিত রীতি অনুসারে সম্পন্ন করিবে। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিবিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি পূজনীয় হইয়া থাকেন।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে—

"ক্বাহং কোঽহং কুলং কিং মে সম্বন্ধঃ কীদৃশো মম।
স্বস্বধর্ম্মো ন লুপ্যেত হ্যেবং সঞ্চিন্তয়েদ্বুধঃ" ॥

অর্থাৎ,—আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে? আমার বংশ কি? আমার সম্বন্ধ কিরূপ, আমার বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম যেন লুপ্ত না হয়। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই ইহা চিন্তা করিবেন।

পাতালখণ্ডে—

"আত্মনো জ্ঞাতিবৃত্তান্তং যো ন জানাতি সৎপুমান্।
জ্ঞাতীনাং সমবায়ার্থং পৃষ্টঃ সন্মূকতাং ব্রজেৎ" ॥
"স্বজ্ঞাতি-পূর্ব্বজানাং যো ন বিজানাতি সম্ভবং।
স ভবেৎ পুংশ্চলীপুত্ত্রসদৃশঃ পিত্রবেদকঃ ॥"

ঐ সকল বচনের তাৎপর্য্য এই যে; যে সৎপুরুষ নিজের জ্ঞাতিগণের বৃত্তান্ত অবগত নহে, জ্ঞাতিগণের মিলনের জন্য জিজ্ঞাসিত হইলে, সে "বোবা" হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি নিজ জ্ঞাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহে, সে পিতার মর্য্যাদা হানিকর বেশ্যাপুত্র সদৃশ।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞাতি-তত্ত্ব অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমার এই প্রয়াস কোন প্রকারেই নিন্দনীয় বা উপেক্ষণীয় নহে।

জ্ঞাতিগণের মহত্ত্ব আর কি কীর্ত্তন করিব, যাহা পুত্রের নিকট আশা করা যায় না, তাহা জ্ঞাতিগণ আগ্রহের সহিত অম্লানবদনে দান করিয়া থাকেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া "যে চাস্মাকং কুলে জাতাঃ" বলিয়া, পরলোকগত জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার ও পরিতৃপ্ত করিতে জ্ঞাতিগণ ভিন্ন আর কে সমর্থ হয়? আমি আশাকরি, আমার জ্ঞাতিগণ যেন বিশেষরূপে জ্ঞাতি-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রোক্ত দোষরাশি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

উৎপত্তিপ্রকরণ।

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতির জন্ম হয়। বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রসূতির উৎপত্তি হয়। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ৫১টী কন্যা জন্মে।* তাহাদের মধ্যে প্রথমে কীর্ত্তি প্রভৃতি ১০টী কন্যার ধর্ম্মের সহিত, অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টীর চন্দ্রের সহিত, অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা (প্রাধা), বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু নামক ১৩টী কন্যার মহর্ষি কশ্যপের সহিত, † সর্ব্বকনিষ্ঠা "সতী" নামক কন্যার মহাদেবের সহিত বিবাহ হয়।

মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানবগণ, কালা ও দনায়ুর গর্ভে অসুরগণ, বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়, কপিলার গর্ভে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, কদ্রুর গর্ভে অষ্টনাগগণ, মুনির গর্ভে সর্পগণ, এবং প্রধা প্রভৃতির গর্ভে অসংখ্য সুরাসুরগণ জন্মগ্রহণ করেন।

মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে অনেক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে প্রধার গর্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি ও উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ।

---

* মহাভারতে ৬১ অধ্যায়ে। পুস্তক ভেদে ৬৩, ৬৬ ও ৬৭ অধ্যায়ে—"দক্ষস্ত্বজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্ ভগবান্ ঋষিঃ। ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল! শান্তাত্মা সুমহাতপাঃ" ॥ ১০। "বামাদজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ভার্য্যা তস্য মহাত্মনঃ। তস্যাং পঞ্চাশতং কন্যাঃ স এবাজনয়ন্মুনিঃ" ॥১১।

† "দদৌ স দশ ধর্ম্মায় সপ্তবিংশতি মিন্দবে। দিব্যেন বিধিনা রাজন্! কশ্যপায় ত্রয়োদশ" ॥১৩॥ ৬৫তমাধ্যায়ে—"অদিতি র্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা। ক্রোধা প্রাধাচ বিশ্বাচ বিনতা কপিলা মুনিঃ। ১২। কদ্রুশ্চ মনুজব্যাঘ্র! দক্ষকন্যৈ চ ভারত! এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নং পুত্রপৌত্রমনন্তকং" ।১৩। মহাভারতে ৫০টী কন্যার নাম পাওয়া যায়।

মহর্ষি পুলস্ত্য হইতে রাক্ষস, বানর, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়। মহর্ষি পুলহ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। মহর্ষি ক্রতু হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ১০০০০ দশ হাজার বালখিল্য মুনিগণের জন্ম হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তি, তৎপুত্র পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসমুনি জন্ম গ্রহণ করেন।

বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে ভৃগুমুনির উৎপত্তি হয়। ভৃগুমুনি কশ্যপের কন্যা পুলোমাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে চ্যবন, তৎপুত্র ঔর্ব্ব, তৎপুত্র ঋচীক, তৎপুত্র জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরাম। ঔর্ব্ব হইতে অন্যস্ত্রীর গর্ভে প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুনক ও তৎপুত্র শৌনকের জন্ম হয়।

জম্বুদ্বীপ ও তদন্তর্গত বর্ষ-সমূহ।

প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলা হইয়াছে।† মহাকবি শ্রীহর্ষ, নৈষধ-চরিতে (১) এবং মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে (২) অষ্টাদশ-দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। যাহা হউক, আমরা জম্বুদ্বীপের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রধানতঃ সাতটী দ্বীপেরই পরিচয় দিব। শাস্ত্রগ্রন্থ মতে নিম্নোক্ত সপ্তদ্বীপ—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি দুগ্ধ ও জল, এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং দ্বীপ সমূহের মধ্যে যে সপ্তদ্বীপই প্রধান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সপ্তদ্বীপের পরিচয় এই ;

মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিব-শতনাম স্তোত্রে এই কয়টী দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। যথা—

জম্বুদ্বীপ	(শিব—জগৎকর্ত্তা)
শাকদ্বীপ	(" —চতুর্ভুজ)
কুশদ্বীপ	(" —কপর্দ্দীশ)
ক্রৌঞ্চদ্বীপ	(" —কপালভৃৎ)
মণিদ্বীপ	(" —মীননাথ)
প্লক্ষদ্বীপ	(" —শশিধর)
পুষ্করদ্বীপ	(" —পুরুষোত্তম)

এই সপ্তদ্বীপে যে সকল অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাদের নাম লিখিত হইল। ঐ সকল শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান ভূমিদ্বারা, সেই সেই দ্বীপের পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করিলে, বোধহয় ঐতিহাসিকগণের মত-বিরোধের সমাধান হইতে পারে।

---

† "সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা"। "সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী" ইত্যাদি। (১) "নব-দ্বয়-দ্বীপপৃথগ্-জয়শ্রিয়াম্"। নৈষধ ১ সর্গ। (২) "অষ্টাদশদ্বীপ-নিখাতযূপঃ"। রঘু।

সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ।
অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্কস্য যাম্যে ক্ষার-ক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ॥
শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং, ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদক-পুষ্করে চ।
দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তর মেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপ মুদাহরন্তি"॥

এইমতে প্রধানতঃ ৬ ছয়টী দ্বীপের কথা উল্লিখিত আছে।

কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে সপ্তদ্বীপের পরিচয়—

জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ।
শাকদ্বীপ—ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড, এবং ওয়েলস্।
কুশদ্বীপ—কাস্পিয়ান সাগরও পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ—জার্ম্মান্ প্রদেশ।
শাল্মলিদ্বীপ—বাল্টিক ও আড্রিয়াটিক সাগরের নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ।
প্লক্ষদ্বীপ—এসিয়ার উত্তর ভাগ, ও আমেরিকা মহাদেশ।
পুষ্করদ্বীপ—আয়র্লণ্ড।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে "প্লক্ষদ্বীপের" পরিবর্ত্তে মাগধদ্বীপের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে "শাল্মলি দ্বীপের" পরিবর্ত্তে "মণিদ্বীপের" উল্লেখ আছে।

পৃথিবীর ইতিহাসকারের মতে—

জম্বুদ্বীপ—এসিয়া।
শাকদ্বীপ—ইউরোপ।
কুশদ্বীপ—ওশেনিয়া।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ—আফ্রিকা।
শাল্মলিদ্বীপ—দক্ষিণমেরুর নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ এবং অষ্ট্রেলিয়া।

প্লক্ষদ্বীপ—দক্ষিণ আমেরিকা।
পুষ্করদ্বীপ—আমেরিকা।

পুরাণ শাস্ত্রে এইসকল দ্বীপের এইরূপ পরিচয় বর্ণিত আছে। যথা—

১। প্লক্ষদ্বীপ—এখানে একটী প্রকাণ্ড হিরণ্ময় প্লক্ষবৃক্ষ আছে। তাহার নামেই ইহার নাম প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। এইরূপ নামকরণ অন্যান্য দ্বীপের সম্বন্ধে ও অবগত হইবে।

প্রিয়ব্রত পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। ইহাতে ৭টী বর্ষ আছে। যথা—শিব, বয়স, সুভদ্র, সমস্ত, ক্ষেম, অমৃত, অভয়। এই ৭টী বর্ষে ৭টী পর্ব্বত ও ৭টী নদী আছে। পর্ব্বত—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসোম, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব, মেঘমাল। নদী—অরুণা, নৃবলা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা, সত্যম্ভরা।

২। শাল্মলিদ্বীপ—প্রিয়ব্রতপুত্র যজ্ঞবাহু ইহার অধিপতি। ইহাতেও ৭টী বর্ষ আছে। যথা—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন, অভিজ্ঞাত। ৭টী বর্ষে ৭টী পর্ব্বত ও ৭টী নদী আছে। পর্ব্বত—সুরথ, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ, সহস্রশ্রুতি। নদী—অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা, রাকা।

৩। কুশদ্বীপ—প্রিয়ব্রতপুত্র হিরণ্যরেতা ইহার অধিপতি। ইহাতে ৭টী বর্ষ—পুত্রদিগের নামে বিখ্যাত। যথা—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্র, বামদেব। সীমাপর্ব্বত—বক্র, (বভ্রু) চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা, দ্রবিণ। ৭টী নদী—রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা, মন্ত্রমালা।

৪। ক্রৌঞ্চদ্বীপ—প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ ইহার অধিপতি।

ইহাতে ৭টী বর্ষ—পুত্রদিগের নামে বিখ্যাত। যথা—আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ, বনস্পতি। ৭টী পর্ব্বত—শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন, সর্ব্বতোভদ্র। ৭টী নদী—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী, শুক্লা।

৫। শাকদ্বীপ—প্রিয়ব্রততনয় মেধাতিথি ইহার অধিপতি। ইহাতে ৭টী বর্ষ পুত্রদিগের নামে বিখ্যাত। যথা—পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ, বিশ্বাধার। ৭টী পর্ব্বত—ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল, মহানস। ৭টী নদী—অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রস্রুতি, নিজধৃতি।

৬। পুষ্করদ্বীপ—প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোত্র ইহার অধিপতি। অযুত যোজন বিস্তৃত মানসোত্তর পর্ব্বত—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বর্ষের সীমাস্বরূপ। রমণক ও ধাবক পুত্রদ্বয় বর্ষপতি।

শ্রীমদ্ ভাগবতে এই সকল দ্বীপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌরব-ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না।

৭। জম্বুদ্বীপ—প্রিয়ব্রত পুত্র আগ্নীধ্র ইহার অধিপতি। এই দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ আছে। সেই জম্বুফলের রস ভূমিতে যুক্ত হইয়া জাম্বুনদ বা সুবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দ্বীপের বিশেষ বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এ বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"প্রিয়ব্রতোহভ্যষিঞ্চত্তান্ সপ্ত সপ্তসু পার্থিবান্।
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবোধ মে॥
জম্বুদ্বীপে তথাগ্নীধ্রং রাজানং কৃতবান্ পিতা।
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ॥

শাল্মলে তু বপুষ্মন্তং জ্যোতিষ্মন্তং কুশাহ্বয়ে।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমন্তং হব্যং শাকাহ্বয়ে সুতম্।
পুষ্করাধিপতিঞ্চৈব সবনং কৃতবান্ সুতম্॥” ইত্যাদি।

পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

সুমেরুর দক্ষিণপার্শ্বে জম্বুদ্বীপ। উত্তরদিকে দ্বিসহস্রযোজন বিস্তার নীল ও শ্বেতশৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত। ইহার মধ্যে রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তর-কুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে। তাহাদের বিস্তার নয় নয় সহস্র যোজন। দক্ষিণে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তার নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল। তাহাদের মধ্যে নয় নয় সহস্র যোজন বিস্তার হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, ও ভারতবর্ষ নামক তিনটি বর্ষ আছে। পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত কেতুমাল। তাহার মধ্যে ইলাবৃত-বর্ষ। জম্বুদ্বীপের পরিমাণ (ব্যাস) শত-সহস্র যোজন। তাহা সুমেরুর চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ-সহস্র যোজন ব্যূঢ়। ইহা লবণ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। তাহার পরে ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, মাগধ ও পুষ্করদ্বীপ। প্রত্যেকে এক একটী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত।

মহাভারতের মতে—ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ, হরিবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তর কুরুবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, হৈরণ্যকবর্ষ, ঐরাবতবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রমণকবর্ষ ও হিরণ্ময়বর্ষ, এই ১২টী বর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত।

পদ্মপুরাণে—নয়টী বর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, রম্যকবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ। বোধ হয়, এই পুরাণের মতে শ্বেতবর্ষ ও রমণকবর্ষ এক, হৈরণ্যকবর্ষ ও হিরণ্ময়বর্ষ এক, এবং ঐরাবতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষকে এক বলিয়া ৯টী বর্ষ বলা হইয়াছে।

জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত আটটী উপদ্বীপ আছে। পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে

এইরূপ উল্লিখিত আছে—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশাক, সিংহল, আবর্ত্তন, পাঞ্চজন্য, মন্দহরিণ, রমণক ও লঙ্কা।

পদ্মপুরাণের মতে—পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সকলের মধ্যে জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে নয়টী বর্ষে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ভিন্ন ৮টী বর্ষ. সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সেবিত, স্বর্গাগত ব্যক্তিগণের পুণ্য শেষোপভোগের স্থান এবং জরামরণ বর্জিত ও ভূস্বর্গ নামে খ্যাত। একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অন্যানি যানি বর্ষাণি ভূমি-স্বর্গানি তানি বৈ।
ভারতে বিহিতং কর্ম্ম যাগধ্যানাদি-লক্ষণম্॥"

ভারতবর্ষ ভিন্ন ৮টী বর্ষেই পুরুষের অন্যূন ১০০০০ দশহাজার বৎসর পরমায়ুর কাল। সে স্থানের পুরুষগণ দেবকল্প এবং দৃঢ়কায়, অযুতহস্তীর বলবিশিষ্ট, সর্ব্বদা আনন্দময় ও আমোদ নিরত। এই সকল বর্ষে দেবগণ নিজ নিজ গণের সহিত সস্ত্রীক ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকেন। বর্ষগুলির পরিচয় যথা—

১। **ইলাবৃতবর্ষ**—এখানে নারায়ণ সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। তথায় ভগবান্ শিব, ভবানীর অনুগত সহস্র-অর্ব্বুদ স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া ধ্যানযোগে সেই সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তির উপাসনা বা স্তব করিয়া থাকেন।

২। **ভদ্রাশ্ববর্ষ**—এখানে বর্ষপতি ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা তত্রত্য কুলপতি পুরুষগণের সহিত পরম সমাধি দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের হয়শীর্ষ-মূর্ত্তির সান্নিধ্য উপলব্ধি করতঃ স্তব করিয়া থাকেন।

৩। **কেতুমালবর্ষ**—এখানে ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর প্রীতির নিমিত্ত কামদেবরূপে বিরাজমান। লক্ষ্মীদেবী সংবৎসরের রাত্রিকালে প্রজাপতি-দুহিতৃগণে পরিবৃত হইয়া এবং দিবাভাগেই ঐ দুহিতৃগণের পতি সমূহের সঙ্গে সমাধিযোগে ভগবানের সেই কমনীয়-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

৪। রম্যকবর্ষ—এখানে ভগবান্ মৎস্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। তথায় বর্ষাধিপতি মনু, ভক্তিযোগে মৎস্যরূপী নারায়ণের উপাসনা করিতেছেন।

৫। হিরণ্ময়বর্ষ—এখানে ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা, এই স্থানের পুরুষগণের সহিত সেই কূর্ম্ম-মূর্ত্তির উপাসনা করেন।

৬। কুরুবর্ষ—এখানে ভগবান্ বরাহরূপে অবস্থিত আছেন। ভূমিদেবী তত্রত্য পুরুষগণের সহিত সেই মূর্ত্তির উপাসনা করেন।

৭। হরিবর্ষ—এখানে ভগবান্ নারায়ণ নৃসিংহরূপে বিরাজমান। দৈত্যকুলতিলক প্রহ্লাদ, তত্রত্য পুরুষগণের সহিত ঐ মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন।

৮। কিম্পুরুষবর্ষ—এখানে ভগবান্ নারায়ণ রামরূপে বিরাজমান। ঐ স্থানের পুরুষগণের সহিত পরমভক্ত হনুমান্, ঐ মূর্ত্তির উপাসনায় নিরত আছেন।

৯। ভারতবর্ষ—এইটী কর্ম্মস্থান, ভগবানের নানাবিধ অবতার ও ভাগবতী লীলায় পরিপূর্ণ। অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র ও সিদ্ধক্ষেত্র বিরাজিত। পরমর্ষি ও সাধকদিগের অনুপম রমণীয় স্থান। এই বর্ষে ভগবান্ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালনের জন্য বহুবার আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি, কবে আবার সেই মহনীয়-শাসন, পতিতপাবন পরমজ্যোতিঃ ভগবান্ এই বর্ষে আবির্ভূত হইয়া ত্রিবিধদুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। ভারতবর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পরে বলা যাইবে। ভাগবত, কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বর্ষের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষ।

অনন্ত মণি-রত্নের উৎপত্তি-ক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত অনন্ত-রত্ন আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? জগতের প্রাকৃতিক নিয়মে উদয়াস্তের ন্যায়, কত জাতি, কত রাজা, কত ধনী, কত জ্ঞানী, কত-মনীষী, কত সাধক, তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া অনন্ত কাল-সাগরের ভীষণ আবর্ত্তনে মিশিয়া গিয়াছে। যে দেশে আদি সভ্য, আদি কবি, আদি মনীষী, আদি জ্ঞানী, আদি যোগী, আদি সাধক, আদি শিল্পী, ও আদি দার্শনিক আবির্ভূত হইয়া দর্শনালোকে জগৎকে আলোকিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল, যে দেশে সুবর্ণময় মেরু এবং নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, মরকত, হীরক, লোহিত-মণি ও বৈদূর্য্য-মণি প্রভৃতি অনন্ত-রত্নের আকর বিদ্যমান, যে দেশের পুণ্য ও বিমল-সলিল স্রোতস্বতীগণ, পতিব্রতা রমণীর ন্যায় নিরন্তর কল কল নাদে উল্লাসের সহিত পতির চরণ সেবা করিবার জন্যই যেন অবিরাম গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, যে দেশের রমণীগণ বৈদুষ্যে, কবিত্বে, বীরত্বে, পাতিব্রত্যে, আত্মত্যাগে ও গৃহকর্ম্ম-নৈপুণ্যে জগতে অতুলনীয়, যে-দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সুদৃঢ় দর্শন-দুর্গ দ্বারা পরিরক্ষিত, যে দেশে বিলাস, ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া, ঋষিগণ বন্য ফল-মূলাহারে জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতায়, স্বার্থত্যাগে, সহিষ্ণুতায় ও পরমার্থচিন্তায় জগতের দৃষ্টি আজিও আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে দেশের ব্রাহ্মণগণ, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও তাহাকে তৃণের মত উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জীবিকানির্ব্বাহের সুগম উপায় সকল আবিষ্কার করিয়া, তপোবিঘ্ন ভয়ে জাত্যন্তরের হস্তে সমুদয় বিভক্ত করিয়া দিয়া, নিজেরা বৃত্তিশূন্য বা উদাসীন রহিয়াছেন, যে দেশের সত্যবাক্, ত্যাগশীল ও অনুগ্রহ-নিগ্রহ-ক্ষম ব্রাহ্মণগণের পদতলে সাগরাম্বরা ধরার অধীশ্বরগণের মুকুট-মণি সসম্ভ্রমে ও [illegible] অবনত হইত, অশিষ্টাচার, অহঙ্কার ও

অধর্ম্ম নিবৃত্তির জন্য যাহাদের ক্রোধবহ্নি প্রলয়-পাবকের ন্যায়, ভীষণ শিখাজাল বিস্তার করিয়া জগৎকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইত, যে দেশে নটের ন্যায় নানা বেশে ঋতু সকল আবির্ভূত হইয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখ-সৌন্দর্য্যের অভিনয় করিত, যে দেশে কমল, কুমুদ,কহ্লার প্রভৃতি দৈবভোগ্য পুষ্পগণের সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্য, শারদ-চন্দ্রমার অমৃতবর্ষী কিরণজাল, তাপিত-প্রাণশীতলকর মলয়ানিল, মানবগণের সর্ব্ববিধ শোক তাপ বিদূরিত করিয়া পরম আনন্দ উৎপাদন করিত, শস্য-শ্যামলা, বিমল-সলিলা, নানাবিধ-ফল ও পুষ্পের আকরভূমি সেই ভারত-ভূমির কথা মনে হইলে, নয়ন অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়, হৃদয় কম্পিত ও লেখনী স্থগিত হয়। সেই শারদ পূর্ণচন্দ্রমা, সেই ঝঙ্কৃতভ্রমরাবলী-পরিব্যাপ্ত কমলদল-পরিশোভিত সরোবর, সেই দীর্ঘায়ু, দীর্ঘকায়, দৃঢ়-দেহ, মহাবীর মানবগণের কথা মনে হইলে, কবি-কল্পনা বা স্বপ্নদৃষ্ট অলীক পদার্থের ন্যায় মনে হয়।

হায়! অন্নপূর্ণার বাসভূমি, দশাবতারের লীলাভূমি, বুদ্ধ, নানক, কবীর, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সাধক ও আচার্য্যগণের উৎপত্তি-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ আজ নিরন্ন, রুগ্ন, অল্পায়ুঃ, অজ্ঞান মানবগণের হাহাকারে পরিপূর্ণ! পূর্ণচন্দ্রমা মেঘাবৃত, সরোবর শুষ্ক, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে শস্যক্ষেত্র মরুভূমি, দুর্ব্বল, সদাচার-হীন, পাপকর্ম্ম-নিরত, প্রবঞ্চক মানবগণের লীলাভূমি, ভারতভূমি, অন্নের জন্য, জলের জন্য, বস্ত্রের জন্য, কাতর ভাবে পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া, রহিয়াছে। দুর্দ্দান্ত কৃতান্তের ন্যায়, নির্দ্দয়, সশস্ত্র, দস্যুগণের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা ভারতের ধন, ধর্ম্ম, প্রাণ, ও জাতির উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর। অসূর্য্যম্পশ্যা পতিব্রতা রমণীগণ দস্যু হস্তে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বীজ পাপানলে দগ্ধ; গ্রাম, নগর ও জনপদ সমূহ, দস্যু নর-পিশাচগণের দ্বারা আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত!

ভারতীয় প্রধান প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী।

ভারতবর্ষ, সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় অভ্রভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ, বিচিত্র পর্ব্বত-মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে ৭টী কুল-পর্ব্বত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যো শুক্তিমান্ ঋক্ষবানপি
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুল-পর্ব্বতাঃ" ॥

অর্থাৎ; মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটী কুল-পর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোলাহল, স্ববৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধম, বৈদ্যুত, মৈনাক, সুরষ, তুঙ্গপ্রস্থ, গোধন, পাণ্ডর, পুষ্পবীর্য্য, জয়ন্ত, রেবত, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, সগোমন্ত, কূটশৈল, কৃতসর, শ্রীপর্ব্বত, ও চকোর নামে ২১টী পর্ব্বতের নাম পুরাণে উল্লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন বিচিত্র-ধাতুময় ও নানাবিধ প্রস্তরময় শত-সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। মৎস্যপুরাণও মার্কণ্ডেয়পুরাণে এবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কয়েকটী প্রধান প্রধান পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। যথা—মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, নীল গোকামুখ, ইন্দ্রকীল ও কামগিরি।

ভারতীয় প্রধান প্রধান নদী-সমূহ।

ভারতবর্ষে প্রচুর নদ নদী আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কয়েকটী প্রধান প্রধান নদীর নাম পাওয়া যায়। যথা—চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী। অন্ধ, শোণ (এইদুইটী নদ), মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৯৩টী নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল নদী নগাধিরাজ হিমালয় ও সাতটী কুল-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে—

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, অপগা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, বংস্কু, গণ্ডকী ও কৌশিকী, এই ১৯টী।

পারিপাত্র হইতে—বেদস্মৃতি, বেতস্বিনী, রাত্রিঘ্নী, সিন্ধু, বেণা, স্যন্দনা, সবানীবা, (সদানীরা), মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, লোপী, বিদিশা, বেত্রবতী, সিপ্রা ও অবন্তী, এই ১৫টী।

ঋক্ষবান্ হইতে—শোণ, মহানদ, নর্ম্মদা, সুরসা, ক্রিয়া, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, অপগা, চিত্রোৎপলা, তমসা, করতোয়া, পিশাচিকা, পিপ্পলা, শ্রোণী, বিপাশা, চঞ্চলা, সরোরুজা, শুক্তিমতী, মঞ্জুলী, ত্রিদিবা ও ক্রতু, এই ২২টী।

বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে—সিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, বেণা, বৈতরণী, শিনীবালী, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিরা, এই ১৩টী।

সহ্যপর্ব্বত হইতে—গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবর্ণা, অপগা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা ও কাবেরী, এই ৮টী।

মলয়পর্ব্বত হইতে—কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পোষ্যজাতি ও উৎপলাবতী, এই ৪টী।

মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে—পিতৃসোমা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষণা, ত্রিদিবালয়া, লাঙ্গূলিনী, ও বংশকরা, এই ৬টী।

শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে—ঋষিকা, কুমারী, মাদকা, মন্দবাসিনী, কৃশা ও পলাশিনী, এই ৬টী।

এই সকল নদী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ন্যায় পুণ্যতোয়া, বিশ্বজননী, পাপহরা ও সমুদ্র-গামিনী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। এই সকল নদী ব্যতীত আরও সহস্র সহস্র বর্ষাকাল-বাহিনী ও সর্ব্বকাল-গামিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে।

বরাহপুরাণে ৮৯টী, মৎস্যপুরাণে ৮৫টী, ও পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে দেড়-শতাধিক প্রধান প্রধান নদীর নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ১৫৬টী প্রধান নদীর নাম পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র অপ্রধান নদী ও অপ্রকাশ ভাবে বহু সহস্র নদী বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল পুরাণ অনুসন্ধান করিলে এ বিষয়ে আরও অধিক তত্ত্ব জানা যাইবে। ঋগ্বেদে ও বহু নদীর নাম উল্লিখিত আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। গৌরব ভয়ে সে সকল উল্লিখিত হইল না।

৺ ভগবানের লীলা-নিকেতন কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে, সিদ্ধযোগী, দার্শনিক, কবি ও শাস্ত্রকারগণ আবির্ভূত হইয়া, ভারত-ভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। জগতের আদি অভ্রান্ত-সত্য বেদরাশি এই ভারতবর্ষেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ও মধ্যদেশ অতি পবিত্র স্থান

বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই পবিত্র দেশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা জন্মান্তর-সঞ্চিত বহু তপোবলেই সর্ব্ব-সমৃদ্ধি-শালিনী ভারতমাতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক আত্মাকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীস্‌দেশীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত অরিয়াস্ তরাস্, ককেশস্ ও হিমালয় পর্ব্বতকে ভারতবর্ষের উত্তর-সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, তাহার মতে—আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ভারতবর্ষের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ব্রহ্মপুত্র ইতি খ্যাতো নদঃ স্রোতস্বিনী-পতিঃ।
প্রাচ্যাং যস্য বহন্নাস্তে বীচিমালা-সমাকুলঃ॥
প্রতীচ্যাঞ্চ নদীনাথঃ সিন্ধুঃ শাখাগণৈঃ সহ।
বহতি প্রোচ্ছলদ্বীচি রাদ্রর্য়ন্ সততং স্থলীং॥
উত্তরাং শোভয়ন্নাশাং নগরাজো হিমালয়ঃ।
দৈবীং ভূতিং সমালম্ব্য স্থিতো গৌরীগুরুর্গিরিঃ॥
দক্ষিণাং দিশমালম্ব্য বীচিভিস্তাড়য়ং স্তটং।
রাজতে লবণাম্ভোধি র্দুর্দ্ধর্ষো লোকদুস্তরঃ॥
সোঽয়ং বিস্তীর্ণভূভাগো নানারত্ন-বিশোভিতঃ।
নানাবৃক্ষ-লতা-পূর্ণো নানা গিরিনদী-যুতঃ॥
নানা পশুগণৈ র্জুষ্টো নানা পক্ষি-নিষেবিতঃ।
আর্য্যাণাং পুণ্যভূমিঃ সা ভারতং বর্ষমুচ্যতে"॥

ইহার তাৎপর্য্য এই;—

স্রোতস্বিনী-পতি, নদ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র, তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া যাহার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত, উত্তাল তরঙ্গ-মালা-যুক্ত নদীনাথ সিন্ধু, শাখা-নদীগণের

সহিত যাহার ভূমিকে নিরন্তর আর্দ্র করিয়া প্রবাহিত, যাহার উত্তর দিক্ শোভিত করিয়া, নগরাজ, গৌরীগুরু হিমালয়গিরি দৈবী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত,যাহার দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া বীচি-মালাদ্বারা তটদেশ তাড়িত করিয়া, দুৰ্দ্ধর্ষ, লোকের দুস্তরণীয় লবণ-সমুদ্র বিরাজমান, নানারত্ন-পরিশোভিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা পরিপূর্ণ, পর্ব্বতমালা ও স্রোতস্বিনীগণযুক্ত, নানাবিধ পশুও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ, আর্য্যদিগের পবিত্র বাসভূমি, ভারতবর্ষ বলিয়া উক্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
নবযোজন-সাহস্রং বিস্তারোঽস্য মহামুনে"।

ইত্যাদি—

অন্যচ্চ—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ"।

ইত্যাদি।

ইহার অর্থ সুগম বলিয়া লিখিত হইল না।

এই ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে সভ্য, জ্ঞানী, কবি, যোগী, বিজ্ঞানবিৎ, শিল্পী, ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত ও জগতের তত্ত্বালোক-প্রদর্শক দার্শনিকগণ ও আদি-গুরু মহর্ষিগণ, আবির্ভূত হইয়া অন্যান্য দেশকে নূতন নূতন তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। একমাত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেই ধ্রুবও প্রহ্লাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত বালক, সীতা, সাবিত্রী, গার্গী ও লীলাবতীর ন্যায় কুলরমণীগণ, জনক রাজার ন্যায় বিষয়াসক্তি-হীন গৃহস্থ, রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাবৎসল, ভীষ্মের ন্যায় সত্যবাদী ও পিতৃভক্ত, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত, কর্ণের ন্যায় দাতা, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সত্যপরায়ণ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক, পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের ন্যায় সাধক এবং বীর, বিশ্বামিত্রের ন্যায়

তপস্বী,নারদের ন্যায় জীবন্মুক্ত ও ভক্ত, বেদব্যাস ও বাল্মীকির ন্যায় গ্রন্থকার, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা, গৌতম ও গঙ্গেশের ন্যায় দার্শনিক, কুমারিলের ন্যায় মীমাংসক, শঙ্কর ও মধুসূদনের ন্যায় বৈদান্তিক, রঘুনন্দনের ন্যায় সংগ্রহকার, শুকের ন্যায় জন্মসিদ্ধ জ্ঞানী, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি সাধু ও ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। অধিক কি, একমাত্র ভারতবর্ষের কতিপয় জনপদ ও রাজবংশের সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে গিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ, চকিত ও বিস্মিত ভাবে নিজ অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন লেখকের লেখনীকে স্থগিত করিয়া দিয়াছে।

ভগবান্ স্বকীয় পূর্ণ-শক্তির বিকাশ-মানসেই যেন তাঁহার লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিসুরম্য পুষ্পবাটিকারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে কেবল ধর্ম্মরূপ-পুষ্প বিকসিত হয় ও মোক্ষরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সুরম্য পুষ্প ও সুস্বাদু ফল-সমন্বিত পবিত্র একটীমাত্র স্থানই পৃথিবীর মধ্যে ভগবানের অতি প্রিয় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ই কবি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"মন্যে বিধাত্রা জগদেককাননং
বিনির্ম্মিতং বর্ষমিদং সুশোভনং।
ধর্ম্মাখ্য-পুষ্পাণি কিয়ন্তি যত্র বৈ
কৈবল্যরূপঞ্চ ফলং প্রচীয়তে ॥"

এই কর্ম্মভূমি ভারতভূমি ভগবানের লীলা-নিকেতন। দেবগণ ও এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য নিয়তই যেন উৎকণ্ঠিত। শ্রীমদ্ ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"অতোঽপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে।
সঞ্চিতুং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয্যমমলং শুভং ॥ ২৮

কদা বয়ং হি লপ্স্যামো জন্ম ভারতভূতলে।
কদা পুণ্যেন মহতা প্রাপ্স্যামঃ পরমং পদম্" ॥ ২৯

ইত্যাদি।

"সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষ-কলশং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি॥
বাসুদেবার্চ্চনং হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ।
কামধেনু মতিক্রম্য অর্কক্ষীরং স ইচ্ছতি॥
এতং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ।
তং প্রাপ্য বিষয়াসক্তা স্তে মুষ্টা মায়য়া হরেঃ" ॥

অর্থাৎ ;—অক্ষয়, নির্ম্মল, মঙ্গলময়, মহৎপুণ্য অর্জন করিবার জন্য, দেবতারা এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

আমরা কবে ভারত ভূমিতে জন্মলাভ করিব? আমরা কবে মহৎপুণ্য দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হইব?

যাহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহারা অমৃত-কলস পরিত্যাগ করিয়া বিষপূর্ণ-পাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে।

যাহারা বাসুদেবের অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কামধেনুকে পরিত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষের ক্ষীর কামনা করিয়া থাকে।

এই পরম পবিত্র ভারতভূমিকে দেবগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই পুণ্য-ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়া যাহারা বিষয়াসক্ত হয়, তাহারা হরির মায়া দ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে।

ঋষিগণ, ভারতবর্ষের আরও কত উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বিস্তার

ভয়ে লিখিত হইল না। কিন্তু আর একটী মাত্র ঋষিবাক্য পাঠকগণ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু যে ভারত-ভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ-মার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ" ॥

ইত্যাদি।

প্রাচীনের মতে ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯০০০ নয়-সহস্র যোজন বা ৭২০০০ হাজার মাইল। পুরাণাদির মতে ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত, যথা,—

১।	ইন্দ্রদ্বীপ—কাহারও মতে ইহাই ইউরোপ।				
২।	কশেরুমান—	,,	,,	,,	রুষদেশ।
৩।	তাম্রকর্ণ—	,,	,,	,,	তুরস্ক।
৪।	গভস্তিমান্—	,,	,,	,,	গ্রীস্‌দেশ।
৫।	নাগদ্বীপ—				
৬।	সোম্য—				
৭।	গন্ধর্ব্ব—				
৮।	বারুণী—				
৯।	সাগর সংবৃতদ্বীপ—	,,	,,	,,	ভারত উপদ্বীপ।
	ইহার উত্তরে তুরস্ক।				(বামন পুরাণ)

বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর-ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ-ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ। আর্য্যাবর্ত্ত-প্রদেশ—হিমালয়প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্যপ্রদেশ ও প্রতীচ্যপ্রদেশ নামক ৪ ভাগে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ—নর্ম্মদা-প্রদেশ, গোদাবরী-প্রদেশ, কৃষ্ণা-প্রদেশ ও কাবেরী-প্রদেশ নামে ৪ ভাগে বিভক্ত।

মহর্ষি মনু ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই সকল স্থান অতি পবিত্র ও যজ্ঞের উপযোগী বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক-সদাচার-বর্জিত, ম্লেচ্ছপ্রধান স্থানই ম্লেচ্ছদেশ। তাহা যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে। "ম্লেচ্ছদেশ স্ততঃ পরং"। মনু।

ব্রহ্মাবর্ত্ত—মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে"। ২য় অঃ।

অর্থাৎ ;—সরস্বতীও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যের পুত্র—বৈবস্বত মনু, সুমেরু পর্ব্বতে বাস করিয়া রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশে ভারতবর্ষের গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমিতে আসিয়া বাস করেন। এই জন্য ইহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই স্থানটী আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে, আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে যে আচার প্রচলিত, তাহা সঙ্কীর্ণ-জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই সদাচার বলিয়া কথিত হয়। মনুতে উক্ত হইয়াছে—

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে"॥ ২য় অঃ।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ"॥ ২য় অঃ।

অর্থাৎ ;—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন, এই কয়েকটী দেশের নাম ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন। মনুটীকাকার—কুল্লূক-ভট্ট পঞ্চালকে কান্যকুব্জ প্রদেশ বলিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষিদেশ-জাত ব্রাহ্মণগণের নিকট, পৃথিবীর সকল মনুষ্য নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে। দ্বিজাতিগণ

নিজের জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, যত্ন-পূর্ব্বক এই সকল পুণ্য-দেশকে আশ্রয় করিবে। তথাচ—

"এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" ॥ ২য় অঃ।
"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ" ॥ ২য় অঃ।

মধ্যদেশ—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, এই চতুঃ-সীমা বেষ্টিত স্থান মধ্যদেশ নামে অভিহিত হয়। যথা—

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ॥ মনু ২য় অঃ।

অর্থাৎ ;—হিমালয়ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী, সরস্বতী নদীর অন্তর্দ্ধান প্রদেশের পূর্ব্ব, প্রয়াগের পশ্চিম, ইহা মধ্যদেশ বলিয়া খ্যাত।

আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সাগর-বেষ্টিত ভূমিখণ্ড, আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কান্যকুব্জ, উৎকল, সারস্বত, গৌড় ও মিথিলা-প্রদেশ এই আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। মনু বলিয়াছেন—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ" ॥

হিন্দুরাজগণের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে কয়েকটী দেশ বিদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, শূরসেন, অশ্বক, মৎস্য, অবন্তী, গান্ধার ও কাম্বোজ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অঙ্গ ।

অঙ্গ দেশটী খুব প্রাচীন। মহাভারতের আদি-পর্ব্বে লিখিত আছে—চেদি দেশের রাজা উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথের অধীনে তাহার কনিষ্ঠ যে দেশ শাসন করিতেন, তাহার নামানুসারে সেই দেশ অঙ্গ নামে খ্যাত হয়। রামায়ণে রাজা দশরথের সখা অঙ্গরাজ লোমপাদের নাম আছে। মালিনী ও চম্পা নামে অঙ্গরাজ্যের প্রধান দুইটী নগর ছিল। মহাভারতে কর্ণকে অঙ্গরাজ বলা হইয়াছে। চম্পার অপর নাম পুষ্পবতী। হরিবংশে অঙ্গদেশের অধিপতি ১৮ আঠার জন রাজার নাম আছে। অথর্ব্ববেদেও এই দেশের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে—হর-কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া যে স্থানে অঙ্গত্যাগ করেন, তাহার নাম অঙ্গ। এই দেশে অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্বে এইস্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। রাঢ়-দেশ ও মধ্য-বাঙ্গালার উত্তরাংশ এই দেশের রাজগণের অধীন ছিল। পরে, রাজা অজাতশত্রুর সময়ে ইহা মগধের অন্তর্গত হয়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ৭ম পটলে এই রাজ্যের এইরূপ সীমা কথিত হইয়াছে—

"বৈদ্যনাথং সমাসাদ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধোদেশো যাত্রায়াং নহি দূষ্যতি" ॥

মিথিলা ।

এই স্থানটী অতি প্রাচীন। এক সময়ে শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য এই স্থান ভারতের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহার নামান্তর বিদেহ। এই স্থানটী বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তর ভাগ। সীতাদেবীর পিতা সীরধ্বজ জনক এই স্থানের রাজা ছিলেন। তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণও মহাভারতে এ দেশের বিশেষ বিবরণ আছে। ভবিষ্যপুরাণে ইহার অপর নাম তীরভুক্তি দৃষ্ট হয়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে—গণ্ডকী-তীর হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত স্থানের নাম তৈরভুক্ত ও তাহার পূর্ব্বভাগের নাম বিদেহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মগধ।

এই দেশটী ও অতি প্রাচীন। এ দেশে প্রতাপশালী অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। বহু গ্রন্থে এই দেশের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে দক্ষিণবিহার মগধ নামে অভিহিত হইত। ঋগ্বেদে ইহার "কীকট" নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে ইহাকে "বগধ" বলা হইয়াছে। পাণ্ডবদের সময়ে এখানে জরাসন্ধ নামে একজন প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তাহার সময়ে গিরিব্রজ নগর ইহার রাজধানী ছিল। মহাভারতেও এদেশের উল্লেখ আছে। নন্দবংশের সময় পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপিত হয়। জরাসন্ধের পরে, প্রদ্যোতন-বংশ, শিশুনাগ-বংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কণ্ঠবংশ, অন্ধ্রবংশ ও গুপ্তবংশ এই দেশে রাজত্ব করেন। এইদেশে প্রদ্যোতনবংশ ১০৮ বৎসর, শিশুনাগবংশ ৩৬ বৎসর, ও নন্দবংশ ১০০ একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।

সুহ্ম।

তমোলুক বা তাম্রলিপ্ত প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম। ইহার পরেই উৎকল দেশ। এ দেশও খুব প্রাচীন। তাম্রলিপ্ত, হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্‌না পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেশের নাম পাওয়া যায়। এই দেশটী বাণিজ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাম্রলিপ্তের "অশোক-স্তম্ভ" বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত। সুহ্মরাজ্যের পশ্চিম দিক্ দিয়া অঙ্গরাজ্য কলিঙ্গের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই রাজ্যের পরিধি ১৫০০ মাইল।

রাঢ়।

এই দেশটীও প্রাচীন। ইহা দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। "অজয় নদ" এই দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

"দামোদর" রাঢ়ের প্রসিদ্ধ নদ। এখানেও বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। পরে ইহা গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। দিগ্‌বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে ইহার সীমানা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ॥

কলিঙ্গ।

কলিঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতাদি বহুগ্রন্থে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। এদেশে অনেক পরাক্রান্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানের পরিধি ৮৪৩ মাইল ছিল। উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে মান্দ্রাজ উপকূল দিয়া পলিকোট পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যাও কখন কখন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুরের কংশাবতী (কাঁসাই) নদী কখনও ইহার উত্তর সীমানা ছিল। ইহার পশ্চিমে অন্ধ্র রাজ্য। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র মতে—শ্রীশৈল হইতে চোলদেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ দেশ বিস্তৃত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজমাহেন্দ্রী, কলিঙ্গ, কলিঙ্গপত্তন, সিংহপুর, চিকাকোল প্রভৃতি ইহার রাজধানী ছিল। মহেন্দ্রগিরি এইদেশের প্রধান পর্ব্বত।

কোশল—অযোধ্যা। এই স্থানটী অতি পবিত্র। সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী, পুণ্যসলিলা সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানে পূর্ব্বকালে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। যজ্ঞান্তে যজ্ঞীয় যূপ সকল সরযূতীরে নিখাত হইত। কোশল-রাজ্য দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত।

মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ উত্তর কোশলের অধিপতি ছিলেন। ইহার রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী।

বৎস—কোশলের দক্ষিণ। বর্ত্তমান এলাহাবাদের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজধানী কৌশাম্বী। এখানে উদয়ন নামে এক জন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।

মৎস্য—জয়পুর।

শূরসেন—মথুরা।

হস্তিনাপুর—বর্ত্তমান মিরাট নগরীর ২২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

অবন্তী—বৎসরাজ্যের অনেক দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরে, বর্ত্তমান মালব প্রদেশের পশ্চিম ভাগ লইয়া এই দেশ অবস্থিত ছিল। রাজধানী—উজ্জয়িনী। এখানে প্রদ্যোত নামে এক জন প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন।

গান্ধার—আফগানিস্থানের পূর্ব্ব ও পঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিম ভাগ।

চেদি—বর্ত্তমান জব্বলপুরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ। পাণ্ডবদের সময়ে এখানে শিশুপাল নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন।

মদ্র—পঞ্জাবের মধ্যভাগ। মদ্ররাজ তনয়ার গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন।

ত্রিগর্ত্ত—কাংড়া জেলা।

বিরাট—জয়পুর রাজ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—বর্ত্তমান দিল্লী।

উৎকল।

এই দেশটীও খুব প্রাচীন। বর্ত্তমানে ইহার নাম উড়িষ্যা। প্রাচীনকালে ইহাকে উড্র, ওড্র বা উৎকল বলিত। হরিবংশে লিখিত আছে—মনুবংশীয় সুদ্যুম্ন রাজার পুত্র উৎকলের নামানুসারে এই দেশের নাম উৎকল হইয়াছে। এই দেশে "পুরুষোত্তম" অতি প্রসিদ্ধ। এদেশে বহু পরাক্রমশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। ১৫৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ৩১০১ বৎসর হইতে খৃঃ পূর্ব্ব ৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১০৭ জন নরপতি এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

উপবঙ্গ।

বঙ্গদেশের দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান উপবঙ্গ। বৃহৎ সংহিতায় বরাহমিহির এইদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্ বিজয় প্রকাশে ইহার এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্ব-ভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজন-পরিমিতো হ্যুপবঙ্গোঽস্তি ভূমিপ" ॥

সুন্দর বন এই দেশের অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে এই দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকই অধিকাংশ বাস করিত। মহাভারতে ভীমের দিগ্ বিজয়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণের পরাজয় বর্ণিত আছে।

কামরূপ।

প্রাচীনকালে এই দেশ প্রাগ্ জ্যোতিষপুর নামে বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বে দিনাজপুর অঞ্চলের নাম জ্যোতিষ ছিল। তাহার পূর্ব্বদিগ্ বর্ত্তী বলিয়া এদেশের নাম প্রাগ্ জ্যোতিষপুর হয়। এই স্থান বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। কালিকা-পুরাণের মতে—হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেব এখানে পুনরায় শরীর প্রাপ্ত হন বলিয়া, ইহার নাম কামরূপ। এই দেশে পূর্ব্বকালে নরক নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। আসামের পুরাবৃত্তে জানা যায়, নরকের পূর্ব্বে মহীরঙ্গ হইতে ৫ জন রাজা এদেশে রাজত্ব করেন। রামায়ণের মতে চন্দ্রবংশীয় "অমূর্ত্তরজাঃ" এইদেশ স্থাপন করেন। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহার মতে ইহার পরিধি ১৭০০ মাইল। মহাভারতে এই দেশের রাজা শৈলালয় (শৈললেয়) ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের নাম আছে। যোগিনীতন্ত্রে ইহার সীমানা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী,

পূর্ব্বে দিলুনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা সঙ্গম। রঘুর দিগ্‌বিজয়ে এই দেশের বর্ণনা আছে। ইহার উত্তর খণ্ডের নাম সৌমার-খণ্ড। কামরূপে পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক হাতী আছে। এদেশের প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র।

পুণ্ড্রদেশ।

এই দেশও খুব প্রাচীন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও মনুসংহিতায় এদেশের নাম উল্লিখিত আছে। এই স্থানটী করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণ হইতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র-দেশের নাম হইয়াছে। ভাগবতের মতে পুণ্ড্রগণ যযাতির পুত্র অণুর বংশধর। এই বংশীয়েরা দস্যুজীবী বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে ইহারা গজযুদ্ধ বিশারদ বলিয়া খ্যাত। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা বর্ত্তমানে "পাণ্ডুয়া" নামে অভিহিত। এইদেশ দীর্ঘকাল মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল

বঙ্গদেশ চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ঔড্র নামে পাঁচটী পুত্র ছিল। যে পুত্র যে দেশ শাসন করিতেন, সেই দেশ তাহার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গরাজা যে দেশ শাসন করিতেন, সেই দেশের নাম বঙ্গদেশ। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এ বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥
অঙ্গস্যাঙ্গোঽভবদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ॥
পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রাঃ প্রখ্যাতাঃ সুহ্মাঃ সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ॥
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজ" ॥

১০৪ অঃ, ৪১—৫৫।

কূর্ম্মপুরাণে ও বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়।

"প্রাচ্যাং মাগধ-শোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়-রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত- প্রাগ জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ ॥
আগ্নেয্যামঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গ-ত্রৈপুর কোশলাঃ" ॥

শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে এইদেশের এইরূপ সীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে !
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥"

অর্থাৎ; বঙ্গোপসাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের নাম বঙ্গদেশ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে করতোয়া নদী। এই সীমা-বিশিষ্ট স্থানই বঙ্গদেশ। যোগিনী-তন্ত্রের প্রমাণে বুঝা যায়, বঙ্গদেশের কিয়দংশ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। তাহার পরিচয় এই;— উত্তরে নেপাল প্রদেশের কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দিলুনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত শতযোজন দীর্ঘ, বিস্তারে ত্রিশ যোজন স্থান কামরূপ বলিয়া বিখ্যাত। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—

"বৈদ্যনাথাৎ সমারভ্য যাবল্লৌহিত্যকং প্রিয়ে।
তাবদ্ গৌড়ং বিজানীয়াত্তদন্যো বঙ্গ উচ্যতে" ॥

এই প্রমাণে বুঝা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটই বঙ্গদেশ। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বঙ্গে লৌহিত্যাখ্য-নদ-পূর্ব্বতটে" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটই বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশের একটী নাম সমতট। অভিধানকার হেমচন্দ্রের মতে বঙ্গদেশের নাম হরিকেলীয়। বঙ্গদেশের কয়েকটী প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ইতিহাস অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। তাহাদের নাম ও রাজত্বকালের বিবরণ এই;—

ধাড়িচন্দ্র —৯২০ খৃঃ হইতে ৯৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত।
সুবর্ণচন্দ্র —৯৫০ ,, ,, ৯৭০ ,, ,,
মাণিকচন্দ্র—৯৭০ ,, ,, ৯৯০ ,, ,,
গোবিন্দচন্দ্র—১০০৫ ,, ,, ১০৩৯ ,, ,,
ভবচন্দ্র —(মন্ত্রী গবচন্দ্র)
শ্রীচন্দ্র —
ধর্ম্মচন্দ্র —

পঞ্চগৌড়—ভারতবর্ষে এক সময়ে গৌড় নামে পাঁচটী নগর একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জন্য, ঐ রাজ্য "পঞ্চগৌড়ীয়" বা "গৌড়" নামে অভিহিত হইত। এই পাঁচটী দেশের নাম—রাঢ়, বারেন্দ্র, বকদ্বীপ (বীরভূম) সহ বঙ্গদেশ, মিথিলা ও উৎকল। এই সকল দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত।

গৌড়—মহানন্দা-নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম প্রদেশে "ভোজগৌড়" নামক একজন নরপতি নিজ নামানুসারে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে "গৌড়" নামক এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দেশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়, বৈদ্যনাথ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই গৌড় দেশ বলিয়া খ্যাত।

বাস্তবিক, এই দেশটীও খুব প্রাচীন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্র ও পাণিনি ব্যাকরণে এই দেশের নাম পাওয়া যায়। ভারতে ৫টী গৌড়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—(১) সূর্য্য বংশীয় বংশক রাজা গৌড়ে শ্রাবন্তী-নগর নির্ম্মাণ করেন। অযোধ্যা প্রদেশের বরৈচ, ও গোণ্ডাজেলার সীমা রেবতী বা রাপ্তা নদীর তীরে শ্রাবন্তী ও প্রতাপগড় জেলার মধ্যে গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। (২) প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান গৌড় নামে প্রসিদ্ধ

ছিল। এখানে কৌশাম্বী নগর বিদ্যমান ছিল। (৩) মালব রাজ্যের কিয়দংশ। (৪) বৈতুল,, সিন্দবড়া, সিওনি ও মণ্ডল এই চারিটী জেলা লইয়া একটী গৌড় রাজ্য ছিল। (৫) বঙ্গদেশের গৌড়। গৌড় দেশ পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধীন ছিল। বস্তুতঃ, পঞ্চনদ ব্যতীত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তই গৌড় নামে অভিহিত হইত। অলঙ্কার শাস্ত্রে ও গৌড়ী রীতি বলিয়া একটী রীতি আছে। ইহাতে গৌড় দেশের বিশেষ গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। এ দেশে যে সংস্কৃতভাষার সমধিক চর্চ্চা ছিল, তাহাও ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ, গৌড় দেশে প্রবল-পরাক্রান্ত বহু নরপতি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। এদেশে শূরবংশীয়গণের পূর্ব্বে ভোজবংশীয় ৮ জন নরপতি ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

সঙ্ক্ষেপে ভারতবর্ষের দেশ-বিভাগ বর্ণিত হইল। এই সকল দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিক্‌স্থিত ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চগৌড়ীয়" ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্‌স্থিত ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চদ্রাবিড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সারস্বত, কানোজ, গৌড়ীয়, উৎকলীয় ও মৈথিলী ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চগৌড়ীয়" বলিয়া পরিচিত; মহারাষ্ট্রীয়, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কার্ণাটিক ও গুজরাটী ব্রাহ্মণগণ "পঞ্চদ্রাবিড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণোৎপত্তি-মার্ত্তণ্ডে উল্লিখিত আছে—

"কর্ণাটকাশ্চ তৈলঙ্গা দ্রাবিড়া মহারাষ্ট্রকাঃ।
গুর্জ্জরাশ্চেতি পঞ্চৈব দ্রাবিড়া বিন্ধ্যদক্ষিণে॥
সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়া উৎকল-মৈথিলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ"॥

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ।

পরমপিতা পরমেশ্বরের লীলা-নিকেতন খাসমহলের ন্যায় প্রাকৃতিক-সুষমা-মণ্ডিত বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের মধ্যে যে কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ দেশ আছে, বঙ্গদেশ তাহার মধ্যে অন্যতম। তন্ত্রশাস্ত্র, মহাভারত, সূর্য্যবংশীয় রাজা রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রভৃতিতে এই বঙ্গদেশের প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা বর্ণিত আছে। এ দেশ যেমন প্রচুর ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ, তেমনি নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও পুষ্পে সুশোভিত এবং অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয়-জলে পরিপূর্ণ। এদেশটী নদী-মাতৃক এবং পর্য্যায়ক্রমে নটের ন্যায় ছয়টী ঋতুর বিলাসভূমি ও অভিনয় ক্ষেত্র। সুতরাং ভারতের মধ্যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন এইরূপ দেশ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দানশীল, সৎক্রিয়ান্বিত, বহু ধনাঢ্য-ব্যক্তি, এবং সদাচার-সম্পন্ন মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশকে আরও অলঙ্কৃত করিয়াছেন। জ্ঞান-পিপাসু ঋষিগণ পরিবৃত নৈমিষারণ্য বা সিদ্ধাশ্রমের ন্যায়, শাস্ত্রচর্চ্চা, অতিথিসেবা, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি আর্য্যজনোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের জন্য এদেশ বহুদিন হইতেই বিখ্যাত।

এই বঙ্গদেশে অতিশয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির সহিত সেন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাহারা উদীয়মান মোগল-গৌরব-রবির অনভিভবনীয় প্রভাবের সময়েও সগর্ব্বে এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই বঙ্গদেশের মধ্যে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ এই তিনটী স্থানই প্রধান। এই তিনটী স্থানই সৎক্রিয়ান্বিত, ধনাঢ্য বহু ভদ্রলোকের বাসভূমি এবং প্রধান ব্রাহ্মণ-সমাজ ও পণ্ডিত-সমাজ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে আবার বাকলা চন্দ্রদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। যখন নবদ্বীপ জন্মগ্রহণ করে নাই, বিক্রমপুর মাতৃগর্ভে অবস্থিত, তখন ও

এই বাকলা চন্দ্রদ্বীপের যশঃসুরভি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। মোগলের অনভিভবনীয় প্রভাব ও, দেশীয় রাজন্যগণের অলৌকিক প্রতিভায় ভূষ্মীভূত হইয়াছিল। মোগলের লোলুপ শ্যেন-দৃষ্টি হইতে "বাকলা চন্দ্রদ্বীপ" আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই দেশ পাণ্ডিত্যের জন্যও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনায়, ছাত্র ও অধ্যাপকগণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য থাকিতেন। ছাত্রগণের শাস্ত্রালোচনায় নিরন্তর মুখরিত এই দেশের প্রত্যেক পল্লীতে গমন করিলে বোধ হইত যেন এ বাড়ীতে একটী বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তিলক ও শিখাধারী, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া-নিরত, লোভবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ-বালকগণ ও ব্রহ্মণ্যের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত, শমগুণের আধার, সত্যবাদী ও তেজস্বী অধ্যাপকগণকে দেখিলে, সত্য সত্যই পুরাতন যুগের ঋষিগণের আশ্রম বলিয়া মনে হইত। এদেশে এমন অনেক গ্রাম ছিল, যাহাতে ১৮।১৯টী করিয়া চতুষ্পাঠী ছিল। গৌরীনাথ, হরিনাথ, আলোক, গোলোক, রুদ্র ও মঙ্গল প্রভৃতি কয়েকজন মহা-মনীষী এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট পরাজয়ের ভয়ে, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ এদেশে নিমন্ত্রণোপলক্ষে আসিতে কম্পিত-কলেবর হইতেন। প্রবাদ আছে যে, বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত "নলচিড়া" নামক গ্রামে একটী মহতী সভায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সাতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত হইয়া, উক্ত "নলচিড়া" নামক স্থানকে "নিম্নবদ্বীপ" আখ্যা প্রদান করতঃ বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, অদ্য পর্য্যন্ত ঐ স্থানের এত সম্মান আছে যে, পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ না থাকিলেও, দেশে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের মধ্যে "নলচিড়ার" পণ্ডিতগণেরই সর্ব্বপ্রথমে বিদায় হইয়া থাকে।

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। তাহাদের প্রকাণ্ড

কামান ও বন্দুক প্রভৃতি প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল। মগ ও পর্টুগীজ দস্যুগণ যখন এদেশে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাদিগকে দমন করিতে উদীয়মান মোগল-সম্রাট্ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সুদৃঢ়-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল-পরাক্রান্ত সৈন্যগণের সাহায্যে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ ঐ দস্যু-দিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠানগণও মাঝে মাঝে যে ভীষণ উপদ্রব করিত, তাহাদের নিকটেও অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ, সমাজপতিরূপে সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ব্রহ্মত্র দান পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের প্রতিপালন করতঃ দেশকে শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মগ, পাঠান ও পর্টুগীজ দস্যুদিগের অমানুষিক অত্যাচারে ইহারা ক্রমে কচুয়া, বাসুরীকাঠী, হোসেনপুর, ক্ষুদ্রকাঠী ও পরে মাধবপাশায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২১ পুরুষ ২২ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায়, বর্ত্তমান রাজকুমারগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নাই। সকলই অনন্ত-কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

যে সকল রাজা বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া, হিন্দু নরপতিগণের মধ্যে শান্তিময় গৌরবস্তম্ভরূপে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই ;—

১। রাজা দনুজমর্দ্দন দে
২। ,, রমা বল্লভ রায়
৩। ,, কৃষ্ণ বল্লভ রায় (১)
৪। ,, হরি বল্লভ রায়
৫। ,, জয়দেব রায় (২)

(১) বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতা বেভারিজ সাহেবের মতে ইহার নাম শ্রীবল্লভ।
(২) ,, ,, ,, ,, ,, ,, ইহার নাম কৃষ্ণবল্লভ।

৬। তৎকন্যা রাণী কমলা। পতি—বলভদ্র বসু

৭। রাজা পরমানন্দ রায় (বসু)

৮। ,, জগদানন্দ রায় (,,)

৯। ,, কন্দর্প নারায়ণ রায় (,,)

১০। ,, রামচন্দ্র রায় (,,)

১১। ,, কীর্ত্তিনারায়ণ রায় (,,) ১২। ,, বাসুদেব নারায়ণ রায় (,,)

১৩। ,, প্রতাপনারায়ণ রায় (,,)

১৪। ,, প্রেমনারায়ণ রায় (,,) ১৫। তৎকন্যা, স্বামী গৌরী চরণ মিত্র

১৬। উদয়নারায়ণ মিত্র ১৬ক। রাজনারায়ণ রায় (মিত্র)

১৭। তৎকন্যা রাণী দুর্গাবতী, স্বামী শিবনারায়ণ মিত্র

লক্ষ্মী নারায়ণ ১৮। জয় নারায়ণ (স্ত্রী করুণাময়ী)

১৯। নৃসিংহ নারায়ণ

২০। নরেন্দ্র নারায়ণ (দত্তক) বীরসিংহ নারায়ণ (জ্যেষ্ঠামহিষী রাজেশ্বরীর দত্তক) দেবেন্দ্র নারায়ণ (কনিষ্ঠা মহিষী অন্নপূর্ণার দত্তক)

২১। যোগেন্দ্র নারায়ণ উপেন্দ্র নারায়ণ

ঐতিহাসিকগণের বহু গবেষণার ফলে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ;—

বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ জনপদ দোর্দ্দিণ্ড

প্রতাপ হিন্দুনরপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বাকলা নামে অভিহিত হইত। "দিগ্‌বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে বাকলার তুইটী সীমানা নির্দ্ধারিত আছে। যথা—(১) পূর্ব্বে মধুমতী, পশ্চিমে ইচ্ছামতী, দক্ষিণে বাদা, ও উত্তরে কুশদ্বীপ। (২) পূর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে বলেশ্বর, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্দরবন। এই ভূভাগ মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্ব্বতবিহীন সোমকান্তদেশ। ইহার মধ্যে পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, এবং উত্তরে স্ত্রীকার। মধ্যস্থলে বাকলা রাজধানী। বাস্তবিক, বাকলা যখন বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তখন ইহার পূর্ব্বসীমানা—মেঘনা-নদী, বঙ্গোপসাগর, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কিয়দংশ। পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ। উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও পদ্মানদী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গমাইল। উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল হইবে। কোটালীপাড়া, মাদারীপুর, ও মূলফতগঞ্জ, তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকের কথা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ১১৬০ সালে (১৭৫৪ খৃঃ) যখন আগাবাখর খাঁ এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন,তখন বাখরগঞ্জের সীমানা উত্তরে জাহাঙ্গীর নগর বা জাহাঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর। পূর্ব্বে—আরাকান। পরে বৃটিশরাজত্ব আরম্ভ হইলে, (১৭৮০ খৃঃ) বাখরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত পদ্মা এবং কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণপশ্চিম, এবং মেঘনা ও চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম প্রান্তে ভূষণা ও যশোহরের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী স্থানগুলি বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দ্বীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে পাঠান নরপতিগণের রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সুবর্ণগ্রামে তাহাদের রাজধানী ছিল। ইলাইস্ সাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন

মহম্মদ সাহ এবং তাহার বংশধরগণ ১৪২৬ খৃঃ হইতে ১৪৮০ খৃঃপর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তখন ঢাকা, ফরিদপুর, এবং বাখরগঞ্জ—জেলালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান ঢাকা ও ফরিদপুরের কিয়দংশ জেলালাবাদ ও বাকী অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যখন বারভূঁইয়াগণের অন্যতম কন্দর্পনারায়ণ এবং তাহার বংশধরগণ এইদেশে রাজত্ব করিতেন, তখন বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি "সরকার বাক্‌লা" নামে অভিহিত হইত। তখন ইহার সীমা পূর্ব্বে সমুদ্রোপকুলস্থিত মগরাজ্য, পশ্চিমে—স্রোতস্বিনী যমুনা নদী। দক্ষিণে সমুদ্র, এবং উত্তরে—ত্রিপুরারাজ্য ও ভাওয়ালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রদ্বীপের আলোচনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাসে প্রবাসী পত্রিকার ৩৮০ পৃষ্ঠায় একটী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, সুন্দরবনের অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে একজন মুসলমান কবর খনন করিবার সময় একটী প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। উহার একদিকে "শ্রীদনুজমর্দ্দনদেব" ও অপরদিকে "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্রদ্বীপ" এইরূপ" লিখিত আছে। ইহাতে ১৩৩৯ শক (১৪১৭ খৃঃ) দনুজমর্দ্দনের রাজত্বকাল স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে ও ২টী প্রাচীন রজতমুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহা পাঁণ্ডুয়া আদিনা মস্‌জিদের ২ ক্রোশ মধ্যে পাওয়া যায়। উহার একটীতে দনুজমর্দ্দন দেব ও অপরটীতে মহেন্দ্রদেবের নাম মুদ্রিত আছে। মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার ৩ বৎসর পরে দনুজমর্দ্দন পাণ্ডুনগরে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন, ইহা প্রমাণিত হয়। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন, দনুজমর্দ্দন মহেন্দ্রদেবের পুত্র।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতে যে, রাজা দনুজমর্দ্দনের নামাঙ্কিত মুদ্রা ১৪১৭ খৃঃ আবিষ্কৃত হইলে, এবং তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে, তাহার কাল ১৪১৪ খৃঃ হয়। যদি ঐ সময়ে

বাক্‌লাধিপতির বয়স অন্ততঃ ৩০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে, ১৪১৪—৩০=১৩৮৪ খৃঃ হয়। ঐ সময়ে বাক্‌লার সিংহাসনে হিন্দুরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান ১৯৩১ খৃঃ হইতে ১৩৮৪ খৃঃ বাদ দিলে (১৯৩১—১৩৮৪=৫৪৭) ৫৪৭ বৎসর হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৫০ সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন রাজসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই দেশটী বাক্‌লা নামে প্রসিদ্ধ হইলেও ৪৭টী পরগণায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১০টী অন্য জেলার অধীন হইলেও বরিশালের কালেক্‌টরীতেই রাজস্ব আদায় হয়। বরিশালের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বাখরগঞ্জের ইতিহাসে ২২টী পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাক্‌লা এবং চন্দ্রদ্বীপ একই পরগণা। তিনি বাখরগঞ্জকে পরগণা সমূহের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—

উত্তরে বাঙ্গরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর, এবং চন্দ্রদ্বীপ, পূর্ব্বে উত্তর এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, নাজিরপুর এবং রতনদি কালিকাপুর। মধ্যভাগে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগ উমেদপুর, এবং অরঙ্গপুর। পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর। দক্ষিণভাগে সমুদ্র-তীরব্যাপী সুন্দরবন। এই সুন্দরবন কোন পরগণা ভুক্ত হয় নাই।

আমাদের দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী বাখরগঞ্জকে ৫টী পরগণায় বিভক্ত করেন। যথা—বাক্‌লা, বাঙ্গরোড়া, সোন্দারকুল, অরঙ্গপুর ও সায়েস্তা নগর। অদ্য পর্য্যন্তও এই নিয়মে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ অদ্য পর্য্যন্তও এদেশকে বাক্‌লা বলিয়াই জানেন।

বস্তুতঃ, সেলিমাবাদ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পরগণা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কেন না, চন্দ্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রাধান্য, এবং ইহারই গৌরবে অদ্য পর্য্যন্ত এই দেশ গৌরবান্বিত। ডাক্তার জেন্‌স,

ওয়াইজ্ ও একথা সমর্থন করিয়াছেন। (Bara Bhuya of Bengal 1874)

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের কয়েকটী প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে। যথা—ব্রহ্মপুর, বারাণসীপুর, সহ্যশাল, নালিকাসরিৎ পার্শ্বে কুমুদগ্রাম, কোটালী, কণ্ঠস্থালী, বেণুবাটী, রণানদীর নিকট ডম্বুর, চেদীরনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন।

বাখরগঞ্জে যতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপই প্রাচীন। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ রাঢ়ও বঙ্গদেশকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপ তাহার অন্যতম। যথা—

১। অগ্রদ্বীপ।
২। নবদ্বীপ।
৩। মধ্যদ্বীপ।
৪। চক্রদ্বীপ।
৫। এড়ুদ্বীপ।
৬। প্রবালদ্বীপ।
৭। বৃদ্ধদ্বীপ।
৮। কুশদ্বীপ।
৯। অন্ধ্রদ্বীপ।
১০। সূর্য্যদ্বীপ।
১১। জয়দ্বীপ।
১২। চন্দ্রদ্বীপ।

ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজপতিগণ এইস্থানকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রধান সমাজস্থান এবং বহু সৎক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অন্য নাম বাক্‌লা। ইহার অন্তর্গত প্রদেশ-গুলি সমুদ্রতীরবর্ত্তী। সময়ে সময়ে জলমগ্ন হইত, আবার উত্থিত হইত। মিশ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে—

"রত্নাকরো মহাতীর্থো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পদ্মা যস্যোত্তরা সদা॥

বঙ্গেশ্বর পূর্ব্বভাগে চন্দ্রদ্বীপ-সমন্বিতঃ।
দেশোঽয়ং পুণ্যতীর্থস্তু ব্রাহ্মণ্য ইতি কথ্যতে॥"
"চন্দ্রদ্বীপস্য সীমায়াং রত্নাকরো বিরাজতে।
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বর্দ্ধতে বপুঃ॥
তস্য তদ্‌গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।
গুহক ইতি বিখ্যাতো নাম্না সর্ব্বজনৈরয়ং॥"

ভবিষ্যপুরাণে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

এই ভূখণ্ড সর্ব্বদা জলসিক্ত এবং আর্দ্র থাকিত, ভগবান্ ভবানীপতির ললাটস্থ বহ্নির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া ত্বরায় প্রাচীন জনপদে পরিণত হওয়ায় শৈবগণের আবাস নিকেতন হইল। অপিচ, মহাদেবের ভালস্থিত শশিকলা ভূখণ্ডকে অগ্ন্যুত্তাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল। যথা—

"চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয়পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেবপ্রসাদেন শুষ্কভূতা হি মৃত্তিকা॥
ললাটানল-দাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা"॥

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী আছে। বরিশালের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেভারিজ, ডাক্তার ওয়াইজ এবং ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থমধ্যে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

১। যখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকাংশই প্রায় সুগন্ধা নদীর গর্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুরের চন্দ্রশেখর নামে একজন ক্রিয়াবান্ ও সদা-, চার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট একজন ব্রাহ্মণ তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। সম্প্রদানের সময় চন্দ্রশেখর শুনিতে পাইলেন যে,

তাহার উপাস্যা দেবীর নাম ও পত্নীর নাম একই। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, উপাস্যা দেবীকে ধ্যান করিলে, স্ত্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে, যাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলে, স্ত্রীর নাম উচ্চারিত হইবে, সেই স্ত্রীর সহিত কিরূপে দাম্পত্য প্রণয় সংস্থাপিত হইতে পারে? এরূপ করা মহাপাপ বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ আত্মহত্যামানসে বিবাহরাত্রেই একখানি ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় নদী-বক্ষে ভাসমান হইলেন। কোন দিকে লক্ষ্য নাই, মৃত্যুর ভয় নাই, ব্রাহ্মণ একমাত্র উপাস্যা দেবীর চিন্তায় নিরত। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। উদ্বেলিত তরঙ্গ-মালা স্ফীত বক্ষে দিগন্তপানে ছুটিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বিলীন হইতেছে, কোথাও বা পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত যেন ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের প্রবল ভীতিকর শব্দে ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সেই জনমানবশূন্য অকুল ও অগাধ জলরাশির মধ্যে ঐকান্তিকভাবে উপাস্য দেবীর প্রতি আত্মসমর্পণ করতঃ সেই ক্ষুদ্র-তরণী সহ ভাসিতে লাগিলেন। এই রূপে দুই দিন অতীত হইল। তৃতীয় দিনে প্রাভাতিক কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া ময়ূখমালী ভগবান্ দিবাকর পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিলে, ব্রাহ্মণ অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র-তরণী-সমারূঢ়া অলোকসামান্যা একটী কিশোরী রমণী দর্শন করিলেন। এই জন-প্রাণিশূন্য ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া, চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও কৌতূহলী হইয়া, ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কোন্ সাহসে একাকিনী এই ভীষণ নদী মধ্যে আসিয়াছ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই? রমণী বলিল, আমি ধীবর কন্যা, নদীতে বাস করাই আমাদের অভ্যাস, সুতরাং আমার কোন ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু বলুন দেখি, আপনি ব্রাহ্মণ, তরণি সঞ্চালনে অনভিজ্ঞ, এ অবস্থায় আপনি একাকী এ ভীষণ নদীতে কেন আসিয়াছেন? আপনার কি প্রাণের ভয় নাই?

ব্রাহ্মণ, তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। ধীবরকন্যা তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানালোক প্রকাশিত হইল। চিরসঞ্চিত হৃদয়-গহ্বরে লুক্কায়িত গাঢ় মোহান্ধকার দূরীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী, আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া তাহার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। ধীবর কন্যা বলিলেন, আমি অস্পৃশ্যা ধীবর-কন্যা, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া আমার পাদস্পর্শ করায়, আমাকে মহাপাপে লিপ্ত করিলেন। এইরূপ নানা প্রকার ছলনায়ও ব্রাহ্মণ পদদ্বয় ছাড়িলেন না। যখন কিছুতেই তাহার পরিচয় পাইলেন না, তখন আত্মহত্যার জন্য সেই নদী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, তুমি আমাকে আত্মপরিচয় প্রদান না করায়, জ্ঞানকৃত এই ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয় দর্শনে ধীবরকন্যা-রূপিণী দেবীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, বৎস! নৌকায় আরোহণ কর, আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইও না। আমি তোমার উপাস্যা দেবী, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাহার জন্য এতকাল কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছি, যাহাকে পাইলে, সকল আশাও তৃপ্তি পূর্ণতা লাভ করে, তাহাকে পাইলে, আর কি প্রার্থনীয় আছে? তবে মা! তোমার ধ্যানগম্য মূর্ত্তি দেখাইয়া এ দাসকে কৃতার্থ কর। তখন, দেবী নিজের মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বৎস! আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে, আমার বরে অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্ব্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে; এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে"। সর্ব্বপুণ্য-ফলস্বরূপ দেবীর পবিত্র চরণ দর্শন করিয়া পূর্ণকাম ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ হইয়াছেন, তিনি নিষ্কাম, অসার রাজ্যভোগ বাসনা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। তিনি সবিনয়ে করযোড়ে এই বরের পরিবর্ত্তে জন্ম-মৃত্যু ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। তখন, "তোমার নামে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ

করিবে "বলিয়া, ব্রাহ্মণের অভিমত বরপ্রদান পূর্ব্বক দেবী অন্তর্হিতা হইলেন দেবীর বরে দেখিতে দেখিতে সেই অগাধ অনন্ত জলরাশি সর্ব্বশস্যশালিনী ধরণীতে পরিণত হইয়া "চন্দ্রদ্বীপ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

২। একদা চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী দনুজমর্দ্দন দে প্রভৃতি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া নৌকাযোগে সুগন্ধা-নদী-বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন—জগন্মাতা কালী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে, তোমার নৌকার অনতিদূরে তিনটী পাষাণময়ী মূর্ত্তি জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। তোমার প্রিয়-শিষ্য দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তিত্রয় উদ্ধৃত হইলে, এই বিশাল-নদী অচিরেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে।

চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন, আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি প্রিয়-শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে গোপনে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। দনুজমর্দ্দন গুরুর আদেশ-ক্রমে স্বপ্ন-কথিত স্থানে ডুব দিলেন। তিনি প্রথম বারে দেবী কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি উঠাইলেন। দ্বিতীয় বারে মদন-গোপালের পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাইলেন। গুরুদেব আবার ডুব দিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু দনুজমর্দ্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। তখন গুরুদেব বলিলেন—"ভগবতী কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি অতি সত্বর সর্ব্বশস্যশালিনী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং তাহার আদেশে তুমিই এই দেশের রাজা হইবে। তৃতীয়বার ডুব দিলে, মহালক্ষ্মীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইত, তুমি ডুব না দিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ। ঐ মূর্ত্তি উঠাইলে তোমার চিরস্থায়িনী রাজলক্ষ্মী লাভ হইত।" যাহা হউক, এই দনুজমর্দ্দন দে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপয়িতা। তিনি গুরুর নামানুসারে এই দেশের নাম-করণ করেন। সেইজন্যই এই দেশ চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ" প্রণেতা বলেন, ইনি বল্লালসেনের কিছু পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। একথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সম্রাট্ আকবরের সমকালবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপাধিপতি জগদানন্দ রায়, দনুজমর্দ্দনের অধস্তন সপ্তম পুরুষ সুতরাং অন্যূন ২০০ শত বৎসর পরে জগদানন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৫৪২ খৃঃ আকবরের আবির্ভাব হইলে, তাহা হইতে ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৪২ খ্রীঃ দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব কাল স্বীকার করা যাইতে পারে। বল্লালসেন ইহার ২৫০ কি ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকোষ প্রণেতা লিখিয়াছেন, দনুজমর্দ্দন গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র। ইহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন প্রভৃতি রাজগণ বিক্রমপুরে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কেশবসেনের পুত্রই দনৌজা মাধবসেন। ইহা হরিমিশ্রের গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে। যথা—

'প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরং।
দনৌজা-মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥" ইত্যাদি।

অতএব দনৌজামাধব সেন ও দনুজমর্দ্দন দে, এক নহে। সেন বংশোদ্ভব ব্যক্তি কখন ও "দে" হইতে পারে না। "দে" বঙ্গজ কায়স্থ। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ প্রণেতা "দনুজমর্দ্দন দে" কে ভরদ্বাজ গোত্র বলিয়াছেন। কায়স্থ-বংশাবলী গ্রন্থে, সেন বংশে ভরদ্বাজ গোত্র নাই। সুতরাং "সেন" ও "দে" কখনও এক নহে।

বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট, বাখরগঞ্জ জিলাভুক্ত ছিল। ১৮৬৩ খৃঃ খুলনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার দশবৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃঃ মাদারিপুর এবং কোটালিপাড়া, ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়া, সুলতানাবাদ,

বোজরগ, উমেদপুর, ইদিলপুর, রতন্দি-কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া প্রভৃতি পরগণা পৃথক্ করা হয়।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৬ খৃঃ রাজত্ব করেন। "রাফ্‌দিৎ" প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ইহার সৌজন্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, ইহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (বিশ্বকোষ ১৪৫৪ পৃঃ)। কন্দর্পনারায়ণের পিত্তল নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড কামান এখনও বর্ত্তমান আছে, উহাতে ৩১৮ সংখ্যা খোদিত আছে।

১৫৯৯ খৃঃ "মেলকয়র ফন্‌সিক্" নামক একজন পর্টুগীজ ভ্রমণকারী চন্দ্রদ্বীপে আগমন করেন। তখন রাজা রামচন্দ্রের বয়স ৮ বৎসর। সুতরাং, ১৫৯১ খ্রীঃ রাজা রামচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৫৫৬ খ্রীঃ সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৫ খ্রীঃ তাহার মৃত্যু হয়। সুতরাং আকবরের মৃত্যুসময়ে ১৫৯১ খ্রীঃ জাত রাজা রামচন্দ্র ১৪ চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত বালকমাত্র।

বঙ্গের হিন্দু-রাজগণ।

শূরবংশ।

অনেক ঐতিহাসিকই বলিয়া থাকেন যে "শূরবংশীয়-রাজগণের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আদিশূর যে এদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, একথা সত্য নহে। বিশেষতঃ, আদিশূর নামে কোন রাজার নাম ও কোনও প্রসিদ্ধ ইতিহাসে পাওয়া যায় না" ইত্যাদি।

যাহা হউক, নানা গ্রন্থে শূরবংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়। আদি-শূর যে ঐ বংশের প্রধান নরপতি, সে বিষয়ে ও নানা গ্রন্থের অভিমত পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কুলগ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। কুলগ্রন্থের সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও, তাহারা যে কল্পনাবলে শূরবংশের বহু রাজার নাম ও রাজত্বকালের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের কথা, এখনও ব্রাহ্মণসমাজে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা, সেই অনুসারেই শূরবংশীয় রাজগণের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে আমরা শূরবংশীয় রাজগণের যে সময় নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থের মতের সামঞ্জস্য হয় না। পাঠকগণ তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

গৌড়দেশে শূরবংশীয় রাজগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ-মিশ্রের মতে শূরবংশীয়েরা কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী দরদ (দর্দ্দিস্থান) দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। যথা—

"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলাৎ॥"

আদিশূর এই বংশের প্রধান নরপতি। কেহ ইহাকে আদিশূর, কেহ

শূরসেন, কেহ বীরসেন, কেহ আদিত্যশূর ও কেহ বা জয়ন্তশূর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন ই আকবরী মতে আদিত্যশূর হইতে ১১ এগার জন রাজা ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যদিগের মতে—

কবিশূর	ভূশূর	প্রত্যুম্নশূর
মাধবশূর	ক্ষিতিশূর	বরেন্দ্রশূর ও
আদিশূর	ধরাশূর	অনুশূর

এই নয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী মতে—

আদিশূর	অবনীশূর	ধরাশূর ও
ভূশূর	ধরণীশূর	রণশূর
ক্ষিতিশূর		

এই সাতজন রাজার নাম উল্লিখিত আছে।

যাহা হউক, শূরবংশীয় রাজগণের মধ্যে আদিশূর বা শূরসেনই প্রথম রাজা হন, ইহাই অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত। তাঁহার রাজত্বকাল ৯০০ খৃঃ হইতে ৯৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত। শূরবংশীয় শেষ রাজা চন্দ্রশূরের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন ১০৪৮ খৃঃ হইতে ১০৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বিজয়সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন ১০৬৬ খৃঃ হইতে ১১০১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন ১১০১ খৃঃ হইতে ১১২১ খৃঃ পর্য্যন্ত, তৎপুত্র মধুসেন ১১২১ খৃঃ হইতে ১১২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত, তৎপুত্র লক্ষ্মণেয়সেন ১১২২ খৃঃ হইতে ১২০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পরে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়।

যে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই আদিশূরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাদুড়ীকুলের বংশাবলীতে লিখিত আছে—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং" ইত্যাদি।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ পালবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। লঘুভারতকারও একথা সমর্থন করিয়াছেন। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় তাহার সময় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"শাকে বেদ-কলঙ্ক-ষট্‌কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ।"

অর্থাৎ; ৬৫৪ শাকে (৭৩২ খৃঃ) রাজা আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন। কুলগ্রন্থের লিপি অনুসারেও—

"বেদ-বাণাঙ্গ-শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন, ইহা প্রতীয়মান হয়। কুলগ্রন্থের "বেদ-বাণাঙ্ক শাকে তু" এইরূপ পাঠ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে ৯৫৪ শাক (১০৩২ খৃঃ) হয়। ঐরূপ হইলে, বহু গ্রন্থের সহিতই বিরোধ হয়। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ বলেন—

"জাতো বল্লালসেনো গুণি-গণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।"

অর্থাৎ; আদিশূরের দৌহিত্রবংশে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ, আদিশূর যে একজন খ্যাতনামা, বর্ণাশ্রম-বিশ্বাসী ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আইন ই আকবরী মতে শূরবংশীয় রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল—

রাজা			রাজত্বকাল
আদিত্যশূর	...	...	৭৫ বৎসর
যামিনীভানু	...	...	৭৩ ...
অনিরুদ্ধ	...	...	৭৮ ...
প্রতাপরুদ্র	...	...	৬৫ ...
ভবদত্ত	...	...	৬৯ ...

রেফদত্ত বা রেকদত্ত	...	...	৬২	...
গিরিধর	...	...	৮০	...
পৃথ্বীধর	...	...	৬৮	...
সৃষ্টিধর	...	...	৫৮	...
প্রভাকর	...	...	৬৩	...
জয়ধর	...	...	২৩	...
			৭১৪ বৎসর	

কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে—

১। কবিশূর
২। মাধবশূর
৩। আদিশূর
৪। ভূশূর
৫। ক্ষিতিশূর
৬। ধরাশূর
৭। প্রত্যুম্নশূর
৮। বারেন্দ্রশূর
৯। অনুশূর

এই ৯ নয় জন রাজার নাম আছে।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী মতে—

১। আদিশূর
২। ভূশূর
৩। ক্ষিতিশূর
৪। অবনিশূর
৫। ধরণিশূর
৬। ধরাশূর
৭। রণশূর

এই ৭ সাত জন রাজার নাম আছে।

জয়ন্ত ও আদিশূর একই ব্যক্তি—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ"

এই কুলপঞ্জিকানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

রাজ-তরঙ্গিণী আলোচনায় জানা যায় যে, কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় বা জয়াদিত্য ৭৫১ খৃঃ হইতে ৭৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ৭৬৫ খৃঃ পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। তখন জয়ন্ত বা আদিশূর ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীর-রাজ সন্ধ্যাকালে ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে আরতি হইতেছে। তদন দেব-নর্ত্তকী কমলা মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছিল। রাজা, কমলার সৌন্দর্য্য ও নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইলে, কমলাও তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে অনুরক্তা হইয়া তাহাকে লইয়া নিজ আবাসে গমন করে। রাজা আদিশূর, এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে নিজালয়ে আনয়ন করিয়া স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা কল্যাণী দেবীকে তাহার করে অর্পণ করেন। তখন পুণ্ড্র রাজ্য—গৌড়, দেবকোট, মহাস্থান, সন্তোষ ও রঙ্গপুর, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। জয়ন্ত, জামাতার সাহায্যে এই পাঁচ দেশ জয় করিয়া পঞ্চ গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। বাস্তবিক, কাশ্মীর-রাজই ঐ সকল দেশ জয় করিয়া শ্বশুরকে দিয়াছিলেন। যথা—

"ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরং"॥ ইত্যাদি।

শূরবংশীর রাজগণের পূর্ব্বে ভোজবংশীয় ৮ জন নরপতি ৪৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ রাজার নাম মাণিক্যলক্ষ্মণ।

আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণ।

মহারাজ আদিশূর, কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতু বা জয়াদিত্যের কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। কুলরমা গ্রন্থে এই কান্যকুব্জাধিপতির নাম বীরসিংহ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

মহারাজ আদিশূর, দেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন, অথবা মহিষীর ব্রতসম্পাদন জন্য, কিংবা অনপত্যত্ব হেতুক * বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায়, কান্যকুব্জাধিপতির নিকট পাঁচ জন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। জামাতার অনুরোধে, কান্যকুব্জাধিপতি, উপযুক্ত ক্রিয়াদক্ষ বেদজ্ঞ, পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন।

তাহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতিশ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, এবং বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসি, বর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণ, ও পৃষ্ঠে তূণ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং, তাহাদের বেশভূষায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া মহারাজ আদিশূর তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন না; তাঁহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, অর্ঘ্যবারি, দূর্ব্বা, পুষ্প প্রভৃতি আশীর্ব্বাদ দ্রব্য, চিরশুষ্ক হস্তিবন্ধন যূপকাষ্ঠে ন্যস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। অমোঘ ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদে সত্বই শুষ্কবৃক্ষও পল্লবিত হইল দেখিয়া, ভৃত্যগণ, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত মহারাজের কর্ণগোচর করিল। মহারাজ আদিশূর, নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিজের ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু, ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ আর ফিরিলেন না। পরে, বিশেষ চেষ্টায় শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ, কাশ্যপ গোত্রীয়

---

* ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ কারণ নির্দ্দেশ থাকায়, তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করা গেল।

বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরির পুত্র ছান্দড়, এবং বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধির পুত্র বেদগর্ভ, এদেশে আগমন করেন। ইহারা স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া কোলাঞ্চ দেশ হইতে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর ইহাদের বাসের নিমিত্ত কামঠী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম নামক ৫ খানি গ্রাম দান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের আগমন কাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা ও বাচস্পতি মিশ্রের মতে—৬৫৪ শকাব্দা (৭৩২ খৃঃ)।

২। কোন ঐতিহাসিকের মতে—৬৭৪ শক (৭৫২ খৃঃ)

৩। দত্তবংশ-মালা মতে—৮০৪ শক (৮৮২ খ্রীঃ)।

৪। কায়স্থ-কৌস্তুভের মতে ৮১৪ শক (৮৯২ খৃঃ)।

৫। কুলার্ণব মতে—৮৫৪ শক (৯৩২ খৃঃ)।

৬। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে—৮৬৪ শক (৯৪২ খ্রীঃ)।

৭। ঐতিহাসিক ৺রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে—৮৮৬ শক (৯৬৪ খৃঃ)।

৮। কুলরমার মতে—৯৫৪ শক (১০৩২ খ্রীঃ)।

৯। ভট্টগ্রন্থ মতে—৯৯৪ শক (১০৭২ খৃঃ)।

১০। ক্ষিতিশ-বংশাবলীর মতে—৯৯৯ শক (১০৭৭ খৃঃ)।

১১। রাজ-তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ৬৯৫ খ্রীঃ হইতে ৭৩১ খ্রীঃ মধ্যে গৌড় রাজ্য জয় করেন। তাহার শ্বশুর জয়ন্ত বা আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আদিশূরের রাজত্ব কাল ৭৭৬ খৃঃ। তিনি ৭৭৯ খৃঃ হইতে ৭৮২ খৃঃ মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। (বিশ্বকোষ ৩০৮ পৃঃ)।

এই সকল মত বাদের মধ্যে আমি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতেছি। যদি, উপরোক্ত ব্রাহ্মণগণ আদিশূর কর্ত্তৃকই আনীত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ খৃঃ হইতে ৯৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইলে, কেবল কুলার্ণব ও সম্বন্ধনির্ণয়ের মতের সহিত ঐক্য হয়। অন্য কোন মতের সহিতই তাহা হয় না। কারণ, আদিশূরের পরবর্ত্তী কালে তৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের আনয়ন কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। যদি ৭৭৬ খ্রীঃ তাহার রাজত্বকাল হয়, তাহা হইলেও কোন মতের সহিতই সামঞ্জস্য হয় না। ইহা সহৃদয় পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

পাল-বংশ

বারংবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড় রাজ্য হীনপ্রভ হইলে, পালবংশীয় রাজগণ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাদের রাজত্বকালে গৌড়-দেশের বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে জানা যায়, ইহারা সূর্য্যবংশীয়। অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকায়, ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি ছিল না। ইহারা তাম্রশাসন দ্বারা বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে ১০ দশ জন পাল রাজার নাম লিখিত আছে, এবং ইহারা মোট ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। তিব্বতদেশীয় পর্য্যটক তারানাথের গ্রন্থে ১৮ জন পাল রাজার নাম পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তে ১৭ জন পাল রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বহুরাজ্য জয় করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের পরিচয় এই—

১।	গোপাল দেব (১ম)	৭৭৫	খ্রীঃ—৭৮৫	খ্রীঃ	পর্য্যন্ত।
২।	ধর্ম্মপাল দেব	৭৮৫	,,—৮৩০	,,	,,
৩।	দেবপাল	৮৩০	,,—৮৬৫	,,	,,
৪।	বিগ্রহপাল দেব	৮৬৫	,,—৯০০	,,	,,
৫।	নারায়ণ পাল	৯০০	,,—৯২৫	,,	,,
৬।	রাজ্য পাল	৯২৫	,,—৯৪০	,,	,,
৭।	গোপাল দেব (২য়)	৯৪০	,,—৯৭০	,,	,,
৮।	বিগ্রহপাল (২য়)	৯৭০	,,—৯৮০	,,	,,
৯।	মহীপাল দেব	৯৮০	,,—১০৩৬	,,	,,

১০। নয়পাল	১০৩৬	খ্রীঃ—১০৫৩ খ্রীঃ	পর্য্যন্ত।
১১। বিগ্রহপাল (৩য়)	১০৫৩	,,—১০৬৮ ,,	,,
১২। মহীপাল দেব (২য়)	১০৬৮	,,—১০৭৮ ,,	,,
১৩। শূরপাল দেব	১০৭৮	,,—১০৯১ ,,	,,
১৪। রামপাল দেব	১০৯১	,,—১১০৩ ,,	,,
১৫। কুমারপাল দেব	১১০৩	,,—১১১০ ,,	,,
১৬। গোপাল দেব (৩য়)	১১১০	,,—১১১৫ ,,	,,
১৭। মদনপাল দেব	১১১৫	,,—১১৩০ ,,	,,

ইহার পরে আরও ২জন রাজার নাম পাওয়া যায়। মহেন্দ্র পাল ও গোবিন্দ পাল দেব। গোবিন্দ পাল দেব ১১৬৪ খ্রীঃ রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১১৯৭ খৃঃ তাহার রাজ্য মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইহার বহু পূর্ব্বেই সেনরাজগণ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন এবং গৌড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। পালবংশের শেষ রাজা মদন পাল তাহার রাজত্বের ১১৩১ খ্রীঃ পূর্ব্বেই বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের বিশেষ কোন মতবিরোধ নাই। ইহার পরে আর যে ২ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মদনপালের সময়ে তাহার রাজত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দ পালই সম্পূর্ণ বিনষ্ট রাজ্য হইয়াছিলেন। কারণ, গয়ার শিলালিপিতে জানা যায়, ১১৬১ খৃঃ গোবিন্দপালের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল।

সেন-বংশ

প্রবল-প্রতাপান্বিত পাল-রাজগণ কর্ত্তৃক শূরবংশীয়দের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইলে, তাহারা দক্ষিণরাঢ়ে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। কালক্রমে, পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালবংশের প্রভাবও খর্ব্বীভূত হয়। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে সেনবংশীয় রাজগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। প্রথমতঃ, তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম-রাঢ়ে রাজ্য স্থাপন করেন।

সেনবংশে বীরসেন নামে একজন নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। নানা গ্রন্থে বীরসেন নামে বহু নরপতির নাম পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রি-খণ্ডের পূর্ব্বভাগে ৩৪ অধ্যায়ে একজন বীরসেনের নাম পাওয়া যায়। হাণ্টার সাহেবের মতে, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। দেবীপুরাণে, অযোধ্যাধিপতি বলিয়া একজন বীরসেনের নাম পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে দুইজন বীরসেনের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন সৌবীর-পতি। বল্লালচরিতে লিখিত আছে—বীরসেন কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। উমাপতি ধর লিখিয়াছেন, বীরসেন দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন। বিপ্রকুল-কল্পলতিকার মতে দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দ্রকেতু সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্বংশে বীরসেন ও তাহার বংশে বিক্রমসেন জন্মগ্রহণ করেন এবং বিক্রমপুর নগর স্থাপন করেন। যাহা হউক, বীরসেন যে দাক্ষিণাত্য-বাসী এবং ক্ষত্রিয়-বংশ সম্ভূত ও গৌড়ে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কর্ণাটের রাজা ছিলেন। প্রথম ভবদেবভট্ট ইহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন। ইহার অপর নাম ত্রিবিক্রম। হেমন্ত সেন ৯৬৭ শাকে (১০৪৫ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শৈব

ছিলেন। কুলগ্রন্থের মতে ইহার স্ত্রীর নাম যশোদেবী। ঈশ্বরের কুলপঞ্জী মতে—মালতী।

সেনবংশীয় হেমন্ত সেন গৌড়-রাজশ্রী ধারণ পূর্ব্বক শ্রীধরনামে খ্যাত হন। হেমন্ত সেন বা শ্রীধর ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তথাচ—

"শ্রীধরোঽপালয়দব্দং চতুস্ত্রিংশৎ সমাঃ ক্ষমাং"।

সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবের মতে—হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন ৯৫১ শাকে (১০২৯ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তথাচ—

"অপূর্ব্ববিভক্তি র্ভবদেবদেবেষ্বব্দে শশাঙ্ক-স্মর-রন্ধ্র শাকে।
নাম্না বিজয়সেনো গুণি-গণ-গণিত স্তস্য দৌহিত্রবংশে"॥

রামদেবের কুলপঞ্জী মতে বিজয়সেনের স্ত্রীর নাম মালতী। বিজয়সেন হইতেই রাজ্যের বিস্তৃতি হয়। ইনি ১০৭৯ খৃঃ হইতে ১১১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কলিঙ্গের রাজা চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে (১০৭৭ খৃঃ) রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তখন বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর। নীলকণ্ঠ-কৃত যশোধর-বংশমালায় লিখিত আছে, বিজয়সেন ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃঃ) গৌড়ে রাজা হন।

সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন একাঙ্গ সেনা লইয়া অরি-কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এবং শেষ বয়সে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের কাটোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সদাচারপালন-খ্যাতি গর্ব্বে রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এই রাজপুত্রগণের বংশে শত্রুসেনা-সাগরের প্রলয়-তপন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল বিবরণ পাঠে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রাঢ়দেশ কর্ণাটরাজার পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক রাঢ়দেশ শাসনার্থ নিযোজিত "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়-দেশেই কর্ণাট রাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন। সামন্তসেন খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বিজয়সেনের রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির-লিপিতে দেখা যায়—

"বংশে যস্যামরস্ত্রী-বিতত-রত-কলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়-শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীক-ধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণ-পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥"

ব্যাসদেব যাহাদিগের চরিত্র বর্ণনায় বিশ্বনিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেন-দেবের মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, সেন রাজগণ কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশ অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। সেন বংশের সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, তাহার স্ত্রীর নাম যশোদেবী। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন রাঢ় ও বঙ্গে বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয়ে বরেন্দ্র ভূমিতে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। বল্লালসেনও "দান-সাগরের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে ॥"

অর্থাৎ; তাহার (হেমন্তসেনের) পর বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিলহর্ণের মতে সামন্তসেন খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে, হেমন্তসেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ও বিজয়সেন দ্বাদশ শতাব্দীর

২য় ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। আনুমানিক ১১২৫ খৃঃ হইতে ১১৫০ খৃঃ। বস্তুতঃ, আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে বিজয়সেনের অভ্যুদয় কাল খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে দেখা যায়, তিনি 'নান্যদেবকে' কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই "নান্যদেব" কার্ণাটক বংশীয় মিথিলাধিপতি ১০৯৭ খৃঃ বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১১৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। বিজয়সেনের গৌড়ে রাজত্বকালের এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"বেদ-গ্রহ-গ্রহ-মিতে স বভূব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।"

কুল-গ্রন্থমতে বিজয়সেন ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। যথা—

"সোঽপি চত্বারিংশ বর্ষং প্রকৃত্য সূনুমুত্তমং।
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপ্য নাকং দিবং যযৌ॥"

সাতকড়ি-ঘটক-কৃত কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে, ইহার অপর নাম ধীসেন। যথা—

ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোঽসৌ বিজিতারাতি-সংহতিঃ।
বিজয়নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ॥"

১০৪১ শকে (১১১৯ খৃঃ) বিজয়সেনের মৃত্যু হয়।

এড়ু মিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে—দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিশ্বক্সেনের অমাত্য (প্রাড়্বিবাক) ছিলেন। ১০১৩-১০১৪ শকে তিনি জীবিত ছিলেন। বিজয়সেনের ও তখন রাজত্ব কাল। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, বিশ্বক্সেন বিজয়সেনেরই নামান্তর। পূর্ব্ববঙ্গ, গৌড় ও দক্ষিণবঙ্গ, বিজয়সেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। ইনি মদনপালের হস্ত হইতে গৌড়-রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করেন। ইহার রাজত্বকাল ১১১৯ খৃঃ হইতে

১১৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত। বল্লালসেন আপনার রাজ্য রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ীকে কেহ কেহ বকদ্বীপ বলেন। শূরবংশীয়দিগের রাজত্বকালে পুণ্ড্রের নাম বারেন্দ্র হয়। বাগড়ীর নাম পূর্ব্বে উপবঙ্গ ছিল। পূর্ব্বে এইস্থান বহু নদ, নদী, জঙ্গল ও অসংখ্য হিংস্র জন্তু সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল। এই স্থানটী সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। সেন রাজগণের সময়ে বগড়ী বা উপবঙ্গ যে যে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, তাহা এই—

১। অন্ধ্রদ্বীপ—বনগ্রাম, গৌরীপোতা, যাদবপুর প্রভৃতি।

২। সূর্য্যদ্বীপ—ইচ্ছামতী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত ভৈরব নদের উত্তর তীরবর্ত্তী বিভাগ। চেঙ্গুটীয়া পরগণা এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপটী লাট, কঙ্ক ও যোগীন্দ্র নামে তিন ভাগে বিভক্ত। চুয়াডাঙ্গা ও তৎসমীপস্থ স্থানের নাম লাট দ্বীপ। চিত্রানদীর সমীপবর্ত্তী স্থানের নাম কঙ্কদ্বীপ।

৩। মধ্যদ্বীপ—জলিঙ্গী, চূর্ণা ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। হাঁসখালী, মামজোয়াক, শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

৪। জয়দ্বীপ—দুর্গাপুর, পোড়াদহ, জগতী প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

৫। চক্রদ্বীপ—বর্ত্তমান চাকদহ প্রদেশ। কেশরী নামক নরপতি এই দ্বীপের দেবগ্রামে রাজত্ব করিতেন। ইহার দক্ষিণাংশে কুমারহট্ট, স্বর্ণ-পল্লী সমেত রায়ি-দেশ নামে অভিহিত ছিল।

৬। কুশদ্বীপ—গোবরডাঙ্গা, গয়ঘাটা, বাগুরিয়া প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

৭। এড়ুদ্বীপ—পূর্ব্বে যমুনা ও পশ্চিমে গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থান। সম্ভবতঃ, ইহার নাম হইতেই এড়েদহ নাম হইয়াছে।

৮। প্রবালদ্বীপ—রাজপুর হইতে মথুরাপুর পর্য্যন্ত স্থান ইহার অন্তর্গত; জয়নগর, পলাবাড়ী, ইহার অন্তর্গত।

৯। বৃদ্ধদ্বীপ—সাতক্ষীরা হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ, ইহার নাম হইতেই বুড়ন পরগণার নাম হইয়াছে।

১০। চন্দ্রদ্বীপ—মধুমতীর পূর্ব্বাংশ। বর্ত্তমান বরিশাল জেলা। এ স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রাঢ়দেশ—পূর্ব্বে জলিঙ্গী, পশ্চিমে রাজমহল পর্ব্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর নদ। এই সীমাবিশিষ্ট স্থান রাঢ়দেশ।

বরেন্দ্রদেশ—পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ, দক্ষিণে গঙ্গা। এই সীমাবিশিষ্ট স্থান বরেন্দ্রদেশ।

বঙ্গ—পূর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে খস পাহাড়, ইহার নাম ছিল বঙ্গ। সুবর্ণগ্রাম বঙ্গের প্রাচীন নগর ছিল।

দেবীবর, বাচস্পতি ও ধ্রুবানন্দের মতে বল্লালসেন অম্বষ্ঠ কুল জাত। কেহ বলেন, তিনি ক্ষেত্রজ সন্তান। কেহ বলেন, আদিশূরের দৌহিত্র বা দৌহিত্রবংশে জাত ইত্যাদি।

বল্লালসেনের বিরচিত "দানসাগর" গ্রন্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃঃ) রচিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তৎপ্রণীত "অদ্ভুতসাগর" ১০৯০ শকে (১১৬৮খ্রীঃ) আরব্ধ হইয়াছিল। তাহা "শাকে খে নব-খেন্দ্বব্দে" এই লেখা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। এই গ্রন্থে "ভুজ-বসু-দশমিতে" অর্থাৎ ১০৮১ শকে (১১৫৯ খৃঃ) বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লালসেন ঐগ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া ও পুত্রের উপর সমাপ্তির ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করেণ। ঐ গ্রন্থদ্বয় বল্লালসেনের অপূর্ব্ব চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ খ্রীঃ হইতে ১২০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীধরের "সূক্তি কর্ণামৃতে" লিখিত আছে ১১২৭ শকে ২০ শে ফাল্গুন সূক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। তখন লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ৩৭ বৎসর। সুতরাং ১১২৭—৩৭=১০৯০ শকে (১১৬৮ খ্রীঃ) তিনি

সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বল্লালসেনের পরে মাধবসেন, তৎপরে তাহার ভ্রাতা কেশব সেন ১২১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কেশবসেনের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপসেন ১২২৫ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তৎপরে নায়ায়ণসেন ও সদাসেন রাজত্ব করেন। "আইন ই আকবরী"মতে—সুখসেন বলিয়া একজনের নাম পাওয়া যায়। ইনি বিজয়সেনের ভ্রাতা।

সেনবংশীয় রাজগণ কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্যগণ বৈদ্য, ও কায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ দলে ভর্ত্তি করিবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগও যুক্তির অবতারণা করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শূরবংশের দৌহিত্রবংশে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। যদি এই কথা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যায়, এবং গ্রন্থান্তরেও এই মত সমর্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদের এবিষয়ে সংশয় নিরাসের পথ অনেকটা সুগম হইয়া যায়। কারণ, শূরবংশীয় দিগের জাতি নির্ণয় করিতে পারিলেই সেনবংশীয়গণের জাতি নির্ণয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। এখন দেখা যাউক, শূরবংশীয় দিগের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

শূরবংশীয় রাজগণ কোন্ জাতি ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। দেবীবর ঘটক ও কবিকণ্ঠহারগ্রন্থে আদিশূরকে বৈদ্যজাতি বলা হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মুলোপঞ্চাননও ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন। শূরবংশের দৌহিত্র বল্লালসেন। ইহাতে সেনবংশীয় রাজগণও বৈদ্য বলিয়া মনে হয়। যথা—

"অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়-গৌড়-বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈব চ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা" ॥
দেবীবর ঘটক।

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত-বল্লালসেন-মহীভুজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং ডুহিসেনাদি বংশজে ॥
কবিকণ্ঠহার।

"আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি।
একছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি" ॥ ইত্যাদি
নুলোপঞ্চানন।

"রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা" ॥
"নিবেদিল রাজা মম পূর্ব্বপিতামহে।
বৈদ্য হলেও রাজন্য সে আচরণে রহে" ॥
"বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার" ॥
নুলোপঞ্চানন।

সেনরাজগণ প্রদত্ত কয়েকখানি তাম্রশাসনে "সোমবংশ-প্রদীপ" এবং "ওষধিনাথ-প্রদীপ" বলিয়া উল্লেখ থাকায়,তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। কারণ, ক্ষত্রিয়-জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিই চন্দ্র বা সূর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। "স্মিথ আর্লি হিষ্টরি অফ্ ইণ্ডিয়া" (v, Smith Early History of India) গ্রন্থের ১৯১৪ খ্রীঃ প্রকাশিত ৩য় সংস্করণে সেনবংশীয় রাজগণকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

বিশ্বকোষ গ্রন্থে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে "চন্দ্রদ্বীপ" শব্দের ব্যাখ্যায় বাকলার কায়স্থ রাজগণকে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের বংশধর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বাস্তবিক, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তপনদীঘি, সুন্দরবন, এবং আনুলিয়ার তাম্রশাসনে তিনি "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। বল্লালসেন ও স্বকীয় "দানসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজের পরিচয়ে "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলে, ঐরূপ বিশেষণ কখনও সঙ্গত হয় না। উহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় না হইলেও, রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেক তাম্রশাসনেই সেনবংশ সম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সেন উপাধি বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যেই দেখা যায়।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শূরবংশীয় রাজগণ অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য ছিলেন। তাহাদের সহিত সেনবংশীয়গণের বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকায়, তাহারাও অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য। মহারাজ বল্লালসেনের জননী অম্বষ্ঠ কন্যা ছিলেন। লঘুভারতে লিখিত আছে—

"আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে।

কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্নাশ্রীঃ............"

"কালে তদ্‌গর্ভতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ"। ইত্যাদি

সেন রাজগণ যে বৈদ্যের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন, ভরতমল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ধরাধর-সুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।

বল্লালসেন-দৌহিত্র-সেনভূপস্য সম্ভূতো" ॥ ইত্যাদি।

সেনবংশীয় রাজগণ যে বৈদ্য ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেন-নৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ" ॥

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী।

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালোনৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং"।

গোপালভট্টবিরচিত বল্লালচরিত।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, আমরা সঙ্ক্ষেপে যে সকল রাজার পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহারা কোন্ দেশ বা কোন্ জাতি অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশে আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় আজ পর্য্যন্তও তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় নাই। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে শূরবংশীয় ও সেনবংশীয় নরপতিগণের পরিচয় সম্বন্ধে এই সকল উপাদান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। যথা—

১। মহারাষ্ট্র কুলতিলক প্রধান ঐতিহাসিক মহাত্মা ভাণ্ডার কর, সেন বংশীয় রাজগণকে, ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ "ভিন্ সেণ্ট্ স্মিথ আর্লি হিষ্টিরি অফ ইণ্ডিয়া" (V. Smith Early History of India) গ্রন্থে ১৯১৪ খৃঃ প্রকাশিত ৩য় সংস্করণে ও ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও ঐ সকল মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

২। সেন রাজগণের বিশেষণে সোম-বংশান্বয়, ওষধিনাথ-প্রদীপ, সোমবংশ-প্রদীপ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

৩। মহারাজ বল্লালসেন শূরবংশের দৌহিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

৪। বর্ম্ম বংশও শূরবংশের দৌহিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

৫। বিজয়সেনের লিপিতে দেখা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্য নরপতি বীরসেনের বংশজাত।

৬। "বিপ্রকুল-কল্পলতিকা" গ্রন্থে বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশজাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

৭। কান্যকুব্জরাজ জয়াদিত্য, আদিশূর বা জয়ন্তের কন্যা বিবাহ করেন।

৮। কায়স্থগণের মতে ইহারা কায়স্থ।

৯। বৈদ্যগণের মতে ইহারা বৈদ্য। ইত্যাদি।

যদিও "সেন" উপাধিটী বৈদ্য এবং কায়স্থের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়, তথাপি "চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থরাজগণও সেন-বংশীয় বলিয়া, সেনবংশীয়গণ ও কায়স্থ" এ কথা যাহারা প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহারা স্বজাতি বাৎসল্যপ্রযুক্ত ভ্রান্ত-মতই পোষণ করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ ভরদ্বাজ গোত্রীয়। পরে, দৌহিত্র সম্পর্কে অন্যবংশীয়েরা রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, কায়স্থ-বংশাবলীতে সেন উপাধিধারী কায়স্থদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, সূর্য্যবংশ বা চন্দ্রবংশ প্রসূত বলিয়া, কোন কায়স্থের পরিচয় অদ্য পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। "বর্ম্মা" উপাধিটীও কেবল ক্ষত্রিয়েরই নিজস্ব, উহা কায়স্থ বা অন্য জাতির পরিচয় সূচক নহে।

শূরবংশ ও সেন বংশের পরস্পর বৈবাহিকাদি সম্বন্ধ থাকায়, উহারা যে এক জাতি, সে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তবে

সেন বংশীয়েরা যে বৈশ্য বা অম্বষ্ঠ, বহু প্রমাণের দ্বারা আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি। এখন কথা হইতেছে যে, সেন বংশীয়েরা বৈশ্য হইলে, শূরবংশীয়ের কন্যা বিবাহ করা অসঙ্গত হয়। কেননা, শূরবংশীয়েরা যে ক্ষত্রিয়, সে বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, সেন বংশীয়েরা বৈশ্য হইলে, তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ সমূহের সহিত বিরোধ হয়। তবে, ইহাও বিবেচ্য যে, তাহারা বাস্তবিক ক্ষত্রিয় হইলে, তাহাদেরই লিখিত তাম্রশাসনে "ক্ষত্র-চারিত্র-চর্য্যা" "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ" প্রভৃতি বিশেষণ অসঙ্গত হয়।

এস্থলে, আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহারা যে দাক্ষিণাত্য চন্দ্র-বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা বহু প্রবীণ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, এবং তাহাদের তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তবে "ক্ষত্র-চারিত্র-চর্য্যা" "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়" এই সকল বিশেষণের দ্বারা ইহারা যে ক্ষত্রিয় নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মনে হয়, যে সময়ে ঐ সকল বিশেষণ সেন রাজগণের মুকুট-মণি শোভিত করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতবর্ষ এক প্রকার ক্ষত্রিয় শূন্য এবং যাহারা ছিল, তাহারা ও ক্ষত্রিয়াচার বর্জ্জিত হইয়াছিল। ভগবান্ মনু যে বলিয়াছেন—

"বৃষলত্বং গ তালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ"

ইহারা বেদাচার বর্জিত হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমাদের মনে হয়, সংস্কার-বিহীন ও বেদাচার বর্জিত হইয়া, বঙ্গদেশীয় উক্ত ক্ষত্রিয়গণ, ক্ষত্রিয় লক্ষণাক্রান্ত না থাকায়, কেবলমাত্র রাজ্য শাসন, দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-প্রতি-পালনরূপ ক্ষত্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করায়, তাহারা নিজদিগকে পূর্ব্বপুরুষ গণের জাতীয়-গৌরব-স্মারক ঐরূপ

বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। আমরা পরে দেখাইব যে, শৌনক যশোধর, শূদ্র জ্ঞানে রাজা শ্যামলবর্ম্মার নিকট প্রতিগ্রহ করেন নাই। যথা—

……শূদ্রবুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহং

ন স্বীচকার ধর্ম্মাত্মা………

ইহাতে ও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আচারহীন হওয়ায়, তাহাকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া, শৌনক যশোধর তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করেন নাই। ইহাতে তাহারা যে শূদ্র নহে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সেন বংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার পক্ষে, কুলগ্রন্থের প্রমাণই অধিক। আমাদের মনে হয়, কুল-পঞ্জিকাদি গ্রন্থে যে তাহাদিগকে অম্বষ্ঠ বা অম্বষ্ঠকুল সম্ভূত প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। কারণ, রাজগণের সমসাময়িক কোন প্রামাণিক কুলগ্রন্থ পাওয়া যায় না, যাহাতে তাহাদিগকে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলা যাইতে পারে। কুলগ্রন্থগুলি, বহু পরে অনেকটা প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং বোধ হয় বৈদ্যদিগের মধ্যে "সেন" উপাধি বহু প্রচলিত দেখিয়া, তাহারা সেন রাজগণকে বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশেষতঃ, কুলগ্রন্থ সকল, বৈদ্য বা তৎপক্ষভুক্ত, কিংবা কায়স্থ বা তৎপক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিখিত হওয়ায়, তাহা স্বজাতিবাৎসল্যের আকর্ষণে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ, পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট ঐ সকল গ্রন্থের বিশেষ কোন প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের সমাধান অত্যন্ত দুরূহ। এস্থলে ঐ সকল মতবাদের আলোচনা করিয়া, আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ইহারা অম্বষ্ঠ-দেশ-জাত ক্ষত্রিয়। ইহা বুঝিতে, ভ্রম করিয়াই কুলগ্রন্থকারগণ, সেন রাজগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে "অম্বষ্ঠ" নামক একটী দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ দেশবাসী

ক্ষত্রিয়গণই কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে ভ্রমক্রমে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। "অম্বষ্ঠ" নামক যে একটী দেশ আছে, তাহার প্রমাণ এই ;—

"কর্ণাটাঃ কাম্বোজ ঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে" ॥ ইত্যাদি

গরুড়পুরাণ ৫৫ অধ্যায়।

"উদয়গিরি-ভদ্র-গৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশী-
মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তক-কোশলকাঃ বর্দ্ধমানশ্চ আগ্নেয্যাং।
দিশি কোশল-কলিঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ" ॥ ইত্যাদি।

বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতা।

বর্ম্ম-বংশ

বঙ্গে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে পালবংশের গৌরব-রবি একেবারে অস্তমিত হইয়াছিল। পালবংশীয় রাজগণের রাজত্বের শেষভাগে তাহাদিগের অধীনে যে সকল সামন্তরাজা বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, বর্ম্মবংশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ-পথাধীশ্বর দিগ্‌বিজয়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পালবংশীয় রাজা গোবিন্দ-চন্দ্র পরাভূত হইলে, সেই সুযোগে বর্ম্মবংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। কেহ বলেন, বর্ম্মবংশ শূরবংশেরই একটী শাখা। ইহারা, সুবর্ণ-রেখা নদীর তীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন। ঐ দেশ সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। বর্ম্মবংশীয় রাজগণের অধিকার সময়ে, বিক্রমপুরের এক পার্শ্ব দিয়া পদ্মা নদী প্রবাহিত হইত। এখন, ঐ দেশের মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

হরি-বর্ম্মা।

বর্ম্মবংশে "হরিবর্ম্মা" নামে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট, তাহার প্রধান সচিব ছিলেন। এই বংশীয় রাজগণ প্রথমে পালবংশীয় নরপতিগণের ও পরে ভবদেব-ভট্টের উপদেশানুসারে সেনবংশীয় রাজগণের সামন্ত বা করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। হরিবর্ম্মা "পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছিলেন। তিনি ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসনে বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীদেবের প্রপৌত্র, বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র, পদ্মনাভের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২বৎসরে এই তাম্রশাসন দান করেন। "ভবভূমিবার্ত্তার" মতে হরিবর্ম্মা দাক্ষিণাত্য নরপতি ছিলেন। বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাত জন পণ্ডিত তাহার সভাসদ্ ছিলেন। তিনি একাম্রকাননে অর্থাৎ

ভুবনেশ্বরে হরিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনূমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত বিগ্রহ, বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে হরিবর্ম্মার ধর্ম্মকাহিনী বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ইহারই সময়ে গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক পশ্চিমভারত আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে, ধর্ম্মনাশ ভয়ে পলায়মান বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। কান্যকুব্জের কর্ণাবতী সমাজ হইতে গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ৯৪০ শকে (১০১৮ খৃঃ) কোটালী পাড়া আগমন করেন। হরিবর্ম্মদেব জৈনও বৌদ্ধদিগকে পরাভব করিয়া, সুপ্রশস্ত বর্ত্মাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি ১০৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

শ্যামল-বর্ম্মা

প্রাচীন গ্রন্থসমূহে শ্যামল-বর্ম্মা নামে একজন প্রসিদ্ধ নরপতির নাম পাওয়া যায়। ইহার সময়েও ধর্ম্মনাশ ভয়ে, বহু ব্রাহ্মণ কানোজ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্র-পতন দোষের শান্তির জন্য, কান্যকুব্জ হইতে "যশোধর মিশ্র" নামক একজন সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাকে তাম্রশাসন দ্বারা অনেক ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্যামলবর্ম্মার পিতা বিজয়সেন, মাতা মালতী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা মল্লবর্ম্মা, পিতামহ ত্রিবিক্রম। এই ত্রিবিক্রমই স্বর্ণরেখা নদীতীরে রাজত্ব করিতেন।

নিয়ত সৎকর্ম্মনিরত, দানশীল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, রাজা শ্যামল-বর্ম্মা একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও, সৎকর্ম্ম ও দানশীলতার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে ও কোন্ বংশে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈদিক কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে—

উড়িষ্যাদেশে যেখানে স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী কাশীপুর নামক স্থানের সমীপে মহারাজ ত্রিবিক্রম সেন নামে একজন পরম ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি ছিলেন। মহারাজ ত্রিবিক্রমসেন, মালতী নাম্নী ধর্ম্মপত্নীতে বিজয়সেন নামক একটী পুত্র উৎপাদন করেন। রাজা বিজয় সেন পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়া বিলোলা নামক পত্নীতে মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। মল্লবর্ম্মা পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়া, সেই দেশেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজা শ্যামলবর্ম্মা, বঙ্গদেশে আসিয়া, প্রবল রিপুগণকে পরাভব পূর্ব্বক বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। সিংহতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন, পরমধর্ম্মজ্ঞ রাজা শ্যামলবর্ম্মা নিজ ভুজবলে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের মত এই—

"ত্রিবিক্রমো মহারাজঃ সেনবংশসমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা-সলিলৈঃ পূতা সল্লোকজন-তারিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াম্।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকম্॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র-সমদ্যুতিঃ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্ল-শ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণী-রক্ষাকরাবুভৌ॥
মল্ল স্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ॥

বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ॥
জিত্বা সর্ব্বমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্য-তুল্যোবলী
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনাম-নগরে রাজাঽভবন্নিশ্চিতং।
ভূপালেন্দ্রকুলাবতার-কলিতঃ ক্ষৌণীসরঃ-পঙ্কজঃ,
সোঽয়ং বঙ্গশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে বালেন্দুকীর্ত্তিঃ পরঃ" ॥

ইত্যাদি—

ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জী।

এই প্রমাণ অনুসারে শ্যামলবর্ম্মার পরিচয় এইরূপ—

ত্রিবিক্রম সেন (স্ত্রী—মালতী)
|
বিজয় সেন (স্ত্রী—বিলোলা)
|
(১) মল্লবর্ম্মা, (২) শ্যামলবর্ম্মা।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা কাশীর নিকটবর্ত্তী নীলকণ্ঠ নামক কোন সামন্ত নরপতির কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই রাজা নানাবিধ যৌতুকের সহিত বেদবিৎ, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, যশোধর মিশ্র নামে একজন পুরোহিত দিয়াছিলেন। যথা—

"নীলকণ্ঠো মহারাজ স্তস্মৈ কন্যাং সুদক্ষিণাং।
দদৌ দক্ষিণয়া সার্দ্ধং হেমালঙ্কারভূষিতাম্॥
গোবৎস-তুরগৈঃ সার্দ্ধং যৌতুকেন নিযোজিতাং।
দাসী-দাস-গণৈর্যুক্তাং কন্যাং দত্বা যশস্করঃ॥
দদৌ পুরোহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণং বেদবাদিনম্।
নাম্না যশোধরাখ্যং বৈ তেজসা সূর্য্যসন্নিভং॥" ইত্যাদি—

ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জী।

ভোজবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনে জানা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে যাদব বংশীয় বর্ম্ম নামধারী অনেক রাজা রাজত্ব করিতেন। উড়িষ্যার দাহলের কলচুরী বা চেদিবংশীয়গণের সহিত ইহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া হইত।

বস্তুতঃ, চেদিবংশীয়গণ যে তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরির (জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী তেবারের) কলচুরি রাজ কর্ণের ১০৪২ খৃঃ বারাণসীতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে কলচুরি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোক্কলের বিশেষ প্রশংসা ও পরাক্রমের কথা উল্লিখিত আছে। চেদির কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় দেবের পুত্র কর্ণ নয়পালের জীবদ্দশায় ১০৩৭ খৃঃ হইতে ১০৪২ খৃঃ মধ্যে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনাদেবীর ভেরঘাটে প্রাপ্ত শিলা-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল। অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের কর্ণবলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়াধিপ গর্ব্বত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞা বহন করিতেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিতে লিখিয়াছেন যে, বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি (কলচুরি) কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে উন্মূলিত করেন নাই। তাহার দুহিতা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই বংশটী যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং বঙ্গ বা গৌড়ীয় রাজ-বংশের সহিত ইহাদের যে বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তাহাদের বংশপরিচয় এইরূপ—

চেদিবংশ

গাঙ্গেয়
|
কর্ণ
|
বিগ্রহ পাল। কন্যা বীরশ্রী।
|
জয়কর্ণ (স্ত্রী অহ্লনা দেবী)
|
জয়সিংহ

যাদব বংশ

১৩১৯ সালে ঢাকা জেলার শীতলক্ষা নদীর তীরে বেলার গ্রামে শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বর্ম্মবংশীয়গণের বংশবৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়, এবং ইহারা যে যদুবংশজাত ক্ষত্রিয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তাহার বিবরণ এই ;—ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির নয়ন সমুত্থিত তেজঃ চন্দ্র।

চন্দ্র
|
বুধ
|
পুরুরবা
|
আয়ু
|
নহুষ
|
যযাতি
|
যদু

এই বংশে মহাভারত সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ গুহার ন্যায় সুরক্ষিত ও দুর্গম সিংহপুর নামক গ্রামে বাস করেন। এই বংশে সমর বিজয়-যাত্রামঙ্গলরূপী, রিপুকুলের শমন স্বরূপ, বান্ধবগণের অমৃতরশ্মি স্বরূপ, কবিদিগের ও কবি, পণ্ডিতগণের পণ্ডিত, বজ্রবর্ম্মা নামে এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

বজ্রবর্ম্মা
|
(১) জাতবর্ম্মা (স্ত্রী বীরশ্রী) (২) জ্যোতির্ব্বর্ম্মা
|
(১) মল্লবর্ম্মা (২) শ্যামলবর্ম্মা। (স্ত্রী মালব্য দেবী) হরিবর্ম্মা
|
ভোজবর্ম্মা।

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখা যায়, জাতবর্ম্মা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। যথা—

"বীরশ্রিয়া মজনি শ্যামলবর্ম্মদেবঃ"।

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন।

সুশাসনে ও প্রজাবাৎসল্যে শ্যামলবর্ম্মার রাজ্য ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিল। তিনি "গৌড়েশ্বর" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম দেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুনকযশোধর মিশ্রের নামে একখানি তাম্রশাসনে শ্যামলবর্ম্মার বিশেষ প্রশংসা বচন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"স্বস্তি সমস্তসুপ্রশস্ত্যাপেত-সততবিরাজমানাশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি-বর্ম্মবংশকুলকমল-প্রকাশ ভাস্কর-সোম-বংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ-গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর-শ্যামল-বর্ম্ম-দেবপাদবিজয়িনঃ" ইত্যাদি।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা যে প্রভূত যশঃ ও পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৈদিক কুলার্ণবে লিখিত আছে—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনানদ্যাশ্চ পশ্চিমং।
উত্তরং লবণাব্ধেশ্চ বরেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং।
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোঽপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয়-ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥"

অর্থাৎ; গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনানদীর পশ্চিমে, লবণসমুদ্রের উত্তরে, এবং বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণে, শ্যামলবর্ম্মরাজা সেনবংশীয় রাজগণের আশ্রয়ে করদ রূপে রাজ্য শাসন করিতেন।

কেহ বলেন, রাজা শ্যামলবর্ম্মা কাশীরাজের কন্যা সুশীলাকে বিবাহ করেন। কেহ বলেন, নীলকণ্ঠের কন্যা সুদক্ষিণাকে বিবাহ করেন। বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃঃ) গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

৯৩০ শকে (১০০৮ খৃঃ) হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল। বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী ছিল। ৯৪৩ শকে (১০২১ খৃঃ) গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাহার ৭ সাত বৎসর পরে যশোধর মিশ্রের আগমন হইলে, ৯৫০ শকে (১০২৮ খৃঃ) তাহার আগমন বুঝায়।

কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময়ে ১০০১ শকে (১০৭৯ খৃ.) যশোধর মিশ্র এদেশে আসেন।

বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে—

যিনি কর্ণাবতী হইতে বৃহস্পতি তুল্য অপ্রতিম-প্রভাব পাঁচজন অগ্নিহোত্রী বৈদিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহার সুবিমল যশোরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই অপরিসীম পুণ্যবান্ মহীমহেন্দ্র গৌড়াধিপতি পৃথিবীমণ্ডলে জয়যুক্ত হউন।

চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই রাজা নিজ বিক্রমে শত্রুবিক্রম বিদলিত করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু যেমন স্বীয় প্রণয়িণী লক্ষ্মী দ্বারা পরিশোভিত হন, তিনিও সেইরূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রাজলক্ষ্মী দ্বারা বিরাজমান ছিলেন। তিনি বিজয়সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যথাকালে এই পুত্রের তেজঃ প্রভাবে দিক্‌সমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্দ্র প্রতিম ভূপেন্দ্র বিজয়সেন, যথাসময়ে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়া, প্রীতমনে ভূমণ্ডল সম্যক্‌রূপে সুশাসিত করিতে লাগিলেন।

তৎপরে রাজা বিজয়সেন তাঁহার মালতী নাম্নী সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে

মল্ল অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র মল্লের বল ধারণ করিতেন। ইঁহার প্রভাবে শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত, ইনি পুণ্যবলে কলুষরাশি নিরাশ করিয়া সাতিশয় কীর্ত্তিশালী, দয়ালু, প্রজাবৎসল ও শান্ত-প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভুজবলের নিকট বৈরিকুল সর্ব্বদাই পরাভব স্বীকার করিত। ইনি অচিরকালমধ্যেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় অসীম ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়াছিলেন।

শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা, অগ্রজ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি অগণিত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, রাজগণকে পরাজিত করিলেন। দেশ বিদেশ-বাসী প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতিগণকে তীব্র পরাক্রমে পরাভব করিয়া, অত্যুত্তমদেশে বাস করিবার অভিলাষে গৌড়দেশের অন্তর্গত পরম রমণীয় বিক্রমপুরের উপান্তভাগে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

অনন্তর, এই নবনির্ম্মিত পুরেই বাস করিয়া, প্রজামণ্ডলী প্রতিপালন পূর্ব্বক শত্রুকুলকে নির্ম্মূল করিয়া, বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপালগণ ও নরগণের অগ্রগণ্য ও বরেণ্য ছিলেন, এবং সৌজন্য প্রভৃতি উত্তমগুণে সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র, সর্ব্বত্র মান্য, অনন্যসাধারণ পুণ্যবল-সম্পন্ন ও অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, দানশীলতা, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, স্থৈর্য্য, সৌন্দর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হওয়ায়, সমস্ত রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

কাশীধামে প্রবল-প্রতাপান্বিত, বিনীত, নিখিল গুণনিলয়, নীলকণ্ঠ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি সমরাঙ্গনে বৈরিদিগকে পরাজিত, দয়া প্রকাশে দীন ও অনাথগণকে অনুগৃহীত এবং কীর্ত্তিকলাপে লোকত্রয় পরিপূরিত করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং নারায়ণের সেবক বলিয়াও সুবিদিত ছিলেন। একদিন সেই নীতিমান্ ভূপতি নীলকণ্ঠ নিজ তনয়াকে পাত্রস্থ করিতে অভিলাষী হইয়া, কয়েকজন নৃপকুলাভিজ্ঞ

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে প্রাজ্ঞগণ! আমার এই হেমকান্তি সর্ব্বগুণান্বিতা চারুশীলা কন্যাটী কাহার হস্তে সমর্পণ করিব? আপনারা লোকের গুণসমূহ বিদিত আছেন, সুতরাং আপনারাই তাহা বিবেচনা করিয়া বলুন।

রাজা এই কথা বলিলে, নৃপতিগণের কুলশীল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকলেই বলিলেন, মহারাজ! আপনার এই কন্যার উপযুক্ত যে বর আমাদিগের অভিপ্রেত, তাহার বিষয় আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

"চন্দ্রবংশে শ্যামলবর্ম্মা নামে এক নরপতি আছেন। তিনি তেজস্বী, বিনীত, শ্রীমান্ এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী। তিনি দানপ্রকর্ষে কল্পপাদপেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। মহীমহেন্দ্র সেই নরপতি, সরল ব্যক্তির সহিত সরল ব্যবহার ও কুটিলের সহিত কৌটিল্য আশ্রয় করেন। দয়া, নীতি, সদাচার ও বিচার বিষয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। শত্রুপক্ষ তাঁহার নিকট চিরপরাজিত। তিনি ধনে যক্ষ ও ক্ষমাগুণে ক্ষিতিসদৃশ। ক্ষিতিপালনে ও স্বপক্ষের রক্ষাবিধানে সতত তৎপর। নবোদ্ভিন্ন যৌবনভারে তাহার কমনীয় মূর্ত্তি কন্দর্পকেও নির্জিত করিয়াছে। তিনি প্রার্থিগণের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই তাহার কীর্ত্তিকলাপ প্রথিত হইয়াছে। তিনি প্রতিনিয়ত সুকৃত অর্জনে রত, শত্রুগণের প্রশমনকারী, ভূপালগণের অগ্রবর্ত্তী, চক্রবর্ত্তীরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। মহারাজ! বাগ্মী কবিগণও সেই যশস্বী মহীপতির অপরিমিত গুণরাশি বর্ণন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, আর অধিক কি বলিব, সঙ্ক্ষেপে এইমাত্র বলি যে, আপনার কন্যাও যেরূপ, বরও তদনুরূপই হইবে।"

নিজের অভিপ্রায়ানুরূপ নৃপতিগণের কুলশীলাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়া, কাশীপতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তিনি বর আনয়নের জন্য, কতিপয় বিদ্বান্, নীতিজ্ঞ ও বাক্পটু দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ যথাসময়ে গৌড়দেশে গমন করিয়া, বিনীতভাবে বিবিধ

বচনবিন্যাস করিয়া গৌড়পতির স্তব করিতে লাগিলেন। গৌড়পতি শ্যামল-বর্ম্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? এবং কোথা হইতে কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছ?

দূতগণ কহিল,মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমরা সমস্তই বলিতেছি। নির্ম্মল কুলোৎপন্ন, পুণ্যবান্ কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ নীলকণ্ঠ, কীর্ত্তিমান্ হরিহর নৃপতির পুত্র। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ ইন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদাই তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অধিক কি, তাহার অতুলনীয় গুণ-রাশি কীর্ত্তন করিতে বৃহস্পতির শক্তিও কুণ্ঠিত হয়। সেই ক্ষিতিপতি নীলকণ্ঠ তাহার লীলাবতীনাম্নী ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা, সরলস্বভাবা একটী তনয়া উৎপাদন করিয়াছেন। তাহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, দন্তপংক্তি অতি সুন্দর, অঙ্গকান্তি অতি মনোহর। অলোকসামান্যা সেই রাজতনয়া স্বভাবতঃই মধুরভাষিণী ও মৃদুহাসিনী এবং রমার ন্যায় রমণীয় রূপলাবণ্যবতী বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরা রমণী দেবলোকে ও দুর্লভ। তাহার কজ্জলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ কেশকলাপ বিন্যাস-কৌশলে রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই অনবদ্যাঙ্গীর মুখারবিন্দের সুস্নিগ্ধ ঈষৎ হাস্য শারদীয়-পূর্ণ-শশধরবিম্বকে ও তিরস্কৃত করিতেছে। তাহার ভ্রূভঙ্গীতে মদনের শরাসন পরাজিত, নেত্রসৌন্দর্য্যে কুরঙ্গীর অভিমান খর্ব্বীভূত। নাসিকার শোভায় কীরবরের চঞ্চুপুট ন্যক্কৃত এবং কোমল কণ্ঠস্বরে কলকণ্ঠ কোকিলাকুলের কণ্ঠরব বিনির্জ্জিত হইয়াছে। সেই অনুপমসুন্দরী রাজনন্দিনীর ঈষদুন্নত স্তনদ্বয়ই যেন তাহার দেহলাবণ্য-পয়োধিতে উন্মজ্জনশীল নবযৌবনরূপ গজরাজের কুম্ভদ্বয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাহার ভুজযুগল শিরীষকুসুম অপেক্ষাও কোমল। উদর ললিত-ত্রিবলীদ্বারা পরিশোভিত। নিবিড় ও বিপুল নিতম্বদেশ সৌন্দর্য্যপূর্ণ, রোমাবলী নবভাবে বিরাজিত। উরুদেশ সুগঠনে গঠিত, এবং পাদযুগল নবপল্লবের ন্যায় শোভাযুক্ত। মহারাজ! বলিব কি, সেই রাজকুমারীর

রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া, বোধ হয় স্বয়ং সহস্রানন অনন্তদেবকেও পরিশ্রান্ত হইতে হয়, অপর লোকের কথা আর কি বলিব। আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সঙ্ক্ষেপে আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাদৃশ যশ ও রূপ-গুণান্বিতা রমণী ত্রৈলোক্যের কোথায় ও বোধ হয় নাই। রাজা নীলকণ্ঠ কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া, তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন, এবং কন্যার উপযুক্ত বরের অন্বেষণার্থ সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ হইয়া, নৃপকুলশীলাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে আপনার গুণরাশি শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত কুতূহলী হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বমান্য আপনাকেই তাহার কন্যার উপযুক্ত বর স্থির করিয়া, আপনার নিকট আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা আপনার নিকট এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। এখন যাহা সমুচিত হয়, তাহা আপনি বিধান করুন।

দূতগণ এই বলিয়া বিরত হইলে, মহামহিমশালী চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজা শ্যামলবর্ম্মা রূপলাবণ্যবিলাসশালিনী রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরিণয় সম্বন্ধে নিয়ম পত্রাদি প্রদান ও দূতদিগকে প্রচুর ধনাদি দানে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

দূতগণ, যথাসময়ে কাশীশ্বরের নিকট গমন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তদীয় কন্যাবিবাহের অবধারণ বিষয় বিবৃত করিল, এবং পরিশেষে কাশীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! অধিক কি বলিব, এইরূপ বর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তিনি দেবেন্দ্রতুল্য, ও চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহার রূপ কন্দর্পের ন্যায়, নাম শ্যামলবর্ম্মা। তিনি তেজস্বী, বিনীত, শ্রীমান্ এবং নিরন্তর বিবিধ বিবুধসংসর্গে রত। সেই রাজা এই বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের নিকট একখানি পত্র দিয়াছেন, ইহা পাঠ করিয়া সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। অনন্তর, কাশীপতিও পত্রের বিবরণ অবগত হইয়া,

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকরণার্থ গৌড়েশ্বরের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা কাশীশ্বরের পত্র পাইয়া, যাত্রাকাল অবধারিত করিলেন। তাহার প্রস্থান কালোচিত নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইলেন, এবং কাশীরাজ তনয়া সুদক্ষিণার পাণিপীড়নাভিলাষী হইয়া, বহু সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে কনৌজদেশে গমন করিলেন। তাহার গমনকালে, অনেক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রচুর ধনরাশি লইয়া, তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। মদস্রাবী মাতঙ্গগণ ধীর মন্থরভাবে গমন করিতে লাগিল, যেন বায়ুবিচালিত শব্দায়মান সান্দ্র নীরদখণ্ড গগণাঙ্গন পূর্ণ করিয়া চলিল।

এইরূপে নানাপ্রকার রাজোচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, রাজা শ্যামল-বর্ম্মা কাশীপতির পুরে উপনীত হইলেন। নিরুপমা পুরী তখন আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। শুভলগ্নে তিনি অনিন্দিতাঙ্গী রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দেবরাজ যেমন ইন্দ্রাণীর সহিত শোভিত হন, সুধাংশুবংশধর রাজা শ্যামলবর্ম্মাও তদ্রূপ নবপরিণীতা অনুরূপা রাজনন্দিনীর সহিত মিলিত হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। বিবাহের পরে, কাশীশ্বর নীলকণ্ঠ, নানাবিধ রত্নোপহারের সহিত নবদম্পতিকে গৌড়রাজ-ধানীতে প্রেরণ করিলেন।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা নবপরিণীতা সুদক্ষিণার সহিত নিজ রাজধানীতে সমাগত হইলে, যথাবিধি পৌরমঙ্গল অনুষ্ঠিত হইল। সেই পবিত্রস্বভাবা প্রণয়িণীর সহিত মিলিত হইয়া, মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার ধর্ম্মানুসারী শাসনগুণে রাজ্যের অধিবাসী সকল-প্রজাই সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। যথা—

কর্ণ্যাবত্যা ব্যনৈষীদনুপম-মহসাং বৈদিকানামমীষাং
পঞ্চানাং গৌড়দেশং সুরগুরু-সদৃশা-মগ্নিহোত্রি-দ্বিজানাং।
যঃ শ্রীমান্ গৌড়-চূড়ামণি রমলযশোমণ্ডলাচ্ছাদিতাশা-
চক্রঃ ক্ষমাচক্র-শক্র শ্চিরমিহ ধরণৌ ভূরিপুণ্যঃ স জীয়াৎ ॥ ১৮

বিধোঃ কুলেঽজনি নৃপতি স্ত্রিবিক্রমঃ
স্ববিক্রম-প্রতিহত-বৈরিবিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্ববনিতয়েব লোলয়া
হনুরূপয়া স পরিবভৌ তয়া শ্রিয়া ॥ ১৯

নাম্না বিজয়সেনং স জনয়ামাস নন্দনং।
স্ফুরন্নয়গুণোপেতং তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং ॥ ২০
রাজাভূৎ সোঽপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্রসদৃশস্তদা।
প্রজাঃ সংপালয়ন্ সম্যক্ শশাস পৃথিবীং মুদা ॥ ২১
মহিষ্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।
মল্লশ্যামলবর্ম্মাণৌ জনয়ামাস নন্দনৌ ॥ ২২

মল্লোমল্ল-সহস্র-সস্মিতবলস্তীব্রপ্রতাপোজ্জলঃ
পুণ্যধ্বস্তমলঃ সুকীর্ত্তিধবলঃ সৎকীর্ত্তি-সন্মঙ্গলঃ।
দূরোৎস্বষ্টখলঃ কৃপাম্বুতরলঃ শান্তঃ প্রজাপেশলঃ
শশ্বদ্বৈরিদল-স্ফুরদ্ভুজবলঃ সাক্ষাদিবাখণ্ডলঃ ॥ ২৩
তং সমীক্ষ্যাগ্রজং ভূপমভিষিক্তং পিতুঃ পদে।
শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা স দিগ্‌জয়ায় মনোদধে ॥ ২৪
অগণ্যসৈন্যসহিতো মহামান্যো মহীপতিঃ।
পর্য্যটন্ বহুশো দেশান্ জিতবানবনীপতীন্ ॥ ২৫

নানাদেশবিদেশ-বাসনিরতান্ লীলাবিশেষান্বিতান্
জিত্বা তীব্রপরাক্রমেণ পৃথিবীপালান্ প্রতাপান্বিতান্।
দেশেঽশেষনিরুত্তমে নিরুপমে বাসাভিলাষাদসৌ
গৌড়ান্তর্গত-কান্তবিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে॥ ২৬

তত্রৈব নিবসন্ সোঽপি পালয়ন্ বৈ প্রজাব্রজান্।
নিঃসপত্নীকৃতক্ষৌণির্মহারাজো ব্যরাজত॥ ২৭

সোঽয়ং নৃণাং বরেণ্যোঽনুগতজনগণোঽশেষভূপাগ্রগণ্যো
ধন্যোমান্যো বদান্যো লসদতুলধনোঽনন্যসামান্যপুণ্যঃ।
গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য-শৌর্য্যৈরপি রিপুজয়িতা স্থৈর্য্য-সৌন্দর্য্য-ধৈর্য্যঃ
সৌজন্যাদ্যৈস্তথান্যৈরপি চ গুণগণৈঃ সর্ব্বরাজন্যবর্য্যঃ॥ ২৮

কাশ্যাং ভূরিগুণাশ্রয়ঃ সবিনয়শ্চণ্ডপ্রতাপোদয়ঃ
সংগ্রামাঙ্গনলব্ধ-বৈরিবিজয়ঃ প্রজ্ঞাধনৈকালয়ঃ।
দীনানাথচয়-প্রকাশিতদয়ঃ কীর্ত্ত্যা তু লোকত্রয়ে
ঽভূন্নারায়ণসেবিতঃ সুবিদিতঃ শ্রীনীলকণ্ঠাহ্বয়ঃ॥ ২৯
ভূমীপালঃ কদাচিৎ সতু নিজতনুজাং পাত্রসাৎকর্ত্তুকামো
ধীরানাহূয় কাংশ্চিন্নৃপকুলবিদুষো নীতিমান্ বাচমূচে।
এষা চামীকরাভা নিখিলগুণযুতা চারুশীলা সুতা মে
কস্মৈ দেয়া ভবদ্ভি র্বিদিতজনগুণৈর্বাচ্যমেতদ্ বিবিচ্য॥ ৩০

ইত্থং বচো ধরণিপতে র্নিশম্য তে
দ্বিজোত্তমা নৃপকুল-শীল-বেদিনঃ।
তমূচিরে তব দুহিতুর্বরং মহী-
পতেঽস্মদভিমতং নিশাময়॥ ৩১

আসীৎ শ্যামলবর্ম্মাখ্যশ্চন্দ্রবংশোদ্ভবোনৃপঃ।
তেজস্বী বিনীতঃ শ্রীমান্ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদঃ ॥ ৩২

দানপ্রকর্ষেণ নিতান্তখর্ব্বং কুর্ব্বন্ সুপর্ব্ব-দ্রুম সর্ব্বগর্ব্বং।
ঋজুষ্ববক্রঃ কুটিলেষু বক্রঃ প্রভাসতে স ক্ষিতিচক্র-শক্রঃ ॥৩৩

দয়া-নয়াচার-বিচারদক্ষঃ
ক্ষণক্ষতারিঃ ক্ষিতিরক্ষকক্ষঃ।
ধনেন যক্ষপ্রতিমোঽতিদক্ষঃ
ক্ষমাক্ষমোঽসৌ নিজপক্ষরক্ষঃ ॥ ৩৪

অভিনব-নিজমূর্ত্তিন্যক্কৃতানঙ্গমূর্ত্তি-
ভুর্বনবিদিত-কীর্ত্তিঃ প্রার্থিকামৈকপূর্ত্তিঃ।
অবিরত সুকৃতার্ত্তিভূর্ভৃতামগ্রবর্ত্তী
রিপুগণ-শমবর্ত্তী ভাত্যসৌ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৫

কীর্ত্তিব্যাপ্ত-দিগন্তস্য তস্য ভূমিপতেগুর্ণাঃ।
নৈব বর্ণয়িতুং শক্যা অসংখ্যেয়া কবীশ্বরৈঃ ॥ ৩৬
কিং পুনর্বহুনোক্তেন সংক্ষেপাদবধীয়তাং।
যাদৃশী তব কন্যেয়ং বরস্তাদৃশ এব সঃ ॥ ৩৭
ইতি তৈরুদিতং বাক্যমাত্মাভিমতহেতুকং।
সমাকর্ণ্যাভবদ্ভূপঃ সমাহ্লাদিতমানসঃ ॥ ৩৮
অথ দূতান্ মহীপালো বাবদূকান্ মহানয়ান্।
কৃতিনঃ প্রেষয়ামাস তদ্বরানয়নায় সঃ ॥ ৩৯
তেঽপি গৌড়েশ্বরং গত্বা দূতা বিনয়পূর্ব্বকং।
নানাবিধ-বচোভঙ্গ্যা তুষ্টুবুর্জগতীপতিং ॥ ৪০

রাজা পপ্রচ্ছ কে যূয়ং কুতঃ কথমিহাগতাঃ।
তেঽব্রুবন্ শৃণু রাজেন্দ্র ! বদামঃ সকলং তব ॥ ৪১

অস্ত্যেকঃ স্বস্তিশালী বিমলকুলভবঃ কান্যকুব্জাধিরাজো
নাম্না শ্রীনীলকণ্ঠো হরিহরনৃপতে রাত্মজঃ কীর্ত্তিভাজঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যপ্সরোভিঃ সুরপতিপুরতো গীয়তে যস্য কীর্ত্তি-
র্বাচামীশোঽপি যস্যাদ্ভুত-গুণকথনে জায়তে কুণ্ঠশক্তিঃ ॥৪২

লীলাবত্যাং ধর্ম্মপত্ন্যাং তেন তু ক্ষিতিরক্ষিণা।
তনয়া জনয়াঞ্চক্রে সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ-সুদক্ষিণা ॥ ৪৩

সুবর্ণবর্ণা সুদতী সতী রমা-
সমানলাবণ্যবতী মনোরমা।
কথাভিরামাঙ্গরুচিঃ শুচিস্মিতা
সুরাসুরাদ্যৈরপি দুর্লভা মতা ॥ ৪৪

সুস্নিগ্ধ-কজ্জলবদুজ্জ্বলকেশপাশ-
বিন্যাসকৌশলসমুল্লসদুত্তমাঙ্গী।
সম্পূর্ণ-শারদ-সুধাকর-বিম্বহাসি-
কান্তিপ্রভা-সদরহাসি মুখারবিন্দা ॥ ৪৫
ভ্রূভঙ্গধিক্কৃতমনোজশরাসনশ্রী-
র্নেত্রপ্রভাহসিতচারু-মৃগাভিমানা।
কীরপ্রবীরবরচঞ্চু-সুচারুনাসা
সা কোকিলাকুল-কলস্বর হাসিভাষা ॥ ৪৬
তন্মুলাবণ্য-পাথোধের্নবযৌবন-দন্তিনঃ।
শনৈরুন্মজ্জতঃ কুম্ভৌ মন্যে বৰ্দ্ধিষ্ণু তৎকুচৌ ॥ ৪৭

শিরীষ কুসুমাধিক-সুকুমার-ভুজান্বিতা।
ত্রিবলীললিতাকারা কামযষ্টির্নিরুপমা॥ ৪৮

ঘনপীন-সুচারুনিতম্বযুতা নবভাববিরাজিতরোমবৃতা।
উরুবেশবিশেষনিবেশগতা নবপল্লবসুন্দর-পাদযুতা॥ ৪৯

তস্যারূপগুণাদিবর্ণনবিধৌ মন্যে সহস্রাননঃ
শেষঃ ক্লেশবশোভবেৎ কিমপরে লোকাস্ততঃ কা কথা।
নির্ণীয় ত্বিদমেকমেব হি বয়ং সংক্ষেপতোব্রুমহে
ত্রৈলোক্যেঽপি ন তাদৃশী গুণ-যশো-রূপান্বিতা বর্ত্ততে॥ ৫০

দৃষ্ট্বা বয়স্থাং তনয়াং নৃপস্তামনন্যচিন্তাকুলিতান্তরাত্মা।
তস্যাবিবাহার্থকৃতাবধানো যত্নাদ্বরান্বেষণতৎপরোঽভূৎ॥৫১

অথ নিজতনয়াসম্প্রদানোৎসুকমানসো নৃপকুলকুশলবিৎ সমাকর্ণিত-ভবদ্-গুণগণোনরপতিরতিকুতূহলী। তত্রভবন্তং ভবন্তমেব তদুপযুক্তবরমিতি নিশ্চিত্য ভবতঃ সকাশমস্মান্ প্রেষয়ামাস। তদেতদ্‌ত্তমস্মাভি রাবেদিত-স্তদিতো বিধীয়তা মাধুনিকসমুচিতমিত্যুক্ত্বৈব তূষ্ণীমাসন্। অথাসৌ বিমল-শীতল-কিরণজাল-শমিত-সকললোকসন্তাপতয়া নিখিললোক-বিদিতমহিম-শশধরবংশসম্ভূতো রূপলাবণ্যবিলাসবতীরাজতনয়াপাণিগ্রহণবার্ত্তাশ্রবণ-সঞ্জাতানন্দসন্দোহঃ শ্রীশ্যামলবর্ম্ম-নরপতিঃ স্বীকৃততদুদ্বহনো নিয়মিত-পরিণয়-সময়পত্রমাত্রপ্রদানেনানেকদ্রবিণ-সৎকৃতাংস্তান্ বিসর্জয়ামাস।৫২

তেঽপি কাশীশ্বরং গত্বা সমাহ্লাদিতমানসাঃ।
দূতাঃ সঙ্কথয়ামাসুর্বিবাহস্যাবধারণম্॥ ৫৩
রাজন্! কিং বহুনোক্তেন বরোনিরুপমস্তু সঃ।
দেবেন্দ্রসদৃশো রাজা রূপেণানঙ্গসন্নিভঃ॥ ৫৪

শ্যামলোনাম নৃপতিশ্চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
তেজস্বী বিনীতঃ শ্রীমান্ নানাবুধসমন্বিতঃ ॥ ৫৫
অদদৎ পত্রমেতত্তু বিবাহনিয়তায় সঃ।
যৎকার্য্যং ভবতস্তাবদিদানীং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৫৬
ততঃ কাশীশ্বরশ্চাপি তনয়াদানমানসঃ।
নিশ্চিতায় দিনং পশ্চাৎ প্রেষয়ামাস পত্রিকাং ॥ ৫৭

অথ নরপতিরবধারিতযাত্রাসময়ে প্রস্থানকালোচিতবেশভূষাদিভি-ভাসমানঃ পরিণয়ার্থমুদ্যুক্তঃ প্রাস্থানিকমঙ্গলাচরণানন্তরমনেকসেনা-পরিবৃতঃ স্বদক্ষিণাপাণিগ্রহণমানসঃ কন্নুজদেশ মগাৎ ।৫৮

মাতঙ্গৈর্ধনবর্ষিভির্ধনভরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ পুরোযায়িভিঃ
শুণ্ডাদণ্ডনিধান-কর্ম্মবিধয়ে দক্ষৈরনেকৈস্তদা।
বায়ুপ্রেরিত-সান্দ্র-মেঘনিচয়ৈ গর্জদ্ভিরত্যুজ্জ্বলং
তস্যাসীদিব গম্যবর্ত্মগগণং পূর্ণং মুহুর্বর্ষিভিঃ ॥ ৫৯
বহুসেনাবৃতোরাজা বিবাহার্থং গতস্তদা।
আনন্দপরিপূর্ণা সাঽভবৎ পুরী নিরুপমা ॥ ৬০
উপযেমে স কন্যাং বৈ বিধিনা পরিকল্পিতাং।
শুভে লগ্নেঽনবদ্যাঙ্গীং সত্যব্রতপরায়ণঃ ॥ ৬১
বিবাহানন্তরং রাজা ররাজ সোমবংশজঃ।
দেবেন্দ্রস্তু যথেন্দ্রাণ্যা তথাঽনুরূপয়াঽসৌ ॥ ৬২
কাশীশ্বরো নীলকণ্ঠো দম্পতিযুগলস্তদা।
নানারত্নোপহারেণ প্রেষয়ামাস গৌড়কে ॥ ৬৩
স্বদক্ষিণাসমেতস্তু শ্যামলো নৃপতিস্তদা।
গত্বা স্বদেশং বিধিনা পৌরমঙ্গলমাপ্তবান্ ॥ ৬৪

তয়া স নিবসন্ ভূপঃ পত্ন্যা পূতস্বভাবয়া।
পালয়ন্ সকলান্ লোকান্ ধর্ম্মব্রতপরায়ণঃ॥ ৬৫

রামদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত-বৈদিককুলমঞ্জরী।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলদীপিকায় লিখিত আছে—

প্রজাগণের বহু পুণ্যফলে গৌড়দেশে নিখিল গুণনিলয়, ধর্ম্মকর্ম্ম নিরত শ্যামলবর্ম্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজকুলের অবতংস-রূপে বিরাজিত থাকিয়া, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্যমিশ্রিত শৌর্য্যবলে নিখিল নৃপতি-কুল পদানত হইয়াছিল। প্রজাগণ, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ধর্ম্মানুসারে প্রতি-পালিত হইয়া, কখনও রাজপীড়া অনুভব করে নাই। তিনি প্রভূত দান করিয়া, দীনগণের দৈন্যাপনয়ন, এবং দুষ্কর্ম্মনিরত ব্যক্তিবর্গকে সম্যক্‌রূপে শাস্তি প্রদান করিতেন। এইরূপে অগণিত পুণ্যফলে, অশেষ ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া, তিনি সমস্ত সামন্ত রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানরূপে বিরাজমান ছিলেন। অক্ষয্য শৌর্য্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, জনানুরাগ, সরলতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি তাহার কয়েকটী নৈসর্গিক গুণ ছিল। তিনি নিখিল সদ্‌গুণ ও সর্ব্বসৌন্দর্য্যভূষিতা কাশীরাজ কন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ করেন। নরপতি, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহিষীর সহিত, লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর ন্যায় এবং সেই শুচিস্মিতা রাজমহিষী ও দেবেন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় সেই পতিদেব নরেন্দ্রের সহিত শোভা পাইতেন। যথা—

গৌড়ে পুণ্যৈর্জনানাং সকলগুণধরো বর্ম্মবংশাবতংসো
রাজাভূদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো রিপুবলদহনঃ পুণ্যবান্ শ্যামলাখ্যঃ।
যং শৌর্য্যৈঃ পুণ্যমিশ্রৈরবনিপসকলে নম্রভূতে তদানীং
ধর্ম্মেণাপাল্যমানোঽন্বভূত ন মনুজঃ সর্ব্বদা রাজপীড়াম্॥

সদা স দানৈঃ শময়ন্ সুদীনান্ সম্যক্ সুকর্ম্মাণমপি প্রশামৎ।
উৎপাদয়ন্ ধর্ম্মমগণ্যপুণ্যৈ রেজেতরাং শ্যামলরাজসিংহঃ॥

অক্ষয্য-শৌর্য্য-মৌদার্য্য মাধুর্য্যাণ্যনুরাগিতা।
আসন্ সারল্যনৈপুণ্যে তস্য নৈসর্গিকা গুণাঃ॥
উপযেমে স কন্যাং বৈ কাশীরাজস্য সুব্রতাং।
নাম্না সুশীলাং চার্ব্বঙ্গীং সুশীলাং শ্যামলোনৃপঃ॥
তয়া স নৃপশার্দ্দূলো রেজে বিষ্ণুরিব শ্রিয়া।
সা শচীব মহেন্দ্রেণ তেন রেজে শুচিস্মিতা॥

রামভদ্রকৃত-বৈদিক-কুলদীপিকা

পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

গৌড়দেশে শ্যামলবর্ম্মা নামে একজন ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতিশয় প্রভাবশালী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভতিথিতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয়-বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা নাম্নী কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। প্রমাণ যথা—

আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডাশেষ-ভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ॥
বেদ-গ্রহ-গ্রহমিতে স বভূব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা
শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥

তস্মৈ দদৌ সুতাং ভদ্রাং কাশীরাজো মহাবলঃ।
গজাশ্ব-রথ-রত্নাদ্যৈরাজ্যৈরপি পুরস্কৃতঃ।

পাশ্চাত্ত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকা।

সামন্তচূড়ামণির শ্যামলচরিতে লিখিত আছে—

ক্ষিতিতলে মহেন্দ্রসদৃশ, প্রতাপশালী, শ্যামলবর্ম্মা নামে একজন গৌড়েশ্বর ছিলেন। কাশীশ্বর জয়চন্দ্র হৃষ্টান্তঃকরণে সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজকে নানাবিধ যৌতুকসহ শ্রীনামধেয়া, রূপেও শ্রীসদৃশী সুশীলা কন্যাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, ধর্ম্মতৎপর রাজা শ্যামলবর্ম্মা সুশীলার পাণিগ্রহণ করিয়া, কাশীশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে, অমাত্যবর্গও স্ত্রীসমভিব্যাহারে নিজ রাজ্যাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন। যথা—

ক্ষিতৌ মহেন্দ্র-প্রতিমপ্রতাপো গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ।
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায় কাশীশ্বরঃ শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঞঃ॥ ১
শ্রীনামধেয়াং শ্রিয়মেব কেবলাং দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাং।
রত্নাদি রম্যাভরণৈর্বিভূষিতাং হৃষ্টেন নানাবিধকৌতুকঞ্চ॥ ২
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞীং নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
স্বামাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ আয়াৎ শ্রিয়া শ্যামলবর্ম্ম-ভূমিপঃ॥৩

মহাদেবশাণ্ডিল্য-কৃত সামন্ত চূড়ামণির শ্যামলচরিত।

উক্ত কুলগ্রন্থ সমূহে রাজা শ্যামলবর্ম্মার যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বহু আড়ম্বর ও অত্যুক্তি পূর্ণ হইলেও এবং বিভিন্ন গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, আমরা তাহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা দেখিতে পাই। আমরা ঐ সকল গ্রন্থের আলোচনায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, গৌড়দেশে নিখিল রাজগুণোপেত শ্যামলবর্ম্মা নামে একজন নরপতি ছিলেন। তাহার পিতার নাম বিজয়সেন, পিতামহের নাম ত্রিবিক্রম, জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম মল্লবর্ম্মা। মল্লবর্ম্মা পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ়

হইলে, শ্যামলবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া নিজভুজবলে বিক্রমপুর অধিকারপূর্ব্বক সেইখানে রাজধানী স্থাপন ও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ) রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেনবংশীয় নৃপতিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন।

উল্লিখিত কুলগ্রন্থসমূহে তাৎকালিক সেনবংশীয় কোন নরপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই। বিশেষত, শ্যামলবর্ম্মা কোন গ্রন্থে শূরবংশীয় ও কোন গ্রন্থে সেনবংশীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি শূরবংশীয় বা সেনবংশীয় ছিলেন। আমাদের মনে হয়, বহু কুলগ্রন্থেই তাহার পিতার নাম বিজয়সেন বলিয়া লিখিত থাকায়, পিতৃউপাধিদৃষ্টে তাহাকে সেনবংশীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রাচীন বৈদিক-কুল-পঞ্জীতেও তিনি সেনবংশীয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে যে, গৌড়ের সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন মাত্র বিজয়সেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বনামধন্য মহারাজ বল্লালসেনের পিতা। পাশ্চাত্যকুলগ্রন্থ মতে বিজয়সেনের পিতার নাম ত্রিবিক্রম। কিন্তু বিজয়সেনের শিলালিপি ও বল্লালরচিত দানসাগর গ্রন্থে বিজয়সেনের পিতার নাম হেমন্তসেন বলিয়া লিখিত আছে। এইরূপ পিতৃ-নামের পার্থক্য হইবার কারণ কি? রাণাঘাটের রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺সাতকড়ি ঘটকের সংগৃহীত প্রাচীন কুলগ্রন্থে প্রত্যেক সেনরাজের আবার দুই একটী নামান্তর থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হেমন্তসেনের নামান্তর শ্রীধর। বিজয়সেনের নামান্তর ধীমান্, ধীসেন ইত্যাদি। এবিষয়ে প্রমাণ যথা—

সংহারয়িত্বা স্বং বংশং ততঃ সোঽপি দিবং গতঃ।
তস্মিন্নরাজকে রাজ্যে হেমন্তঃ সেনসন্ততিঃ।
বিধৃত্য গৌড়রাজ-শ্রীনাম্না স শ্রীধরোঽভবৎ॥

শ্রীধরোঽপালয়দব্দং চতুস্ত্রিংশৎসমাঃ ক্ষমাং।
ত্রিপিষ্টপং গতঃ পশ্চাৎ শ্রীমান্ ধীমাংশ্চ তৎসুতঃ॥
ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোঽসৌ বিজিতারাতিসংহতিঃ।
বিজয়ো নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ॥
প্রাগ্‌জন্মার্জিত পুণ্যেন বিজয়ী বিজয়োঽভবৎ।
সোঽপি চত্বারিংশবর্ষং প্রকৃত্য সূনুমুত্তমং॥
ব্রহ্মসূনোঃ প্রসাদেন প্রাপ্য নাকং সমাযযৌ।
গতে শাকে পঙ্কাম্বুধি-খকমিতে করণকুলে॥
শ্রিয়া বল্লালনামা ব্যজনি বিজয়াদ্ ব্রহ্মজন্মুষা।
স বৈ খ-বাণ-মিতাব্দে সমাসাদ্য রাজ্যং॥ ইত্যাদি

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী।

এরূপস্থলে হেমন্তসেনের আর একটী নাম ত্রিবিক্রম থাকা অসম্ভব নহে। শেষোক্ত কুলপঞ্জীমতে আদিশূর-বংশীয় শেষ নৃপতি স্ববংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গগত হইলে, সেই সময় অরাজক রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেনবংশীয় হেমন্ত সেন গৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই হেমন্ত সেন, সম্ভবতঃ শূরবংশীয় রাজগণের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, কোন কোন কুলগ্রন্থে সেনরাজগণ শূররাজের দৌহিত্র বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হেমন্ত সেন (ত্রিবিক্রম) শূররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থকার ভ্রমক্রমে তাহাকে শূরবংশীয় বলিয়া বোধ হয় প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈদিক কুলপঞ্জী হইতেও স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মার পিতামহ ত্রিবিক্রম (হেমন্ত) স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরের নিকট রাজত্ব করিতেন। এবিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই স্বর্ণরেখাই বঙ্গ ও উৎকলকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণরেখা নদীর নিকট

"কাশীয়াড়ী" নামক একটী অতি প্রাচীন স্থান আছে। সেখানে বহু কীর্ত্তিমান্ ও সমৃদ্ধিশালী রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহা এইস্থানের দুর্গ ও বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই সহজে উপলব্ধি হয়। এই "কাশীয়াড়ী"ই সম্ভবতঃ কুলপঞ্জী বর্ণিত কাশীপুর। হেমন্তসেন শূরবংশের অধিকারভুক্ত দক্ষিণ রাঢ়দেশ অধিকার করিলেও সম্ভবতঃ এই কাশীপুর নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন। উত্তর রাঢ়দেশ বা উত্তরবঙ্গে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। বল্লাল রচিত দানসাগর গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেনবংশীয়গণের মধ্যে বিজয়সেনই সর্ব্বপ্রথমে বারেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল বারেন্দ্র বলিয়া কেন, দেওপাড়াস্থ বিজয়-সেনের শিলালিপিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিনি মিথিলা, কামরূপ ও কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রাচীন আখ্যায়িকায় তিনি "চোড়গঙ্গের" সখা বলিয়াও পরিচিত। "চোড়গঙ্গ" কলিঙ্গের পরাক্রান্ত রাজা। ৯৯৯ শকে (১০৭৭ খ্রীঃ) তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিজয়সেন যদি কলিঙ্গাধিপতির বন্ধুই হইবেন, তাহা হইলে, তৎকর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজয় কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আমাদের মনে হয়, এরূপস্থলে, "চোড়গঙ্গের" অভিষেক বা উৎকলবিজয়ের পূর্ব্বে বিজয়সেন কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, পরে "চোড়গঙ্গের" সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়। সেইজন্যই তাহার শিলাফলকে কলিঙ্গদেশ জয়ের কথা উৎকীর্ণ হইয়াছে। অতএব ৯৯৯ শকের পূর্ব্বে বিজয়সেনের অভ্যুদয় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে—

"যতো জগদ্রাজজয়ীশবর্য্য ঐশ্বর্য্য-শৌর্য্যার্জ্জব-বীর্য্যভাজী।
অপূর্ব্বভক্তি র্ভবদেবদেবেশ্বন্দে শশাঙ্ক-স্মর-রন্ধ্রমানে।
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দোষশূন্যো ধরণিপতিগণৈঃ পূজ্যমানঃ প্রধানঃ" ॥

ইত্যাদি প্রমাণে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে যে, আদিশূরের দৌহিত্রবংশে ৯৫১ শকে (১০২৯ খ্রীঃ) বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি নান্যদেবকে জয় করিয়াছিলেন। নান্যদেব খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় ও শেষভাগে নেপালে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ সময়ে বিজয়সেনের ও অভ্যুদয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কুলপঞ্জিকানুসারে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ) সেনরাজগণের করদরূপে অভিষিক্ত হন। পূর্ব্ববর্ণিত সাময়িক বিবরণ অনুসারে, ঐ সময়েই বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায়। এরূপস্থলে সহজেই মনে হয়, রাজা বিজয়সেন সমস্ত গৌড়মণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে অভিষিক্ত হইবার কালে, তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্যামলবর্ম্মাও পিতার সামন্তরূপে বিক্রমপুরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন: গৌড়াধিপ সেনরাজগণের অধীনে তাহাদের প্রিয় পুত্রগণ যে, গৌড়ের অন্তর্গত গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সামন্ত পদই পাশ্চাত্যকুলগ্রন্থে "করদ" রূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

গৌড়াধিপ বিজয়সেনের সহিত যে শ্যামলবর্ম্মার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা মনে করিবার আরও যথেষ্ট কারণ আছে। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেন রাজগণ সকলেই "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন, এবং উপাধিরও একটু বিশেষত্ব ছিল। যেমন, মহারাজ বিজয়সেনের উপাধি "বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর", তৎপুত্র বল্লালসেনের উপাধি "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর", তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের উপাধি "মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর" তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনের উপাধি "বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর"। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি গৃহীত

হইয়াছে, তাহাতে পিতা বিজয়সেনের ন্যায় শ্যামলবর্ম্মাও "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বাস্তবিক, বঙ্গের সেনরাজগণ-ভিন্ন ভারতের অপর কোন স্থানের কোন রাজার এরূপ "শঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, সেনবংশীয়গণেরই এইটী নিজস্ব রাজোপাধি। রাজা শ্যামলবর্ম্মা পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ উপাধি গ্রহণ করায়, প্রাচীন কুল-গ্রন্থসমূহে শ্যামলবর্ম্মা বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া অভিহিত হওয়ায় এবং ঐতিহাসিক আলোচনায় উভয়ে এক সময়ের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, শ্যামলবর্ম্মাও যে সেনবংশীয় একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় হইলে, পূর্ব্বপুরুষগণের "সেন" উপাধির পরিবর্ত্তে "বর্ম্মা" উপাধি গ্রহণ করিলেন কেন? এ সম্বন্ধে কোন কথাই কোন ঐতিহাসিক বা কুলগ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেন নাই। শুনা যায়, এই সেনরাজবংশের এক শাখা সুদূর হিমালয় প্রদেশে সুখেত ও মণ্ডীনামক রাজ্যে গিয়া রাজত্ব করিতেছেন। তাহাদের নিয়ম এই যে, যিনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন, তিনিই "সেন" উপাধি ধারণ করেন। সেই বংশের অন্য সকলেই "সিংহ ও বর্ম্মা" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ যে কোন কারণে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক "বর্ম্মা" উপাধি ধারণ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বরূপসেনের পর হইতে সেনবংশীয় আর কোন নৃপতিকে সেন উপাধিতে ভূষিত হইতে দেখা যায় না। বল্লালসেনের প্রপৌত্র দনৌজা মাধব ও তাহার বংশধরগণ পূর্ব্বতন "সেনদেব" বা "ধর্ম্মদেব" উপাধির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দেব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রাজা শ্যামলবর্ম্মার শ্বশুর কাশীপতি নীলকণ্ঠ ও একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। কুলগ্রন্থে তিনি হরিহর নৃপতির পুত্র বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন কোন তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে নীলকণ্ঠের নাম পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাহার পিতা হরিহর রাজ বা হরিরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিরাজ ১০২৫ সংবতের (৯৬৮ খ্রীঃ) কয়েক বর্ষ পরে মহোদয়ের (কান্যকুব্জের) অন্তর্গত "সীয়ডোনীর" অধিপতি হইয়াছিলেন। শিলাফলকে তিনি ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

বিক্রমপুরের বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

বেদ-গ্রহ-গ্রহ-মিতে স বভূব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা
শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥

রাজা শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশে আসিয়া অতি দর্পিত শূরবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ) বিক্রমপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি কাশীরাজ্যের অন্তর্গত সীয়ডোনীর রাজা হরিহরের পুত্র নীলকণ্ঠের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি কাশীরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা সুশীলাকে বিবাহ করেন। তাহার তাম্রশাসনের কিয়দংশে জানা যায়, তিনি সোমবংশান্বয়সম্ভূত বর্ম্মবংশজাত, এবং অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজ্যত্রয়াধিপতি, বর্ম্মবংশকুল-কমল-প্রকাশভাস্কর, সোমবংশপ্রদীপ, প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয় শরণাগতপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বঙ্গদেশে আগমন ও প্রভাব।

যাঁহারা বেদ জানেন বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে বৈদিক বলে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণমাত্রই, বেদবিৎ অর্থাৎ বৈদিক ছিলেন। কালক্রমে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ আদিশূর, যজ্ঞ করিবার জন্য দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায়, কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ নামে ৫ জন বেদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহারা সকলেই নানাবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ আদিশূর এই পাঁচ গোত্রের পাঁচটী ব্রাহ্মণকে বিশেষ সম্মান সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী প্রচুর অর্থ ও বাসস্থান দান করেন। তাঁহারা রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশে বিভক্ত হইয়া বাস করায়, পরে রাঢ়ি ও বারেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। কালক্রমে তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে পণপ্রথা, কন্যাবিক্রয়, কন্যাবিনিময়, যৌবন-কালাতিক্রমে কন্যাবিবাহ, পুরুষের কল্পনাতীত বহুবিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্র বিগর্হিত বহু কুনিয়ম অনুষ্ঠিত হয়। যে সকল গুণ থাকায়, ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতিক্রমে, এবং শাস্ত্র বিগর্হিত নানা প্রকার নিন্দিত কার্য্যের প্রবর্ত্তনে, পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণগণের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিরোহিত হয়। সুতরাং, গুণসম্পন্ন নূতন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। ইতিহাসের আলোচনায় বুঝা যায়, এই জন্যই ইহাদের পরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। ইহাদের পূর্ব্বেও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ যে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬৪১ খৃঃ যজ্ঞের জন্য সাগ্নিকও

সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায়, ত্রিপুরাধিপতি আদি ধর্ম্মদেব রাজার আহ্বানে মিথিলা হইতে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও কুমিল্লা, নোয়াখালি; শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন। তাহারা মৈথিলী মতানুযায়ী ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, এদেশে বৈদিক গণের আগমনের প্রতি আর ও কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—

১। গৌড়েশ্বর মহারাজ শ্যামল বর্ম্মার গৃহের উপরিভাগে অমঙ্গল সূচক শকুন নিপতিত হওয়ায় বা নিরন্তর অবস্থান করায়, দেশে নানাপ্রকার অমঙ্গল, অশান্তি ও উপদ্রব উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে দেশীয় নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রতীকার করিয়া, কোন ফলোদয় না হওয়ায়, তিনি পত্নীর প্রার্থনানুসারে,, তাহার ব্রতোদ্‌যাপনচ্ছলে, কাশীরাজ নীলকণ্ঠের নিকট হইতে সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী যশোধর মিশ্রনামক একজন সাগ্নিক, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং তাহার দ্বারা শকুনি যজ্ঞ করাইয়া তাহার অদ্ভুতশক্তির পরিচয় পান। পরে সন্তুষ্টচিত্তে প্রচুর অর্থ ও বাসস্থান দিয়া তাহাকে এদেশে স্থাপন করেন।

২। ১০১৯ খৃঃ সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকৃত হইলে, ধর্ম্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করায়, কেহ বা যবনের নিশিত কৃপাণে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, কেহ বা প্রাণের মমতায় স্বধর্ম্মত্যাগ করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছগণের অত্যাচারে ধর্ম্ম ও প্রাণভয়ে বোম্বে, দ্রাবিড়, উৎকল ও বঙ্গদেশে পলায়ন করিলেন।

ইহাদের মধ্যে গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র নামে একজন গৌতম বংশীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং কোটালী পাড়ে অবস্থিত হন। তাহার পরম রূপবতী একটী কন্যা জন্মে। বঙ্গদেশে তাহার বিবাহের

সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারায়, তিনি পুনরায় কান্যকুব্জে গিয়া যশোধর মিশ্রকে বিবাহের পাত্র স্থির করিয়া, পুনরায় কোটালী পাড়ায় আগমন করেন। যথা সময়ে যশোধর মিশ্রকে "ব্রহ্মাণী" নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে এদেশেই স্থাপন করেন। গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র রাজা হরিবর্ম্মার নিকট হইতে কিছু নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হন, অদ্যাপি তাহা "ব্রহ্মাণীর জাঙ্গাল" নামে প্রসিদ্ধ আছে। গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্রের আগমনের ৭সাত বৎসর পরে তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

৩। বৈদিক কুলের গৌরব-রবি মহামতি যশোধর মিশ্র এদেশে থাকিবার জন্য রাজা শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও "এদেশীয় ব্রাহ্মণ-গণের সহিত বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ সম্ভাবিত নহে, এবং ভিন্নদেশে ও ভিন্ন সমাজে একাকী বাস করা নিতান্ত অসুবিধা জনক" বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যাত করেন। পরে, রাজা তাহার সমাজের নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণকে আনিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকৃত হন।

ইহার পরে শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পাঁচ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন।

৪। শুনক যশোধর মিশ্রের পরমবন্ধু শৌনক যশোধর মিশ্র, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকারের অভিলাষে এদেশে আগমন করেন। বন্ধুর অনুরোধে তিনি এদেশে থাকিতে স্বীকৃত হইলেও, রাজাকে শূদ্র বিবেচনা করিয়া, তাহার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, শুনক যশোধর মিশ্র তাহাকে বাস করিবার জন্য "সামন্তসার" নামক গ্রাম দান করেন। বিবাহাদি ক্রিয়া-কলাপের অসুবিধা বশতঃ রাজার আদেশে তিনি দেশ হইতে অন্যান্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন। রাজা ঐ সকল ব্রাহ্মণকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া, তাহাদিগকে এদেশে স্থাপন করেন, ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র বিগর্হিতাচার সম্পন্ন ও নিরগ্নি হওয়ায়, যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য পুনরায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। তখন রাজ-কার্য্যোপলক্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। ম্লেচ্ছগণের অমানুষিক অত্যাচারেও ব্রাহ্মণগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই সকল নানা কারণে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, অধিকাংশ ব্রাহ্মণই উৎকল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, রাঢ়ীও বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের পরবর্ত্তী কালে, সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন হেতুক, তাহারা ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্য পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণোচিত সদাচার সম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণগণের অনেকেরই গুরু ও পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছেন। বৈদিকের মধ্যে মহর্ষিকল্প বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করায়, এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি সৎকার্য্য নিচয় ও প্রবল তপস্যার অনুষ্ঠান বশতঃ বৈদিকসমাজ জগতে বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজে এক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদিক সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নৈয়ায়িক চূড়ামণি ৺রঘুনাথ শিরোমণি, ৺জগদীশ তর্কালঙ্কার ও শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই সময়ে বৈদিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা হোম, নিত্যজপ, পুরশ্চরণ, সত্যবাদিতা ও সদাচার প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণে, শিখা, তিলকাদি ব্রাহ্মণচিহ্নে, বৈদুষ্য, কবিত্ব ও ধনসম্পত্তিতে বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল গুণবান্ ব্রাহ্মণেরা কখনও অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পক্কান্ন গ্রহণ করিতেন না। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কখনও গোঁপ রাখিতেন না।

তখন শিখাবিহীন অন্য ব্রাহ্মণগণের গোঁপ রাখাই শিখাস্থানীয় হইয়াছিল। বৈদিক গণের মধ্যে অনেক সাধক, ভক্ত, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। বিষয় কার্য্যেও তাহাদের বিশেষ প্রাবীণ্য লক্ষিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, শ্রীহট্টে সুবিদ্ নারায়ণ নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বারুয়া পাহাড়ে পাপীবার টীলায় তাহার সুদৃঢ় দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্য পর্য্যন্ত ও বৈদিক রাজত্বের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। রাজ-নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তথাকার সুদীর্ঘ-সাগর-দীর্ঘিকা আজিও বৈদিক রাজত্বের সাক্ষী দিতেছে। শ্রীহট্টে লাউড়ের বৈদিকরাজা দিব্যসিংহও একজন সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিমান্ নরপতি ছিলেন। যশোহরের স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক কার্য্যও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাও ঐতিহাসিক ঘটনা। বিক্রমপুরের ইতিহাসে দেখা যায়, বিক্রমপুরে ১৬০৮ খৃঃ কেদার রায় যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন বৈদিকগণই রাজ পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা, ধুল্লা, মানগাঁও এবং বেরগাঁও গ্রাম ব্রহ্মত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

যদি ও বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ অত্যন্ত নিঃস্ব এবং বিদ্যা, ব্রহ্মণ্যও সদাচারবিহীন হইয়া, অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, প্রবল কলির প্রভাব তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিয়াছে, বৈদেশিক শিক্ষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি তাহাদের অনেকেরই অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে, যদিও তাহারা জগদ্বরেণ্য পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব ও কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই, এবং বিলাস-বারিদমালা তাহাদের স্বচ্ছ হৃদয়াকাশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি প্রাচীন গৌরবস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এখনও তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এখনও ২।৪ জন ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, সদাচার পরায়ণ, স্বার্থ-ত্যাগী, অধ্যাপনা নিরত, নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অস্তিত্বলোপ হয় নাই। বর্ত্তমান সময়েও প্রাচীন শিক্ষার আদর্শে, বিদ্যাবত্তায় কয়েকজন নিঃসহায়

ও নিঃস্ব বৈদিক ব্রাহ্মণ অসাধারণ প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ রাজকীয় সম্মান লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৺রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, (কোটালীপাড়া), মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (ভট্টপল্লী), মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (পূর্ব্বস্থলী), মহামহোপাধ্যায় ৺তারিণী চরণ শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (বিক্রমপুর), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য (কাশী), মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, (উজিরপুর বরিশাল) ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বিক্রমপুরের ৺দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার (নবদ্বীপ পাকাটোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক), কোটালীপাড়ার ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ও নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক) প্রভৃতি মহামনীষিগণের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৈদেশিক নিয়মে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। তাহারা মনে করেন, ঐরূপ শিক্ষায় তাহাদের জাতীয়তা ও ধর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহারা চাহেন, স্ত্রীজাতিকে গৃহকর্ম্মের নৈপুণ্যে প্রকৃত গৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষা দিতে, দেব দ্বিজে ভক্তি রাখিতে, অচ্ছেদ্য দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ রাখিতে, পতির সুখদুঃখে সমান ভাগী হইতে, গুরুজনের সেবা ও আদেশ প্রতিপালন এবং স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিবার জন্য বাধ্য করিতে, সদাচার ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা দিতে। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, এইরূপ শিক্ষাদ্বারাই শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমাজের হিত সাধিত হয়। তাঁহারা মেম সাহেবের পোষাক, ছত্র, পাদুকা, চশমার সহযোগে প্রকাশ্য রাজপথে

স্বাধীনভাবে বিচরণ, নির্ভীকতা, নির্লজ্জতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নাস্তিকতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ শিক্ষায়, স্ত্রীস্বাধীনতার দেশে যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে, এবং এদেশেও বৈদেশিক শিক্ষার আদর্শে মাতৃস্থানীয় স্ত্রীজাতির কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে; আমরা "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের" মাসিক অধিবেশনে "ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দিয়াছি। ঐ প্রবন্ধটি ১৮৫১শকে (১৩৩৬ সালে) "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ" পত্রিকার ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে যদি প্রকৃতই শিক্ষিতা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষা গৃহিণীপণায়, গৃহকর্ম্ম-নৈপুণ্যে, সংযমনে, ব্রতোদ্‌যাপনে, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণে, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, দয়া, তিতিক্ষা, ও সরলতা প্রভৃতিতেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে, কখনও ভারতের শান্তি এবং মঙ্গল সম্ভাবিত নহে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বৈদেশিক শিক্ষা না পাইয়াও, পাশ্চাত্য-বৈদিক-সমাজে অনেক রমণীরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্তও কাল সাগরের অনিবার্য্য ঘোর আবর্ত্তনে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা আজ দুইটী রমণীরত্নের নাম করিব, যাহারা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অনাদরে প্রতিপালিত হইয়াও পাশ্চাত্য-বৈদিকসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাহারা স্কুল কলেজের নাম জানিতেন না, ছত্র, পাদুকা, চশমার ধার ধারিতেন না, থিয়েটারে অভিনয় করিতেন না, সেমিজ, ক্যামিজ, সাবান, পাউডারের সম্পর্ক রাখিতেন না! বিলাস ব্যসনের ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিতেন না, সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেন না, বক্তৃতার আমন্ত্রধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করিতেন না, আহার্য্য সৌন্দর্য্যকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতেন।

তাহাদের মধ্যে একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ বৈদিক-কুল-ভাস্কর মহামতি

যশোধর মিশ্রের বংশধর ৺শিবরাম সার্ব্বভৌমের কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনি বিদুষী প্রিয়ম্বদা নামে বৈদিক সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কবিত্ব ও বৈদুষ্যে আদর্শ শিক্ষার চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ইহার কোন লিখিত স্মৃতিচিহ্ন বিশেষ অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণবানন্দমিশ্রের বন্ধু যাদবানন্দমিশ্রের বংশধর অসাধারণ পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র এই বিদুষী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিদুষী প্রিয়ম্বদা বাল্যে পিতার নিকট ও পরে স্বামীর নিকট নানাবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার বিরচিত একটী কবিতা পাঠকগণকে উপহার দিব। প্রিয়ম্বদা দেবী এক দিন পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ দেবতা ৺ গোবিন্দ দেবের একটী বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা এই ;—

"কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদি-দৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চ্চিতং।
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলং
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈ স্ত্রিভঙ্গং ভজে" ॥

আর একজন পরম-বিদুষী খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম বৈজয়ন্তী দেবী। বস্তুতঃই ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক রমণীগণের বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্গদেশে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। কোটালীপাড়ার স্বনামখ্যাত ৺হরিহর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র ৺দুর্গাদাস তর্কবাগীশের পুত্র অসাধারণ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম এই অলোকসামান্যা রমণীর পাণি পীড়ন করেন। শুনা যায়, বৈজয়ন্তী দেবী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বহিরাকার, সৌন্দর্য্যলোলুপ যুবক রসিক পণ্ডিত কৃষ্ণনাথের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে না পারায়, কৃষ্ণনাথের অধ্যয়নকালে তিনি কিছুদিন স্বামি-বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, এই দম্পতি যুগল মিলিত হইয়া অর্দ্ধাংশভাগে "আনন্দলতিকা" নামক

চম্পূকাব্য ও "দেবীশতক" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দ লতিকায় লিখিত আছে—

"আনন্দলতিকা-গ্রন্থো যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ।"

১৫৭৪ শকে (১৬৫২ খৃঃ) এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। আশা করি, নিম্নলিখিত কয়েকটীমাত্র কবিতাই বৈজয়ন্তী দেবীর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

বিরহাবস্থায় বৈজয়ন্তী দেবীর স্বামীর নিকট প্রথম পত্র—

"জিত-ধূমসমূহায় জিত-ব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে" ॥ ১

অর্থাৎ ;—(মশারির অভাবে) দুর্জয় মশকগণ প্রচুর ধূম ও ব্যজন বায়ু দ্বারা নিবারিত না হইয়া সায়ংকাল হইতে আমাকে নিরন্তর দংশন করিতেছে। পক্ষান্তরে—আমি তোমার বিরহে নিদ্রাবিহীন হইয়াছি ; সমস্ত রাত্রি মশার তীব্র দংশনে আমার শরীর অত্যন্ত কাতর, এইরূপ ভাবে থাকিলে বোধ হয় আর বেশীদিন বাঁচিব না।

এই পত্র পাইয়া কৃষ্ণনাথ সাদরে প্রিয়তমাকে আশ্বস্ত করিলেন। স্বামীর সোহাগে বিগলিত হইয়া বৈজয়ন্তী দেবী তদুত্তরে কৃষ্ণনাথকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন—

"পুন্নাগ-চম্পক-লবঙ্গ-সরোজ-মল্লি-
মাকন্দ-যূথি-রসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দ-কূটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতোঽতিমহত্ত্বমেতৎ" ॥ ২

অর্থাৎ ;—হে মধুব্রত! নাগেশ্বর, চম্পক, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, মাকন্দ, জুঁই প্রভৃতি নানা সরস সুগন্ধ ফুলের মধুপান সম্ভাবনা থাকিতেও যে তুমি এই ক্ষুদ্র কুন্দ ও কূটজ কুসুমের মধুপানে অভিলাষী হইয়াছ, ইহা যে সদ্বংশ-

সম্ভূত মহৎ ব্যক্তির অতি মহত্ত্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরে কৃষ্ণনাথ লিখিলেন—

"যামিনী-বিরহ-দূন-মানসস্ত্যক্ত-কুট্মলিত-ভূরি-ভূরুহঃ।
বিন্দু-বিন্দু-মকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে" ॥

অর্থাৎ ;—রাত্রিকালে পদ্মিনী বিরহ-কাতর মধুকর মুকুলিত লতাপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া, নিশাবসানে বিন্দু বিন্দু মকরন্দ পানে লোলুপ হইয়া পদ্মিনীর নিকটেই গমন করিয়া থাকে।

আনন্দলতিকার নায়িকা-বর্ণনা—

"অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ,স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ, শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে" ॥

অর্থাৎ ;—রমণীর কমনীয় রোমাবলীরূপ কালভুজঙ্গ নাভি হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া, সুবর্ণগিরি ভ্রমে স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবাদ বলিবার জন্যই যেন চক্ষু দুইটী কর্ণের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, 'আনন্দলতিকার' নায়িকা বর্ণনা করিতে কৃষ্ণনাথের রাত্রি প্রায় ভোর হইল। বৈজয়ন্তী দেবীও গ্রন্থরচনায় স্বামীর একাগ্রতা দেখিয়া, সুমধুর রসময় আলাপে যামিনী যাপনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, নাথ! আপনি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি করেন? আমি আপনার অপেক্ষায় এখন পর্য্যন্তও বিনিদ্রা রহিয়াছি। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, কেবল নায়িকা বর্ণন আরম্ভ হইয়াছে, ঐ টুকু শেষ হইলেই নিদ্রা যাইব। বৈজয়ন্তী দেবী বলিলেন, প্রাণনাথ! বড়ই আশ্চর্য্য যে, একটী সামান্য নায়িকা বর্ণন করিতে আপনার মত কবি এবং পণ্ডিত-ধুরন্ধরেরও এত সময় লাগে? আমি একটীমাত্র শ্লোকে নায়িকা বর্ণন করিতে পারি। কৃষ্ণনাথ বলিলেন, করত দেখি? বৈজয়ন্তীদেবী স্বামীর

আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে একটু চিন্তা করিয়াই উক্ত কবিতাটী লিখিলেন। কৃষ্ণনাথ বিস্মিত হইয়া পত্নীর নিকটে কবিত্বে হারিয়া গেলেন। পরে উভয়ে মিলিত হইয়া সুখ নিদ্রায় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

এখন কথা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথমে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া সকল কুলগ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছেন, সেই যশোধরমিশ্র কে? এবং কোন্ সময়েই বা তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের মত এই;

১। রাজা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় --

"বিদিতমস্তু ভবতাম্ বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভুক্তন্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা, দক্ষিণে ধীপুর, পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া, উত্তরে কুলকুষ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন-পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজল-স্থল-সখিল-নানা সাকল্যপুলাস-গুবাক-নারিকেলাদি-নানাবিধফলা মহা-ভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভুক্তং ঋগ্বেদীয়-ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বলায়নশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শুনকগোত্রায় শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুনপ্রপাতিত-যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ" ইত্যাদি।

ইহাতে বুঝা যায়, প্রাসাদোপরি শকুনি পতিত হওয়ায়, তাহার প্রতীকারার্থ শুনক যশোধর মিশ্র যে যজ্ঞ করেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ রাজা হরিবর্ম্মা তাহাকে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা, দক্ষিণে ধীপুর, পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া, উত্তরে কুলকুষ্ঠী, এই চতুঃসীমা বিশিষ্ট ভূমি দান করেন।

২। রাজা শ্যামলবর্ম্মা বিবাহের বহু যৌতুকও কন্যারত্নের সহিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী যশোধর মিশ্র নামে একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণও পুরোহিত রূপে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্যামলবর্ম্মার পরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। রাজা শ্যামলবর্ম্মার গৃহোপরি শকুনি নিপতিত হওয়ায়, বা নিরন্তর অবস্থান করায়, দেশে নানাপ্রকার অমঙ্গল ও উপদ্রব ঘটে। সুতরাং, তিনি পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, পত্নীসহ শ্বশুরালয়ে গমন করেন। কিছুদিন অবস্থানের পর, পত্নীর ব্রতোদ্যাপন ছলে তাহারই প্রার্থনায় কাশীশ্বরের নিকট হইতে একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া দেশে আসেন। তিনিই যশোধর মিশ্র। ইহার আগমন কাল ১০০১শক (১০৭৯ খ্রীঃ)। এ বিষয়ে প্রমাণ এই ;

"ততঃ কদাচিন্নৃপসৌধভাগে গৃধ্রপ্রপাতাদতিবিগ্নচিত্তঃ।
প্রকারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ শান্তিং সুবিপ্রৈঃ কিল গৌড়সংস্থৈঃ॥
তথৈবশান্ত্যা নহি শান্তিরাসী দুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বেথ মাশঙ্কিতহৃৎ প্রিয়াং সোহপ্যসহ্যকষ্টং সকলং বভাষে॥
সা প্রাহ পূর্ব্বং পিতৃতোময়া শ্রুতো নিরগ্নিবিপ্রার্চ্চিত এষ দেশঃ।
এভির্নবা শান্তিরভূৎপুরা কৃতা ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিক মানয় ত্বং॥
প্রমায় রাজ্ঞা বিহিতং হিতং বচঃ শান্ত্যর্থমন্তঃকরণপ্রবৃত্তিকঃ।
সারং পুরং স্বশ্বশুরস্য মত্বা ইয়ায় ভূপঃ প্রিয়য়া শ্রিয়া তৎ॥
কিয়দ্দিনং তত্র বসন্ দ্বিজার্থী পত্নীব্রত-স্বস্ত্যয়নচ্ছলেন।
পত্ন্যা চ কাশীশ্বরসন্নিধানে অযাচয়ৎ সাগ্নিকবিপ্রমেকং॥
কাশীশ্বরো বীক্ষ্য চ বৎসরান্তে সুতাং স্বদেশে গমনাভিলাষাং।
তস্যা ব্রতস্বস্ত্যয়নোৎসবায় বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়॥
আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং সুবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলং।
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যং অধীতবেদান্তমশেষকীর্ত্তিং॥
মনোরপত্যং মনুজপ্রধানং শ্রীকৌনজীয়ং পরমং সুশান্তং।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষয়ংস্তং যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবং॥

বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতীনাম সমাজসংস্থং।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গ-ত্রিবেদ-বিদ্যমধীত-নিঃশেষিত-পাণিনীয়ম্॥
তত্তুল্যবিদ্যান্বিতয়া বিনীতা যশোধরস্যাস্যসুতা বভূবুঃ।
ভূপালতুল্যা হরি-রুদ্র-গৌরী-শর্ম্মাভিধেয়াঃ স্বকুলপ্রদীপাঃ॥
শাকেন্দু-শূন্য-খ-বিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাং।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ" ॥ ইত্যাদি

৪। যবনের অত্যাচার ভয়ে গৌতম-বংশীয় গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ কোটালীপাড়া আগমন করেন। পরে, তাহার একটী কন্যা জন্মে। তিনি আট বৎসর পরে, বঙ্গদেশে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে না পারায় পাত্রের অন্বেষণের জন্য কান্যকুব্জে গমন করেন। সেখানে যশোধরমিশ্রকে পাত্র স্থির করিয়া, যথাসময়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। এই কন্যার নাম ব্রহ্মাণী। যশোধর মিশ্রের বয়স তখন ৩০ ত্রিশ বৎসর।

"ততঃ সুখেনাষ্ট-সমাসমাপ্তৌ বঙ্গে স্থিতৈঃ সাধুভির্ব্বন্ধুবর্গৈঃ।
অন্বিষ্য তৎ স্বসুতা-দানহেতো রলব্ধকামো বিররাম মিশ্রঃ"॥ ইত্যাদি
"যশোধরং নাম যশোহন্বিতং তং, ত্রিংশৎসমাস্তস্য বয়স্তদানীং"।
ইত্যাদি
রাঘবেন্দ্র

বিবাহের পরে স্ত্রীকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া তিনি স্বদেশে গমন করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি মাতা, পুত্র, পুরোহিত বন্ধুবর্গ, ধোপা, নাপিত প্রভৃতির সহিত গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লইয়া পুনরায় এদেশে আগমন করেন।

"অথাভ্যতীতে কিল পঞ্চমাব্দে দুর্গাতিথৌ কাব্যদিনে হস্টমে ভে।
পুরোধসা রঞ্জক-নাপিতাদ্যৈ র্মাত্রাচ মিত্রৈরপরৈঃ সুতাদ্যৈঃ॥"
রাঘবেন্দ্র

তাহার পরে আট বৎসর অতীত হইলে, অগ্রহায়ণ মাসে তাহার মাতৃকৃত্যে কান্যকুব্জ হইতে আহুত হইয়া যে সকল বন্ধুবান্ধব এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারাও এদেশেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রহিলেন।

"অথাষ্টবর্ষে কিল মার্গশীর্ষে যশোধরস্যাপি চ মাতৃকৃত্যে।
তৎকান্যকুব্জাদপি চান্য দেশাদ্ যেঽভ্যাগতা স্তেঽভ্যবসন্
পরস্মিন্" ॥

রাঘবেন্দ্র

৫। সামবেদী গৌতম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র এদেশে প্রথম আগমন করেন। তাহার সাত বৎসর পরে শুনক যশোধর মিশ্র এদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

"গঙ্গাগতির্বৈষ্ণবমিশ্র আদৌ স গৌতমো গোত্রতঃ সামবেদী।
কোটালীপাটেঽপ্যবসন্ মহাত্মা নান্যে দ্বিজাবৈ ন্যবসংস্তদানীং।
যশোধরশ্চাপি ততঃ পরস্মিন্ সমাগতঃ শুনকো গোত্রতোঽসৌ।
ঋগ্-বেদবিদ্ বেদবিদাং বরিষ্ঠঃ স সপ্তমাব্দে বিগতে সভৃত্যঃ" ॥

রাঘবেন্দ্র

৬। লক্ষ্মীকান্তের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—মনুর পুত্র তিনটী, যশোধর, শ্রীধর ও ভূধর। যশোধর মিশ্র শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের কন্যা বিবাহ করেন। রামভদ্রকৃত পাশ্চাত্য-বৈদিককুলদীপিকায় লিখিত আছে, বেদার্থ প্রকাশক মহীধরের তিন পুত্র, পৃথ্বীধর, যশোধর ও বংশীধর।

৬। সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে—শ্যামলবর্ম্মা শকুনি যজ্ঞ করিবার জন্য শ্বশুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, শৌনক যশোধর মিশ্রকে আনয়ন করেন। "যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবং" ইত্যাদি প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি ১০০১ শকে এদেশে আগমন করেন।

৭। শুনকগোত্র-সম্ভূত মহামতি যশোধরমিশ্র কান্যকুব্জ দেশ যবনাক্রান্ত দর্শন করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি নবদ্বীপে পূর্ব্ববন্ধু কার্ত্তিকের (গোবিন্দের) শরণাপন্ন হইলেন, এবং যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজের কন্যা রত্নগর্ভাকে বিবাহ করেন। তাহার বংশধর শ্রীপতি নামে এক ব্যক্তি নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ে আগমন করেন।

"শুনকগোত্র-সম্ভূতো যশোধরো মহামতিঃ।
যবনাক্রান্ত মালোক্য কম্বুজং ত্যক্তু মুদ্যতঃ॥
পরিভ্রম্য বহূন্ দেশান্ পূর্ব্ববন্ধুং পরিস্মরন্।
নবদ্বীপং সমাগত্য কার্ত্তিকশরণং গতঃ॥
কার্ত্তিকোঽপি ততোজ্ঞাত্বা নামধেয়াদি তত্ত্বতঃ।
নবদ্বীপান্তরে তং হি স্থাপয়ামাস ধর্ম্মবিৎ॥
অকৃতদ্বারকং জ্ঞাত্বা সামবেদবিদাম্বরঃ।
ভরদ্বাজোঽপি তস্মৈ হি কন্যাং দাতু মচেষ্টয়ৎ॥
ততো যশোধরায়াথ রত্নগর্ভাং নিজাত্মজাং।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো দদৌ কার্ত্তিকবাক্যতঃ॥
তস্যাসন্ বহবঃ পুত্রা হরিরামাদি সংজ্ঞকাঃ।
অন্যে তত্র সমাসীনা একোঽপ্যত্র প্রকথ্যতে॥
হরেস্তু বৎসরাজ্জোঽভূত্ততো দিনকরোঽজনি।
তস্মাদ্ জজ্ঞে পশুপতি রাচার্য্যখ্যাতিমাগতঃ॥
পশুপতি র্দ্বিতীয়স্তু মন্যত ইব সজ্জনৈঃ।
তৎপুত্রঃ শ্রীপতিঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ শ্রীপতিরিব॥

কোটালীপাটকে সোঽপি নবদ্বীপাৎ প্রজগ্মিবান্।
তৎপুত্রো রাঘবানন্দঃ পৌরুষানন্দবর্দ্ধনঃ ॥
ধীরোধার্ম্মিক আচার্য্যঃ সিংহোপাধিবিভূষিতঃ" ॥

ইত্যাদি

সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণব।

৮। শুনক যশোধর প্রথমে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। পরে, বন্ধুদর্শনোৎসুক হইয়া, শৌনক যশোধরও এদেশে আগমন করেন। তিনি শূদ্রজ্ঞানে রাজা শ্যামলবর্ম্মার প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, শুনক যশোধর, মিত্র শৌনক যশোধরকে সামন্তসার গ্রাম দান করেন। শৌনক যশোধর কুলবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরুদ্ধ হন, এবং সমাজদ্বার নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি রথীতরের কন্যা বিবাহ করেন।

"যশোধরস্য মিত্রন্তু পরো যশোধরাখ্যকঃ।
শৌনকশ্চ সমাখ্যাতো ধার্ম্মিকোবিনীতঃ সুধীঃ" ॥ ইত্যাদি
"বর্ম্মবংশাবতংসস্য শূদ্রবুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহং।
নাঙ্গীচকার ধর্ম্মাত্মা শৌনকঃ স যশোধরঃ ॥
শুনকোঽদ্ভুতমিত্রস্তু বন্ধুপ্রীত্যাঽব্রবীত্তদা।
বাসার্থং দীয়তে তুভ্যং ময়া সামন্তসারকঃ" ॥ ইত্যাদি
"ততো রথীতরঃ কশ্চিদাগতো গৌড়মণ্ডলে।
তস্যাসীদ্দুহিতা হ্যেকা রমেব সুমনোহরা ॥
উপযেমে তু তাং কন্যাং শৌনকঃ স যশোধরঃ।" ইত্যাদি

বৈদিক কুলমঞ্জরী।

৯। যশোধরের ভ্রাতা বংশীধর, তৎপুত্র জটাধর, তৎপুত্র গৌরীকান্ত, তৎপুত্র ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র বিশ্বনাথ, তৎপুত্র যশোধর সমাজদ্বার।

"বংশীধরস্যাত্মজেভ্যো দত্বা সামন্তসারকং।
দেবোত্তরং শ্রীপতিস্তু কোটালীপাড় মাগমৎ" ॥
"যশোধরো বিশ্বনাথাদ্ যাথার্থ্যেন যশোধরঃ।
সমাজে লব্ধকীর্ত্তিত্বাৎ সমাজদ্বারসংজ্ঞকঃ" ॥ ইত্যাদি

কুলপঞ্জিকা।

১০। ১০০১ শকে (১০৭৯ খ্রীঃ) শুনক যশোধর, ১০৬৭ শকে (১১৪৫ খৃঃ) শাণ্ডিল্য, ১১৬৪ শকে (১২৪২ খ্রীঃ) বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এদেশে আসিয়াছিলেন।

১১। বিবাহাদি-ক্রিয়াকলাপের অসুবিধা হওয়ায়, মনুর পুত্র যশোধরের অনুরোধে ১০০২ শকে (১০৮০ খ্রীঃ) শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই চারি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে ঈশপুত্র বেদগর্ভ শাণ্ডিল্য, তপনের পুত্র গোবিন্দ (কার্ত্তিক) বশিষ্ঠ, রবির পুত্র পদ্মনাভ সাবর্ণ ও কমলাসনের পুত্র জিতামিত্র (জিতামিশ্র) ভরদ্বাজ গোত্র, ইহারা সকলেই সামবেদী ছিলেন।

"যুগাম্বরা-কাশ-বিধৌ শকাব্দে
চৈত্রস্য শুক্লপ্রতিপদ্দিনাদৌ।
যশস্বিনঃ সাগ্নিক সামবেদিনঃ
চতুঃ সুগোত্রান্ চতুরান্ সমাগমৎ" ॥ ইত্যাদি

শ্যামল চরিত।

এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদের সুমীমাংসা করা অতীব দুরূহ। কুল-গ্রন্থ-প্রণেতৃগণ প্রায়ই নিজ নিজ সমাজের প্রাধান্য রক্ষার জন্য, অন্য সমাজকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপে সত্যের অপলাপে ও বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করায়,

সমাজতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। যাহা হউক, উল্লিখিত মতগুলির মধ্যে যশোধর সম্বন্ধে সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

১। একজন যশোধর মিশ্র, বিবাহ করিতে কোটালীপাড়ায় আগমন করেন, এবং গৌতমকন্যা ব্রহ্মাণীকে বিবাহ করেন।

২। একজন যশোধর, শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের কন্যা বিবাহ করেন।

৩। একজন নবদ্বীপে আসেন, এবং যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার বংশীয় শ্রীপতি কোটালীপাড়ে গমন করেন।

৪। যশোধর-বংশীয় শ্রীপতি, যশোধরের ভ্রাতা বংশীধরের পুত্রগণকে সামন্তসার-গ্রাম দান করিয়া কোটালীপাড়ে গমন করেন।

৫। একজন যশোধর, বন্ধুদর্শন বাসনায় এদেশে আগমন করেন। তিনি রথীতরের কন্যা বিবাহ করেন। ইনি শৌনক।

৬। একজন যশোধর শ্যামলবর্ম্ম রাজার শকুনিযজ্ঞে আগমন করেন, এবং সামন্তসার নামক গ্রাম পারিতোষিক রূপে প্রাপ্ত হন। তাহাদেরই এক শাখা কোটালীপাড়ে গমন করেন। মতান্তরে—রাজা শ্যামলবর্ম্মা বিবাহের যৌতুকের সহিত কাশীরাজের নিকট যশোধর মিশ্রকে পুরোহিত রূপে প্রাপ্ত হন।

৭। রাজা হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসনে শুনক যশোধরের উল্লেখ আছে।

৮। শ্যামলবর্ম্মার শকুনি যজ্ঞে আগত যশোধরকে "শৌনকগোত্র-সম্ভবং" বলা হইয়াছে।

৯। একজন যশোধর মনুর পুত্র। পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলদীপিকায় লিখিত আছে—বেদার্থ প্রকাশক মহীধরের তিন পুত্র। পৃথ্বীধর, যশোধর ও বংশীধর।

এখন আলোচ্যবিষয় এই যে, যশোধর কয়জন ? একজন ১০০১শকে ও আর একজন ১২০১শকে আসিয়াছিলেন, এই দুই জনের সময়ের নির্দ্দেশ

আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শুনক ও শৌনক যশোধর দুইজন। ঐরূপ ভিন্ন কালে আগমন ঠিক হইলে, তাহারা বন্ধুভাবাপন্ন ও নহেন, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, ইহাদের ব্যবধান কাল ১০০ একশত বৎসর। শুনক যশোধর যদি শৌনক যশোধরকে সামন্তসার গ্রাম দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুই জনই হয়। আর, শ্যামলবর্ম্মার শকুনি যজ্ঞে ও শৌনক যশোধরের উল্লেখ আছে। যশোধর মিশ্রের আগমনের পরে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় যে, প্রথমে শুনক ও শাণ্ডিল্য আসিয়াছিলেন, পরে বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ আগমন করেন। ইহাতে বুঝা যায়, শৌনক যশোধরই এদেশে প্রথম আগমন করেন, এবং তিনিই শকুনি যজ্ঞ করিয়া সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সে স্থান ভোগ করিতেছেন। শুনক যশোধরের, মিত্রকে নিজ বাসস্থান দান করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। শুনক ও শৌনকের আচার ব্যবহারগত পার্থক্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শৌনকেরা এখন পর্য্যন্ত ও ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট প্রতিগ্রহ করেন না, বা তাহাদের যাজন করেন না। শুনকের মধ্যেও কয়েক ঘর মাত্র ঐরূপ আচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে যে, যশোধর মিশ্রের বংশাবলীতে দেখা যায়, শ্রীপতি নামে তাহার বংশীয় একজন সামন্তসার হইতে কোটালীপাড়ে আগমন করেন। যদি শুনক ও শৌনক দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি হন, তাহা হইলে, ঐরূপ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহা হইলে, নবদ্বীপে সমাগত যশোধর মিশ্রের সন্তান শ্রীপতি কোটালীপাড়ে আসিয়াছিলেন, একথাও সঙ্গত হয়। কারণ, সামন্তসার ও নবদ্বীপ এই দুই স্থান হইতে একজন শ্রীপতির আগমন বার্ত্তা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। কোটালীপাড়ে যে যশোধর মিশ্র আসিয়াছিলেন, তিনি পৃথক্ ব্যক্তি হইলে, ইহাদের সহিত তাহাদের জাতি সম্পর্ক নাই, তাহাদের ধারা পৃথক্। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে যে সকল শুনক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ইহাদের মত সমাজে প্রতিষ্ঠিত নহেন। শুনকের দৌহিত্র শৌনককে এবং শৌনকের দৌহিত্র শুনককে বিবাহাদি করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি হইলে ঐরূপ শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য কখনই সম্ভবপর হইত না। বিভিন্ন গ্রন্থে যশোধরের আগমন কালের যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহাতে বহু যশোধরের কল্পনা করাও গৌরব। বিভিন্নকালে এক নামধেয় পৃথক্ ব্যক্তির আগমন স্বীকার করিলে, কুলগ্রন্থ-সমূহের বিরোধ পরিহার ও প্রামাণ্য রক্ষিত হয়।

যাহা হউক, আমরা বহু গ্রন্থের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আগমনের বহু শত বর্ষ পরে কুল-গ্রন্থ-সমূহ রচিত হওয়ায়, পরস্পর মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং, একজনের স্থানে অন্য নাম পরিবর্ত্তিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। যশোধর মিশ্রের বংশাবলী দৃষ্টে মনে হয়, শুনক ও শৌনকের আদি পুরুষ একজন যশোধরমিশ্রই বটে। তাহারা আখড়া সমাজে বিবদমান হইয়া, পরস্পর দ্বেষবশতঃ গোত্র ও প্রবর ভিন্ন করিয়া পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকায় ও শুনক এবং শৌনকের অভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সামন্তসারে বাসের অসুবিধা কিংবা জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, একপক্ষ সামন্তসারে থাকিলেন, এবং অপর পক্ষের শ্রীপতি কোটালীপাড়ে আসিয়া বাস করিলেন। পৃথক্ বংশে যে যশোধরের বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে এক যশোধরের বহু গোত্রে বহু বিবাহ সম্ভাবিত হইতে পারে। অথবা পৃথক্ পৃথক্ কালে আগত যশোধর নামক অন্য ব্যক্তির বিবাহ ও ভ্রমবশতঃ যশোধর মিশ্রের স্কন্ধেই ন্যস্ত হইতে পারে, ইহাতে কোন আশ্চর্য্যের কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের এদেশে আগমন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে লোকপরম্পরা প্রসিদ্ধি ও কুলগ্রন্থ সমূহের মতানুসারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌড়াধিপতি শ্যামলবর্ম্মার রাজত্ব সময়েই

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের এদেশে আগমন হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের আলোচনায় বুঝা যায় যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্বে মহারাজ হরিবর্ম্মার রাজত্বসময়ে ঋগ্বেদী বাৎস্য বেদার্থবাচক কৃষ্ণধর মিশ্র, সামবেদী গৌতম গঙ্গাগতি বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র ও সামবেদী কাশ্যপ পৃথ্বীধর মিশ্র এদেশে আসিয়াছিলেন।

অধিকাংশ কুলগ্রন্থেই দেখা যায়, পাশ্চাত্য-বৈদিকগণ কর্ণাবতী-সমাজ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং, কর্ণাবতীই তাহাদের জন্মভূমি। এই স্থান গঙ্গার তীরবর্ত্তী। বারাণসী হইতে আবিষ্কৃত চেদীপতি কর্ণদেবের ৭৯০ চেদীসংবতে (১০৪২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ-তাম্রশাসনে জানা যায় যে, তিনি কাশীরাজ্যে কর্ণাবতী নামে একটী নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশীও কান্যকুব্জ এক রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা পাশ্চাত্য-বৈদিকগণকে যে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কুলজ্ঞগণও সাক্ষী দিয়াছেন, এবং বৈদিকসমাজের সর্ব্বত্রই এ কথা অদ্য পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু, মূল তাম্রশাসন এখনও পাওয়া যায় নাই। সামন্তসার ও কোটালীপাড়ায় যে দুই খানি তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার ১খানি বিশ্বরূপ সেনের প্রদত্ত ও অপর খানি হরিবর্ম্মদেব প্রদত্ত। দুইখানিরই লিপি একরূপ। বলা বাহুল্য, সামন্তসারের তাম্রশাসনে শৌনক ও কোটালীপাড়ের তাম্রশাসনে শুনক যশোধর বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমাদের বিশ্বাস, শ্যামলবর্ম্ম-প্রদত্ত তাম্রশাসন যে ছিল, বা কোন জীর্ণ-পর্ণকুটীরে রক্ষিত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, শুনক যশোধর মিশ্রের সহিতই আর ৪জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং তাম্রশাসন দ্বারা তাহাদিগকেও ভূমি দান করা হইয়াছিল। যথা—

"পঞ্চভি র্ব্রাহ্মণৈঃ সাধ্যো যজ্ঞ ইত্যুপদেশতঃ।
অন্যান্ বৈ চতুরো বিপ্রানানয়ৎ স চ ভূপতিঃ॥ ২৫
শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভোবৈ গোবিন্দশ্চ বশিষ্ঠকঃ।
ভরদ্বাজো জিতামিশ্রঃ সাবর্ণঃ পদ্মনাভকঃ॥ ২৬
উষ্ণীষ-কোদণ্ড-শিলীমুখাদ্যৈঃ পাশ্চাত্যবেশৈর্হয়বাহনাস্তে।
শাখোপশাখাদি সমগ্রবেদাঃ কণ্ঠেষু তেষাং পরিতঃ স্ফুরন্তি॥২৭
দূর্ব্বা-তণ্ডুলমাদায় শুভাশীর্ব্বাদদায়কাঃ।
প্রস্ফুরদ্বেদমন্ত্রাস্তে রাজসদ্ম সমাযযুঃ॥ ২৮
আগতাংস্তান্ সমালোক্য রাজা সন্তোষপূর্ব্বকং।
অর্ঘ্যাদ্যৈস্তান্ সমভ্যর্চ্চ্য প্রাণমদ্দণ্ডবদ্‌ভুবি॥ ২৯
বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞং শাখোপশাখপারগং।
বব্রে যশোধরস্তত্র স রাজা যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ৩০
শাণ্ডিল্যাদীংস্তথৈবান্যান্ বব্রে বিস্মিতমানসঃ।
সদস্যাদিবিধৌ রাজা তদা তদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি॥ ৩১
যশোধরস্তু মন্ত্রেণ সমাহূতং পতত্রিণং।
জুহাব খণ্ডশশ্ছিন্নং সংস্কৃতেঽগ্নৌ যথাবিধি॥৩২
তমেবাদ্ভুতকর্ম্মাণং দৃষ্ট্বা প্রীতো মহামতিঃ।
রাজ্যমর্দ্ধঞ্চ রত্নানি দক্ষিণাত্বেন কল্পিতং॥৩৩
কৃতে প্রতিগ্রহে পাপং নাস্তীতি স দ্বিজাগ্রণীঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ সশস্যানাং গ্রামাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ॥৩৪
অন্যেভ্যশ্চ যথাযোগ্যং স্থানং ভোজ্যং চতুর্ব্বিধং।
দত্তবান্ শ্যামলস্তস্মিন্ লিখিত্বা তাম্রপাত্রকে॥৩৫

লক্ষ্মণবাচস্পতি-কৃত-পাশ্চাত্যকুলসংহিতায় লিখিত আছে—

"অশেষ-ষড়্দর্শন-দর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্য বিপ্রঃ॥
দ্বিজো ভরদ্বাজকুলাব্জ-সূর্য্যঃ শ্রীমান্ হি দামোদরমিশ্রনামা।
বশিষ্ঠজোঽভীষ্ট বিশিষ্টনিষ্ঠো নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্যঃ" ॥
ইত্যাদি।

বিস্তার ভয়ে সমুদায় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। ঐ গ্রন্থের বিবরণ এই ; ষড়্দর্শনাভিজ্ঞ, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রীরামমিশ্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় দামোদরমিশ্র, বশিষ্ঠগোত্রীয় নারায়ণ ঠাকুর, অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয় বিষ্ণুপ্রসাদ আচার্য্য, ইহারা যজুর্ব্বেদী ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন। পরাশর গোত্রীয় হরিরাম আচার্য্য সিংহ, এবং মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় রমেশ মিশ্র, এই উভয়ব্যক্তিই প্রধান ঋগ্বেদী ছিলেন। ইহারা নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করেন। তাহার পরেও কয়েক জন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বেশ্বর, এই দুইজন ঋগ্বেদী, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণাত্রেয় ও সঙ্কর্ষণ গোত্রীয় তিনজন যজুর্ব্বেদী ও আত্রেয়-গোত্রীয় শ্রীপতি মিশ্র সামবেদী ছিলেন। অনন্তর, গার্গ্য, ঘৃত-কৌশিক, কৌশিক ও পতিবেশ্য এইচারি গোত্রীয় চারিজন যজুর্ব্বেদী, এবং মিহিরাচার্য্য নামক গৌতম-গোত্রীয় একজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আসিয়া বাস করেন।

মহাদেবশাণ্ডিল্য-কৃত-সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে—

"ততো ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ সুকীর্ত্তিধৃক্ শক্তিধরাভিধানঃ।
কোটালীপাটে স বটুঃ স্বদেশাৎ তারাসিকগ্রাম মুবাস তৎস্থঃ।

লক্ষণবাচস্পতি-কৃত-পাশ্চাত্যকুলসংহিতায় লিখিত আছে—

"অশেষ-ষড়্দর্শন-দর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্য বিপ্রঃ॥
দ্বিজো ভরদ্বাজকুলাব্জ-সূর্য্যঃ শ্রীমান্ হি দামোদরমিশ্রনামা।
বশিষ্ঠজোঽভীষ্ট বিশিষ্টনিষ্ঠো নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্যঃ"॥
ইত্যাদি।

বিস্তার ভয়ে সমুদায় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। ঐ গ্রন্থের বিবরণ এই ; ষড়্দর্শনাভিজ্ঞ, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রীরামমিশ্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় দামোদরমিশ্র, বশিষ্ঠগোত্রীয় নারায়ণ ঠাকুর, অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয় বিষ্ণুপ্রসাদ আচার্য্য, ইহারা যজুর্ব্বেদী ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন। পরাশর গোত্রীয় হরিরাম আচার্য্য সিংহ, এবং মৌদ্গল্যগোত্রীয় রমেশ মিশ্র, এই উভয়ব্যক্তিই প্রধান ঋগ্বেদী ছিলেন। ইহারা নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করেন। তাহার পরেও কয়েক জন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বেশ্বর, এই দুইজন ঋগ্বেদী, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণাত্রেয় ও সঙ্কর্ষণ গোত্রীয় তিনজন যজুর্ব্বেদী ও আত্রেয়-গোত্রীয় শ্রীপতি মিশ্র সামবেদী ছিলেন। অনন্তর, গার্গ্য, ঘৃত-কৌশিক, কৌশিক ও পতিবেশ্য এইচারি গোত্রীয় চারিজন যজুর্ব্বেদী, এবং মিহিরাচার্য্য নামক গৌতম-গোত্রীয় একজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আসিয়া বাস করেন।

মহাদেবশাণ্ডিল্য-কৃত-সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে—

"ততো ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ সুকীর্ত্তিধৃক্ শক্তিধরাভিধানঃ।
কোটালীপাটে স বটুঃ স্বদেশাৎ তারাসিকগ্রাম মুবাস তৎস্থঃ।

তেতো নবদ্বীপনিবাসতোদ্বিজঃ পুরন্দরাচার্য্য-সমাখ্যকাশ্যপঃ।
কোটালীপাটে শুনকাবলম্বনাদাগত্য তস্থৌ বিনয়ী প্রিয়ম্বদঃ ॥"
ইত্যাদি

বিস্তার ভয়ে সমুদায় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। ঐ গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই ;—ভরদ্বাজগোত্রীয় সুকীর্ত্তিসম্পন্ন শক্তিধর নামক এক ব্রাহ্মণ কোটালীপাড়স্থ তারাসী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে, পুরন্দরাচার্য নামক একজন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে কৃষ্ণজীবন ঠাকুর চক্রবর্ত্তী ও কোটালী-পাড়ে আসিয়া বাস করেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ, নারায়ণ পুরে, পরাশর, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক গোত্রীয় তিনজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মপুর সমাজের নিকট শ্রীপাশাগ্রামে, পরাশর গোত্রীয় মৃত্যুঞ্জয় নামক একজন ব্রাহ্মণ শ্রীপাশা হইতে ধানুকায়, ঘৃতকৌশিকও কৌশিক-গোত্রীয় দুইজন ব্রাহ্মণ ধানুকা হইতে গঙ্গা নগরে, অগ্নিবেশ গোত্রীয় যজ্ঞেশ নামক একজন ব্রাহ্মণ সামন্তসারে, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় একজন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ কোটালী পাড়ে, আত্রেয়, মাণ্ডব্য ও সঙ্কর্ষণ এই তিন গোত্রের কতিপয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। যজুর্ব্বেদীয় একজন ব্রাহ্মণ আলাধি গ্রামে, রূপনারায়ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ আলাধি হইতে মেদিনী মণ্ডলে গিয়া বাস করেন।

আখড়ার চণ্ডীদাসের তিন পুত্র, সৃষ্টিধর, নারায়ণ ও গঙ্গেশ। গঙ্গেশ হাজির কন্যা বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও "জগন্নাথ কারফর্ম্মা" উপাধিলাভ করেন। যবনাপবাদগ্রস্ত সৃষ্টিধরের কন্যা কোটালী-পাড়ের হরিহর চক্রবর্ত্তী বিবাহ করেন। নারায়ণের পুত্র ধ্রুবানন্দ, যবনভয়ে ভোজেশ্বর গমন করেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের আগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"আসীদ্বশিষ্ঠগোত্রীয় স্তপনোনাম তাপসঃ।
কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠো বৈদিকাচার তৎপরঃ॥ ১৭৫
গোবিন্দো রত্নগর্ভশ্চ তস্য দ্বৌ তনয়ৌ মতৌ।
ধার্ম্মিকো রত্নগর্ভো'হি গৌড়দেশং সমাগতঃ॥ ১৭৬
আসীৎ সাবর্ণগোত্রীয়ো রবির্নাম দ্বিজোত্তমঃ।
কর্ণাবত্যাং মহামাত্যস্তস্য দ্বৌ তনয়ৌ মতৌ॥ ২০৫
আদ্যোবেদান্তবাগীশঃ পদ্মনাভো দ্বিতীয়কঃ।
আদ্যো যজ্ঞবিধৌ পূর্ব্বং গৌড়দেশং সমাগতঃ" ॥ ২০৬

রামদেবকৃত বৈদিক-কুলমঞ্জরী।

অর্থাৎ ;—কর্ণাবতী নগরীতে বৈদিকাচার সম্পন্ন, তাপস, তপন নামে বশিষ্ঠ-গোত্রীয় একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবিন্দ ও রত্নগর্ভ নামে তাহার ২টী পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক রত্নগর্ভ গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

কর্ণাবতীতে মহামাত্য সাবর্ণগোত্রীয় রবি নামে একজন দ্বিজোত্তম ছিলেন। তাহার বেদান্তবাগীশ ও পদ্মনাভ নামে ২টী পুত্র ছিল। বেদান্ত-বাগীশ যজ্ঞকার্য্যে প্রথমে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন।

এই চারি গোত্রের পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আগমনকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতিকৃত বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"দত্ত্বা ত্রয়োদশগ্রামান্ নানাবিধবসূনি চ।
পাশ্চাত্যান্ ভূপতির্গৌড়ে স্থাপয়ামাস বৈদিকান্॥
শাকে সাগর-রাগ-খাবনি-মিতে বিপ্রান্ কনূজস্থিতা-
নানীয় ক্ষিতিপাল-মৌলিমুকুটো গৌড়াধিপঃ শ্যামলঃ"।

অর্থাৎ ;—ক্ষিতিপাল গণের শিরোভূষণ গৌড়াধিপতি মহারাজ শ্যামল-বর্ম্মা নানাবিধ ধন ও ত্রয়োদশ খানি গ্রাম দান করিয়া ১০৬৭ শাকে (১১৪৫ খ্রীঃ) কনোজবাসী পাশ্চাত্য-বৈদিকগণকে গৌড়দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

'শাকে বেদ-রসেন্দু চন্দ্র-গণিতে সত্যং কনৌজস্থিতান্
বিপ্রান্ পঞ্চ সমাদরেণ ক্ষিতিপশ্চানীয় দেশেঽত্র বৈ" ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ ;—ক্ষিতিপতি রাজা শ্যামলবর্ম্মা ১১৬৪ শাকে (১২৪২ খ্রীঃ) কনৌজবাসী পাঁচজন ব্রাহ্মণকে সমাদর পূর্ব্বক এদেশে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক-কুলপঞ্জিকামতে ১০৬৭ শাকে (১১৪৫ খ্রীঃ), ঈশ্বর কৃত কুলপঞ্জীমতে ১১৬৪ শাকে (১২৪২খ্রীঃ), সামন্ত-চূড়ামণিমতে ১০০২শকে (১০৮০ খ্রীঃ) অন্য চারি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, ১১৬৪ শাকে শাণ্ডিল্য ও সাবর্ণ আসিয়া রাজ-প্রদত্ত গ্রাম ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১০৬৭ শাকে রাজা বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে সামবেদী বশিষ্ঠ গোবিন্দ উপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। কালের বৈষম্য দেখিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১০০১ শকে শুনক, ১০৬৭ শকে শাণ্ডিল্য, ১১৬৪ শকে বশিষ্ঠ সাবর্ণ ও ভরদ্বাজের আগমন হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, আমাদের মনে হয়, ইহাদের বংশাবলী দেখিলেই আগমন কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের বংশাবলীতে দেখা যায়, শুনক ৩০ পুরুষ, শাণ্ডিল্য ২৭ পুরুষ, বশিষ্ঠ ও সাবর্ণ ২৪ পুরুষ হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের আগমন কাল ৩ পুরুষ ব্যবধান বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে যে পাঁচজন প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাদের নাম এবং পিতৃনামেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী মতে—

শুনক—যশোধর। শাণ্ডিল্য—বেদগর্ভ। বশিষ্ঠ—গোবিন্দ। সাবর্ণ—পদ্মনাভ। ভরদ্বাজ—বিশ্বজিৎ।

পাশ্চাত্য-বৈদিককুলপঞ্জিকার মতে—

ভরদ্বাজ—বিশ্বজিতের স্থানে জিতমিশ্র লিখিত আছে। রামভদ্রের পাশ্চাত্য-বৈদিককুলদীপিকা ও মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে—

শুনক—যশোধরের স্থানে শৌনক যশোধর লিখিত আছে।

রামদেবের বৈদিক-কুলমঞ্জরীতে—

বশিষ্ঠ—গোবিন্দ স্থানে রত্নগর্ভ। সাবর্ণ—পদ্মনাভ স্থানে বেদান্তবাগীশ এবং ভরদ্বাজ বিশ্বজিৎ অথবা জিতমিশ্রের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্। মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে, ভরদ্বাজ—জিতামিত্র লিখিত আছে।

পিতৃনামের পার্থক্য—কাহারও মতে কুশের পুত্র বেদগর্ভ। কাহারও মতে ভার্গব মিশ্রের পুত্র বেদগর্ভ। কাহারও মতে তপনের পুত্র গোবিন্দ এদেশে আসেন নাই, তাহার ভ্রাতা রত্নগর্ভই আসিয়াছিলেন। কাহারও মতে রবির পুত্র পদ্মনাভ এদেশে আসেন নাই, তাহার ভ্রাতা বেদান্ত বাগীশ আসিয়াছিলেন। কাহারও মতে কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ। কাহারও মতে রমানাথমিশ্রের দুইপুত্র—জিতমিশ্র ও শ্রীমান্। কাহারও মতে জিতমিশ্র এদেশে আসেন, কাহারও মতে শ্রীমান্‌ই এদেশে আসেন। এ বিষয়ে প্রমাণ—

"আসীদ্ ভার্গবমিশ্রাখ্যঃ কর্ণাবত্যাং দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাচার্য্যস্তথা বেদগর্ভস্তস্য সুতাবুভৌ ॥ ১৮৫

শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভস্তু গৌড়দেশমুপাগমৎ।
পুত্রত্রয়েণ সহিতো যশোধর-সুভাষিতঃ ॥” ১৮৬
“আসীদ্রমানাথ নামা মিশ্রোপাধি বিভূষিতঃ।
সামবেদী ভরদ্বাজস্তপস্বী বিহিতক্রিয়ঃ।
তস্যাত্মজো জিতমিশ্রঃ শ্রীমান্ শ্রীমাংস্তথাপরঃ।
তেজস্বী জিতমিশ্রস্তু গৌড়দেশমুপাগমৎ ॥”

পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা।

“আসীদ্রমানাথনামা মিশ্রোপাধিবিভূষিতঃ।
কর্ণাবত্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯১
তস্য দ্বৌ তনয়ৌ শ্রীমান্-জিতমিশ্রৌ গুণান্বিতৌ।
শ্রীমানাখ্যঃ সমায়াতো গৌড়ে যজ্ঞবিধৌ পুরা ॥”

বৈদিক-কুলমঞ্জরী।

বৈদিককুল-রবি মহানুভব যশোধর মিশ্রের আগমনের পরে অন্যান্য যে সকল পাশ্চাত্য-বৈদিক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কুলগ্রন্থ সমূহে নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া যায়। রাঘবেন্দ্রকবিশেখর-কৃত “ভবভূমি বার্ত্তায়” লিখিত আছে—

“শ্রীরামমিশ্রস্তত আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্যপাভঃ।
যজুর্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ নাগো যশোধরাৎ সপ্তসমা-সমাপ্তৌ ॥
ততশ্চ শারঙ্গধরোঽতিতন্ত্রী সমাগতঃ শক্তিধরেণ সাকং।
ভরদ্বাজৌ গোত্রতস্তৌ সগর্ব্বৌ যজুর্ব্বিদৌ জ্ঞানবতাং বরিষ্ঠৌ ॥
ততশ্চ সুব্রাহ্মণমিশ্রনামা কৃষ্ণাত্রেয়ো গোত্রতশ্চাজগাম।
স কাণ্বশাখী যজুষাং সুধীরঃ কণ্ঠেঽস্য বিষ্ণোরঘুনাথচক্রম্” ॥ ইত্যাদি

ইহার পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন। ইনি কাশ্যপগোত্রীয়

যজুর্ব্বেদী এবং যজুর্ব্বেদবিৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কশ্যপের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন। যশোধর মিশ্রের আগমনের সাত বৎসর পরে ইনি আগমন করেন। তাহার পরে শক্তিধর নামক একজন ব্রাহ্মণ তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ শারঙ্গধরের সহিত আগমন করেন। ইহারা উভয়ে সহোদর, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। ইহাদের পরে সুব্রাহ্মণমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন। ইনি কাণ্বশাখাধ্যায়ী; কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ও যজুর্ব্বেদী ছিলেন। এবং ইহার কণ্ঠদেশে নারায়ণের "রঘুনাথচক্র" বিদ্যমান ছিল।

জটাধরকৃত-পাশ্চাত্য-কুলদীপিকায় লিখিত আছে—

"অতঃ পরং যে সমুপাগতা দ্বিজা স্তে বৈদিকত্বেন চ বিশ্রুতাস্তথা।
ততোঽপি বিশ্বং জনয়ন্তি বিস্ময়ং কৃত্বা ক্রিয়াং নিত্যমনিষ্টনাশিনীং॥
বেদা-স্বরা-দিত্যমিতে শকাব্দে, শ্রীরূপরামোঽপিচ কান্যকুব্জাৎ।
জয়ারিদেশে সুমনাহি কৃষ্ণাত্রেয়াখ্যগোত্রে গুণবান্ সমাসীৎ॥
শাকে স্মরা-কাশ-দিবাকরাব্দে শ্রীবৈষ্ণবানন্দ ইয়ায় নাম।
কোটালীপাড়ান্তরগে রতালে, স কান্যকুব্জাদিহ গৌতমাখ্যঃ॥
সমুদ্র-শূন্যাক্ষি-সুধাংশু-শাকে শ্রীরামনারায়ণনামধেয়ঃ।
স কাশ্যপঃ কৌনজতশ্চ চন্দ্র-দ্বীপাখ্যদেশে চ্যুতদোষ আসীৎ॥
নাগা-ন্তরীক্ষা-র্য্যম-মে শকাব্দে বটুঃ কৃপাটাখ্যমুনিঃ সুনামা।
বাৎস্যঃ সমাগাৎ পরমোঽপি চন্দ্র-দ্বীপে মনোরঞ্জক কৌনজীয়ঃ॥
শাকে গ্রহা-কাশ-রবি-প্রমাব্দে, মুকুন্দ আচার্য্য উপাধিমেতঃ।
স কৌনজাদ্বৎসকুল প্রশান্তঃ সুমধ্যভাগং ব্যগমদ্ যশস্বী॥
নভঃ-শশাঙ্ক-দ্বি-বিধৌ শকাব্দে রথীতরো মাধবমিশ্রনামা।
শ্রীকান্যকুব্জং পরিহায় বিদ্বান্ দ্বিজো নবদ্বীপসমাজ আসীৎ॥

জগজ্জনাজ্ঞান-বিনাশবিজ্ঞাঃ অবাপ্তবিদ্যা বিধিবদ্বিধিজ্ঞাঃ।
স্বস্থানহীনা অতিরাষ্ট্রবিপ্লবাৎ বভূবু রালম্ব্য তদা স বান্ধবান্'' ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—

১২০৪ শকাব্দে রূপরাম নামক একজন কৃষ্ণাত্রেয় জয়ারি দেশে আগমন করেন।

১২০৫ শকাব্দে বৈষ্ণবানন্দমিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ কোটালীপাড়া রতালে অবস্থান করেন।

১২০৭ শকাব্দে রূপনারায়ণ নামক একজন কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন।

১২০৮ শকাব্দে বাৎস্যগোত্রীয় রূপাট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, চন্দ্রদ্বীপে আগমন করেন।

১২০৯ শকাব্দে মুকুন্দাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ মধ্যভাগে এবং

১২১০ শকাব্দে রথীতর গোত্রীয় মাধবমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই বেদাধ্যায়ী ও বহুশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। ইহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্বীয় বন্ধু-বান্ধবগণের অনুসরণার্থ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণগণ ১৩৭২ শকাব্দ (১৪৫০ খ্রীঃ) হইতে ১৪২২ শকাব্দের (১৫০০ খ্রীঃ) মধ্যে আগমন করেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বাসস্থান নির্ণয়।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে চৌদ্দখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যথা—(১) আলাধি, (২) জয়ারী, (৩) গৌড়ালী, (৪) কুমারহট্ট, (৫) পানকুণ্ড, (৬) আখড়া, (৭) সাতৈর, (৮) ব্রহ্মপুর, (৯) মরীচি প্রসার, (১০) দধিবামন, (১১) চন্দ্রদ্বীপ, (১২) নবদ্বীপ, (১৩) কোটালীপাড়া, এবং (১৪) সামন্তসার। এই চৌদ্দটী স্থানই বৈদিক সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তথাচ—

"আলাধীতি জয়'ড়ীতি গৌড়ালীতি সুনিশ্চিতম্।
কুমারহট্টগ্রামস্তু পানকুণ্ডস্তথৈব চ॥
আখোড়া সাতোরাশ্চৈব ব্রহ্মপুরস্তথৈব চ।
মরীচস্য প্রসারস্তু দধিবামন এব চ॥
চন্দ্রদ্বীপোনবদ্বীপঃ কোটালীপাড় এব চ।
সামন্তসারস্ত্বেতে বৈ গ্রামাঃ সিদ্ধাশ্চতুর্দ্দশ॥
রাজাঽসৌ শ্যামলো বর্ম্মা পঞ্চ ব্রাহ্মণপুঙ্গবান।
পুরস্কৃত্য দদৌ স্থানং চতুর্দ্দশ সুশাসনম্" ॥

বৈদিক কুলপঞ্জী।

শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের চারিটী পুত্র থাকায়, রাজা তাহাকে আলাধি, পানকুণ্ড, আখোড়া ও মধ্যভাগ দান করেন। বশিষ্ঠগোত্র কার্ত্তিকের (গোবিন্দের) ২টী পুত্র ছিল বলিয়া তাহাকে জয়াড়ী ও গৌড়ালী দান করেন। সাবর্ণগোত্র পদ্মনাভের ৩টী পুত্র থাকায়, তাহাকে শান্তরু, ব্রহ্মপুর ও চন্দ্রদ্বীপ এই তিনটী স্থান প্রদত্ত হয়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় জিতামিত্রের

বাসের জন্য নবদ্বীপ, দধীচিও কোটালীপাড়া, এবং মরীচির প্রসার এই স্থান চতুষ্টয় এবং যশোধরকে সামন্তসার গ্রাম দান করা হয়। তথাচ—

"আলাধিসংজ্ঞং খলু পানকুণ্ডং তথাখড়ামেব চ মধ্যভাগং।
তদ্বেদগর্ভায় চতুঃসুতায় বিপ্রায় দেশান্ চতুরো দদৌ সঃ॥
নৃপোঽপি রাজন্যক-রাজি-রাজিতো দ্বিজাবলী-লালন-পালনোঽসৌ।
বশিষ্ঠগোত্রায় জয়ারিনামকং গৌড়ালিকং যুগ্ম-সুতাভিশালিনে।
স শান্তরুং ব্রহ্মপুরঞ্চ চন্দ্রদ্বীপাখ্যদেশং ত্রিসুতায় তস্মৈ।
গ্রামত্রয়ং বাস সুখোপযুক্তং সাবর্ণগোত্রায় নৃপোঽপ্যযচ্ছৎ॥
রাজা নবদ্বীপ-দধীচিসংজ্ঞং কোটালীপাটং মরীচিঞ্চ তস্মৈ।
দদৌ ভরদ্বাজকুলায় দেশান্ চতুষ্কসংখ্যান্ চতুরাত্মজায়॥
দেয়াস্ত্রয়োদশ ইমে বিহিতাঃ ক্রমাদ্যে
সামন্তসার পরিযোগ মবাপ্য তাবৎ।
শ্রেষ্ঠাভবন্ত্যপি চতুর্দ্দশতৎসমাজাঃ
পাশ্চাত্য-বৈদিককুলেষ্বিতি কীর্ত্তনীয়াঃ"॥

বৈদিক-কুলপঞ্জীতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—

"চন্দ্রদ্বীপঞ্চ কোটালীপাড়ঞ্চ স যশোধরঃ।
নিজার্থং কল্পয়ামাস তথা সামন্তসারকং॥
আখোড়া-মধ্যভাগৌ চ পানকুণ্ডং যশোধরঃ।
শাণ্ডিল্য-বেদগর্ভস্য ভোগার্থং সমকল্পয়ৎ॥
তথা জয়ারি-গৌড়ালী-মালাধিং দ্বিজসত্তমঃ।
বশিষ্ঠায় স গোবিন্দদেবায় সমকল্পয়ৎ॥
মরীচিং শান্তরুং ব্রহ্মপুরং বিপ্রকুলোত্তমঃ।
সাবর্ণ পদ্মনাভায় কল্পয়ামাস ধর্ম্মবিৎ॥

নবদ্বীপঞ্চ দধীচিং জিতামিশ্রায় স দ্বিজঃ।
কল্পয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সদা সত্যপরায়ণঃ" ॥

যশোধরঃ সামন্তসারে, আখড়ায়াং বেদগর্ভঃ, গোবিন্দো গৌড়ালৌ, পদ্মনাভঃ শাস্তরৌ, জিতামিশ্রো নবদ্বীপে।

চতুর্দ্দশ-সমাজ স্থাননির্ণয়।

চন্দ্রদ্বীপ ও কোটালীপাড়া—পূর্ব্ববঙ্গে। নারিকেল ও গুবাকাদি বৃক্ষ পরিবেষ্টিত সুরম্য স্থান।

নবদ্বীপ—গঙ্গাতীরে। এইস্থান চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম স্থান।

সামন্তসার—ব্রহ্মপুত্রের নিকট। নবদ্বীপ হইতে বহু পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এইস্থান খর্জ্জুর ও পনসাদি তরু এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত।

আলাধি—আত্রেয়ী ও প্রাচী নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে বহু বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বাস।

জয়ারি—অতি সমৃদ্ধ স্থান, ইহা দেবপুরী তুল্য। এখানে পুরস্ত্রী, দেবস্ত্রী, হরিহর, এবং বিরিঞ্চি প্রভৃতির বহুতর মন্দির আছে।

গৌড়ালি—অতি সুরম্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্থান। এখানে অনেক গুণবান্ ব্রাহ্মণের বাস।

কুমারহট্ট—গঙ্গাতীরে, এখানে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস। গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে এই নির্দ্দোষ স্থান সদাই পবিত্র।

আখড়া—পূর্ব্বদেশীয় বৈদিক সমাজের নিকট।

পাণিকুণ্ড—ভাগ্যদহ হ্রদের নিকট।

ব্রহ্মপুর—আখড়ার অন্তে। এই স্থানে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দের সমাজ

তথাচ—

"চন্দ্রদ্বীপ ইতি খ্যাতঃ কোটালীপাড় সংজ্ঞকঃ।
নারিকেলগুবাকাদ্যৈর্বেষ্টিতঃ পূর্ব্বদেশকঃ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপো যত্র চৈতন্যসম্ভবঃ।
সামন্তসারস্তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রসমীপতঃ॥
সরিদ্বেষ্টিত ভূখণ্ডা খর্জ্জুর-পনসাবৃতা।
আলাধীতি পুরা খ্যাতা ভূদেবগণ-সেবিতা॥
যত্র প্রাচী বহতি বিমলৈ রাত্রেয়ী পুণ্যতোয়ৈ-
শ্ছন্দোগানাং পরমকৃতিনাং যত্র বাসোবিশেষঃ॥
জয়ারিগ্রামে সুরপুরসমানে সম্প্রতি পুনঃ।
পুরস্ত্রী-দেবস্ত্রী-হরিহর-বিরিঞ্চি-স্থিতিরিতি॥
গৌড়ালী গুণসম্পন্না গুণবদ্ব্রাহ্মণস্থিতিঃ।
গুণাতিরিক্তজয়িনী গুণাকর-মনোহরা॥
গ্রামঃ কুমারহট্টোঽসৌ গঙ্গা-সলিলনির্ম্মলঃ।
বেদজ্ঞানাং স্থিতির্যত্র বসতাং দোষবর্জিতা॥
আখোড়া-গ্রামসামীপ্যে পূর্ব্বদেশসমাজকং।
পাণিকুণ্ডং বিজানীয়াৎ যত্র ভাগ্যদহোহ্রদঃ।
আখোড়ান্তে ব্রহ্মপুরশ্চৈব শাণ্ডিল্যস্য সমাজকাঃ"॥

কুলপঞ্জিকা।

চতুর্দ্দশ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

কোটালীপাড়া—বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ঘর্ঘরা নদীতটে কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত। উনশীয়া, হরিণা-হাটী, পশ্চিমপাড়া, ডহরপাড়া, মদনপাড়া, রতাল, ফেরধরা, তারাশী, মাঝবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বহু গণ্য মান্য বৈদিকের বাস।

চন্দ্রদ্বীপ—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। উজিরপুর, শিকারপুর, দেহেরগতি, রামচন্দ্রপুর, বাটাজোড়, হরিসোণা, চাঁদসী, গৈলা, ফুল্লশ্রী, শিহিপাশা প্রভৃতি স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন।

সামন্তসার—ফরিদপুর জেলায় মেঘনা নদীর তীরে গোঁসাইর হাট থানার অন্তর্গত। বেজনীসার, কাশীখণ্ড, টেংরা, ধীপুর, মূলগাঁও, শিঙ্গার ডাহা, কাকৈসার, ধানকাঠী, প্রিয়কাঠী, মহীসার, লোনসিংহ, নড়িয়া, পান্নকা, আমতলী, তুলাসার প্রভৃতি স্থানে বহু মান্য গণ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন।

চোঁয়া ও কুলকুষ্ঠী—এখানে শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করেন।

নবদ্বীপ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী তটে সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থান মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বলিয়া মহাতীর্থরূপে পরিগণিত। পাণ্ডিত্যের জন্য এইস্থান "বিদ্যাপীঠ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আলাধি—রাজসাহী জেলার জালালপুরের নিকট অবস্থিত ছিল, সম্প্রতি প্রাচী ও আত্রেয়ী নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

জয়ারি—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। নাটোর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

কুমারহট্ট—কাহারও মতে এইস্থান মধ্যভাগ। কেহ বলেন, ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাটগাঁও এবং মাদারীয়া গ্রাম।

পানকুণ্ড—ঢাকা জিলায়। মাণিকগঞ্জ মহকুমায়।

বৈদিকগণের প্রকার ভেদ।

বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ আছে—দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। এই দুই প্রকার বৈদিক সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণের মত এই ;—

বৈদিক কুলমঞ্জরী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"আদৌ তু পশ্চিমে দেশে সদা সৎকর্ম্মতৎপরাঃ।
আসন্ বিপ্রবরা যে বৈ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগাঃ ॥৯৫
তে পাশ্চাত্যা ইতি খ্যাতাঃ পশ্চাদ্ গৌড়সমাশ্রয়াঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈদিকেভ্যস্তু শ্রেষ্ঠাস্তেজস্বিনঃ সদা" ॥৯৬

অর্থাৎ—যে সকল বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ও সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ প্রথমে পশ্চিমদেশে বাস করিয়া পরে গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা পাশ্চাত্য বলিয়া খ্যাত। এই সকল ব্রাহ্মণ অতিশয় তেজস্বী ও সকল বৈদিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"কর্ণাবত্যাং পুরা বাসো যেষামাসীদ্দ্বিজন্মনাং।
পশ্চাদ্বঙ্গে সমায়াতাঃ পাশ্চাত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ" ॥

অর্থাৎ ;—যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে কর্ণাবতীতে বাস করিয়া পরে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহারাই পাশ্চাত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"উৎকলী তাম্রপর্ণীচ যোনিপীঠী চ মাগধী।
চন্দ্রনাথী তথা সুহ্মী দাক্ষিণ্যা বৈদিকাঃ স্মৃতাঃ" ॥

অর্থাৎ ;—উৎকল, তাম্রপর্ণ, কামরূপ, মগধ, চন্দ্রনাথ ও সুহ্ম দেশে যাহারা বাস করেন, তাহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া খ্যাত।

বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—বসুরাজ নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজগৃহবনে একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ঐ যজ্ঞোপলক্ষে বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারীত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই চৌদ্দ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া প্রচুর ভূমি দান করেন। পরে তাহাদের বংশধরগণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন, এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ হন।

বস্তুতঃ, বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর ভাগ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছেন, তাহারা পাশ্চাত্য, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণভাগ হইতে যাহারা আগমন করিয়াছেন, তাহারা দাক্ষিণাত্য। এ বিষয় পূর্ব্বেই বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার বৈদিকই বঙ্গদেশের বহুস্থানে বাস করিতেছেন।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিকের সহিত কোনরূপ সংস্রব করেন না। কন্যাদি আদান প্রদানেরও নিয়ম নাই। ঐরূপ কাজ করিলে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সমাজচ্যুত বা নিতান্ত নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। কিন্তু—আমরা প্রাচীন কুলগ্রন্থ সমূহে দেখিতে পাই যে, বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য-বৈদিক সমাজেও ক্বচিৎ কদাচিৎ দাক্ষিণাত্যের সংস্রব ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, বহু গ্রন্থের আলোচনায় জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক হইয়া পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বঙ্গদেশে বাস করিয়াও পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে আচার-ব্যবহারগত এবং গুণগত বিশেষ তারতম্য এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা না থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে দুইটী বিভাগ আছে—পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র। শুনক বা শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, সামবেদী ভরদ্বাজ, ইহারা পঞ্চগোত্র। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল গোত্রই ষষ্ঠগোত্র বলিয়া পরিচিত। ষষ্ঠগোত্র সম্বন্ধে বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"পশ্চাৎ কর্ণাবতীস্থানাদাগতা বহবোদ্বিজাঃ।
ষষ্ঠগোত্রা ইতি খ্যাতা বেদ-বেদাঙ্গ-পারগাঃ ॥৫২

খবিন্দু-পক্ষেন্দু শকাৎ পরং যে, সমাগতা বিপ্রবরাঃ সুবঙ্গে।
তে ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রথিতা স্ত্রিধৈব লোকে যথাচোত্তম-মধ্যমাঽধমাঃ॥৫৩

ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় স্তথৈব চ।
রথীতরঃ কাশ্যপশ্চ বাৎস্যো গৌতম এব চ ॥৫৪

আদাবেতে সমায়াতাঃ ষষ্ঠগোত্রা স্ততোঽপরে।
পরাশরোঽগ্নিবেশ্মশ্চ কৌশিকো ঘৃতকৌশিকঃ ॥৫৫
মৌদ্গল্যঃ সঙ্কর্ষণশ্চ তত্রাত্রেয়ঃ সমাগতাঃ"। ইত্যাদি

ইহার তাৎপর্য্য এইযে, যশোধর মিশ্রের আগমনের পরে যে সকল বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ণাবতী সমাজ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাই ষষ্ঠ গোত্র বলিয়া খ্যাত। যে সকল ব্রাহ্মণবর্য্য ১২০০ শকাব্দের পরে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা ষষ্ঠগোত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা উত্তম, মধ্যমও অধম ভেদে তিন প্রকার। ভরদ্বাজ (যজুর্ব্বেদী), বশিষ্ঠ (যজুর্ব্বেদী), কৃষ্ণাত্রেয়, রথীতর, কাশ্যপ, বাৎস্য, গৌতম, এই সকল গোত্র প্রথমে আগমন করেন। পরে, পরাশর, অগ্নিবেশ্ম, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, সঙ্কর্ষণ, আত্রেয় প্রভৃতি অন্যান্য ষষ্ঠ-গোত্রেরা আগমন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে—

"কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ শৌনক স্তথা।
কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যশ্চ ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ ॥
পরাশরোঽগ্নিবেশ্যশ্চ সঙ্কর্ষণ-রথীতরৌ।
আত্রেয়ঃ কৌশিকশ্চৈতে ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" ॥

অর্থ সুগম বলিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

বৈদিক-কুলদীপিকায় লিখিত আছে—

"আসন্ যশোধরাদীনাং বান্ধবা যে মহাত্মনাং।
কর্ণাবতীষু বিপ্রাস্তে বৈদিকাচারতৎপরাঃ ॥
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয় স্তথৈব চ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বাৎস্যশ্চৈব রথীতরঃ ॥
পরাশরোঽগ্নিবেশ্যশ্চ ঘৃতকৌশিক-কৌশিকৌ।
ষষ্ঠগোত্রাস্তু বিজ্ঞেয়া ইত্যেকাদশসংখ্যকাঃ ॥
এতে যশোধরাদীনাং সৌহার্দ্দেন বশীকৃতাঃ।
অথ কর্ণাবতীং ত্যক্ত্বা গৌড়দেশং সমাযযুঃ" ॥

অর্থাৎ;—কর্ণাবতী সমাজে মহাত্মা যশোধর প্রভৃতির বৈদিকাচার সম্পন্ন যে সকল বন্ধু বান্ধব ছিলেন, তাহারাও যশোধর প্রভৃতির সৌহার্দ্দে বশীভূত হইয়া, কর্ণাবতী সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাহারা এগার জন। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, রথীতর, পরাশর, অগ্নিবেশ্য, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক। ইহারা ষষ্ঠগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

ঋক্, সাম ও যজুঃ ভেদে শুনক ও কাশ্যপ তিন প্রকার। বেদ ও প্রবর ভেদে কৃষ্ণাত্রেয় তিন প্রকার। যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ, পঞ্চপ্রবর ও ত্রিপ্রবর ভেদে

দ্বিবিধ। বৎস, পঞ্চ প্রবর ও ত্রিপ্রবর ভেদে দ্বিবিধ। বেদ ভেদে বাৎস্য দ্বিবিধ, ঋগ্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদী। যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ, গৌতম, পাণিনি, ঘৃত-কৌশিক, আত্রেয়, আতথ্য, কুশিক, কৌশিক, অগ্নিবেশ্ম, উতথ্য, গার্গ্য, রথীতর, সঙ্কর্ষণ, কৌণ্ডিন্য, মৌঞ্জঋষি, পরাশর, পৌতিমাস্য, ঔত্তমাস্য, ভৃগু, জাতুকর্ণ, মৈত্রায়ণ, ভার্গব, বিশ্বামিত্র, উপমন্যু, ও বৈশম্পায়ন। এই সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আসিয়া বাস করেন। ইহারা ষষ্ঠগোত্র বলিয়া পরিচিত। বিস্তার ভয়ে প্রমাণ সকল লিখিত হইল না।

পূর্ব্বকালে বৈদিকসমাজে পঞ্চগোত্রের বিশেষ সম্মান ছিল। ইহার মধ্যে কয়েকটী কারণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১। শুনক (শৌনক), শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই কয়েকটী গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগোত্র নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে শুনক (শৌনক) ঋগ্বেদী, অপর কয়েকটী গোত্র সামবেদী। ইহারাই প্রথমে এ দেশে আগমন করেন, এবং বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্যে বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; যদিও ইহাদের পূর্ব্বে অন্যান্য গোত্রীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা সেরূপ প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

২। ইহারা রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, দেশের মধ্যে সকলের নিকটই বিশেষ সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন।

৩। এই পাঁচ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

৪। ইহারা পূর্ব্বে আসিয়া এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং, পশ্চাদাগত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিলেন। কাজেই তাহাদের আব্‌দার বা সম্মান রক্ষায় বাধ্য হইলেন। ইহারাই "ষষ্ঠগোত্র" বলিয়া পরিচিত।

বস্তুতঃ, যে সকল গুণ বা বস্তু থাকিলে মানুষ, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও

সম্মান ভাজন হইয়া থাকে, পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাহার কোনটীরই অভাব ছিলনা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্ যদুত্তরম্" ॥

অর্থাৎ ;—বিত্ত, বন্ধু, বয়স, সৎকার্য্য ও বিদ্যা এই কয়েকটী সম্মানের স্থান। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর গুলি শ্রেষ্ঠ।

অতএব এই সকল বিষয়ই তাহাদের বিশেষ উৎকর্ষের জনক হওয়ায়, তাহারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এখানে সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শৌনক যশোধর মিশ্র এদেশে প্রথম আসিলে, শুনককে পঞ্চগোত্রের তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়। আর, যদি শুনক যশোধর মিশ্র পৃথক্ ব্যক্তি হন ও তিনিই প্রথম এদেশে আসেন এবং রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শৌনককে পঞ্চ গোত্রের বহির্ভূত বলিতে হয়। কেননা, পঞ্চগোত্র শব্দে পাঁচটী গোত্রই বুঝায়, ইহা ছয়টী গোত্রের বাচক বলিয়া শ্রুতি প্রসিদ্ধ বা পঞ্চাম্র প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সংজ্ঞা শব্দ নহে।

বস্তুতঃ, বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, আখড়ায় যখন হাজি-ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন নবাব দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া, গঙ্গেশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা স্মৃষ্টিধর তাহার সংস্রব ত্যাগ করিলেও, সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই সময়ে কোটালী-পাড়া নিবাসী শুনক গোত্র মহানুভব হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, স্মৃষ্টিধরের কন্যাদ্বয় গঙ্গা ও কাশীকে বিবাহ করায়, শৌনক, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ-গোত্রগণ বিবদমান হইয়া শুনককে পঞ্চগোত্রের বহির্ভূত বলিয়া প্রচার করেন, এবং শুনকেরাও দল-বল সহ শৌনককে পঞ্চগোত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।

আমরা বৈদিক কুলমঞ্জরী গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, শুনক যশোধর মিশ্র

প্রথমে এ দেশে আসিলে, তাঁহার পরম মিত্র, স্ত্রীপুত্রাদি-বিয়োগ-ব্যাকুল মহামতি শৌনক যশোধর মিশ্র বন্ধুদর্শনাকাঙ্ক্ষায় এ দেশে আগমন করতঃ বন্ধুর নিকটে থাকিয়া দুঃখ নিবৃত্তি করিবার অভিলাষ করিলেন। শূদ্র-বিবেচনায় রাজ প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, শুনক যশোধর তাহার মিত্রকে সামন্তসার গ্রাম দান করিয়া কোটালীপাড়ায় আগমন করেন, এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, এই শৌনক যশোধর মিশ্র, আমার পরম মিত্র, অতিশয় ধার্ম্মিক ও সৎকার্য্য নিরত, ইনি আমাদের বৈদিকের কুলবৃত্তান্ত লিখিবেন। আপনারা ইহাকে আমার গোত্রের ন্যায় সম্মান করিবেন। তখন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, "আমরা ইহাঁকে আপনার ন্যায় পঞ্চগোত্র বলিয়া সম্মান করিব" ইত্যাদি। এই লেখার দ্বারা শৌনকের পঞ্চগোত্রত্ব যে কল্পিত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

আর একটী রহস্য এই যে, আখড়ায় শাণ্ডিল্যদিগের যবনাপবাদ নিরা-সের জন্য সমুদায় বৈদিকসমাজ মিলিত হইয়া যে মহতী সভা হইয়াছিল, তাহাতে হরিহর চক্রবর্ত্তীর নিকট কন্যাদান অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শৌনক সমাজদ্বারগণ এবং বশিষ্ঠ ও অন্যান্য অনেকেই সেই সভাস্থল ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন তাহারা যবনাপবাদগ্রস্ত শাণ্ডিল্যগণকে শুদ্ধ করিবার জন্য হরিহর চক্রবর্ত্তীর মত একজন বুদ্ধিমান্ ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে সহায় পাইলেন। কেননা, তিনি এখন শাণ্ডিল্যের (স্বষ্টিধরের) জামাতা হইয়াছেন। সেই সময়ে হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও পঞ্চ-গোত্রের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তখন সকলে সমস্বরে বলিলেন—

"শুনকাঃ পঞ্চগোত্রত্বেনাদ্যারভ্যৈব কল্পিতাঃ।
ইতি জ্ঞেয়া প্রতিজ্ঞা নঃ পূর্ব্বগৌড়স্থ-বৈদিকৈঃ" ॥

বৈদিক কুলার্ণব।

অর্থাৎ ;—আমরা পূর্ব্বগৌড় দেশবাসী বৈদিকগণ অঙ্গীকার করিতেছি

যে, আজ হইতে শুনকগণ পঞ্চগোত্র বলিয়া কল্পিত হইলেন। এই কথায় স্পষ্টই বুঝা যায়, নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহায় পাইবার আশায়, কয়েকজন বৈদিক মিলিয়া হরিহর চক্রবর্ত্তীকে একটী কাল্পনিক পঞ্চগোত্র-রাজমুকুট পড়াইয়া দিলেন।

আর একটী রহস্য এই যে, ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় শৌনক সমাজদ্বারগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে—

"শুনকান্ পঞ্চগোত্রত্বে নাপি মন্যামহে বয়ম্।
শুনকৈঃ সহ সম্বন্ধং নহি কুর্ম্মঃ কদাচন" ॥

বৈদিক কুলার্ণব।

অর্থাৎ ;—আমরা শুনককে পঞ্চগোত্র বলিয়া মানি না। আমরা কথনও তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ করিব না। এইরূপ ঘোষণা শুনিয়া এবং নিজের যবনাপবাদ নিরাসের জন্য, মহামতি হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, একটী বৃহৎ যজ্ঞ ব্যপদেশে চতুর্দ্দশ সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু, বিঘ্নাশঙ্কায় সমাজদ্বারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। তিনি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞান্তে প্রচুর ভোজন, পাথেয় ও ধনাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ভোজনপ্রিয় দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ, ভোজনে পরিতুষ্ট ও আশাতীত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে "গোষ্ঠীপতি" রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন এবং শৌনকগণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ প্রচার করিলেন যে—

"বংশীধরস্য বংশীয়া রাজ-সম্মানবর্জ্জিতাঃ।
ন কুলীনা ইতি তদা পঞ্চগোত্রৈঃ স্থিরীকৃতম্" ॥

অর্থাৎ ;—পঞ্চগোত্রগণ স্থির করিলেন যে, বংশীধরের বংশধরগণ রাজ সম্মান বর্জ্জিত, অতএব তাহারা কুলীন অর্থাৎ পঞ্চগোত্র নহে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিবদমান শুনক ও শৌনকগণের পক্ষভুক্ত পঞ্চ-

গোত্রগণ উভয় দলের কোন পক্ষকেই পঞ্চগোত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। সুতরাং "পঞ্চগোত্র" কথাটী যে কল্পিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বৈদিক কুলমঞ্জরীতে শৌনকগণ "ষষ্ঠগোত্রের" মধ্যে অভিহিত হইয়াছেন।

আর একটী কথা এই যে, শুনকের মধ্যে বেদ ভেদে তিন প্রকার শুনক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, বৈদিকসমাজ কোন্ শুনককে গন্ধ তাম্বুল দ্বারা সম্মানিত করিবেন, তাহা কোন কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

আরও বক্তব্য এই যে, বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, পঞ্চগোত্রের মধ্যেও আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার ভেদ আছে। যথা—

"আদৌ শুনক-শাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠো মধ্যমস্তথা।
সাবর্ণোঽথ ভরদ্বাজঃ কনিষ্ঠঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ॥

অর্থাৎ ;—শুনক ও শাণ্ডিল্য উত্তম, বশিষ্ঠ মধ্যম, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ অধম পঞ্চগোত্র বলিয়া কথিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পঞ্চগোত্র সকলের প্রকার ভেদ নির্ণয়ে শৌনক মহাশয়েরা বসিবার জন্য তৃণনির্ম্মিত একখানি আসনও প্রাপ্ত হন নাই। আমাদের মনে হয়, যবনাপবাদগ্রস্ত শুনক ও শাণ্ডিল্য মহোদয়গণ, অপবাদ নিরাসের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কোন কুলগ্রন্থেই তুলাদণ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিয়া সম্মানের পরিমাণ ঠিক্ না করায়ই বোধ হয়, ষষ্ঠগোত্রগণ সন্দিগ্ধ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বিবদমান সম্মানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তালা চাবি বন্ধ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমানকালে পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের ভেদ প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। বিক্রমপুরও ইদিলপুর সমাজের কোন কোন স্থানে

পঞ্চগোত্রের কিছু মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু বৈদিকসমাজের অন্য কোন স্থানেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। ষষ্ঠগোত্রীয়েরা, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের নিকটও বিশেষ সম্মান ভাজন হইতেছেন। এখন ষষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা অনেকেই বহু পঞ্চগোত্রের গুরু ও পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ ও ষষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে আজিও সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, কাল্পনিক পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র বিভাগ, এখন একেবারে শিথিল হইয়াছে।

কাশ্যপগোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

এখন দেখা যাউক, কাশ্যপেরা পঞ্চগোত্র কি ষষ্ঠগোত্র? এবং তাঁহারা বৈদিকসমাজে কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি, বৈদিকের কুলবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে, যে সকল গোত্র ষষ্ঠগোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কাশ্যপগোত্রও তাহার অন্তর্ভুক্ত বটে। কিন্তু, এস্থলে ইহা অবশ্যই আলোচ্য যে, বহু কুলগ্রন্থেই লিখিত আছে যে, বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি যশোধর মিশ্র ১০০১শকে এ দেশে আগমন করেন, ও তাহার ৭ সাতবৎসর পরে, কাশ্যপ শ্রীরাম মিশ্র এ দেশে আসেন। তাহা হইলে, ১০০৮ শকে শ্রীরামমিশ্রের আগমন কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

যাহারা কুলগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় সকলেই পঞ্চগোত্র। কেবল রাঘবেন্দ্র গৌতম ষষ্ঠগোত্র। তাহাদের কুলবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে, যবনের অত্যাচার ভয়ে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ ১২০০ শকাব্দের পরে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাই ষষ্ঠগোত্র বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছেন। সুতরাং, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, ১০০৮ শকে আগত কাশ্যপ বংশাবতংস শ্রীরামমিশ্রকে ষষ্ঠগোত্রের মধ্যে গণনা করা হয় নাই। বিশেষতঃ, যশোধর মিশ্রের পূর্ব্বেও অনেক বৈদিক এদেশে

আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাও ষষ্ঠগোত্রের অন্তর্গত হইতে পারেন না। এখানে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, যে সকল ঐতিহাসিক ১২০১ শকে যশোধর মিশ্র ও ১২০২ শকে শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণের আগমন কাল স্থির করিয়াছেন, তাহাদের মতে ১২০০ শকের পরে আগমন হেতুক উপরোক্ত বৈদিকগণ, কোন্ যুক্তি বা নিদর্শন বলে পঞ্চগোত্র বলিয়া সম্মানের দাবী করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঐ মতটীকে অপ্রামাণিক বলিলেই ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে।

আর, বাস্তবিক পক্ষে বৈদিক সমাজে যদি পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের মর্য্যাদার তারতম্য থাকে, তাহা হইলে, কাল্পনিক বৈদিক-কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থের পঞ্চগোত্রাদি বিভাগ অপেক্ষা, প্রামাণিক আর্ষ মত গ্রহণ করাই সর্ব্ববাদি সম্মত। এখন দেখা যাউক, ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন উক্তি আছে কি না?

পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে—

"কশ্যপাৎ কাশ্যপোজাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণির্গৌতমাত্তথা॥
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রো মুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরোঽভবৎ॥
ব্রহ্মণো বদনোদ্ভূতা অন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
আস্থিতা দেশদেশেষু গোত্রশূন্যাস্তথৈব চ"॥ ইত্যাদি।

আমরা এই প্রমাণে দেখিতে পাই যে, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও শাণ্ডিল্য, এই কয়েকটী গোত্রকেই পঞ্চগোত্র বলা হইয়াছে। সুতরাং, কাশ্যপ যে পঞ্চগোত্র, সে বিষয়ে ও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কুলপঞ্জিকাদি গ্রন্থে যে পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং কাল্পনিক ও অপ্রামাণিক।

নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহাভারতে যে চারিটী মূল গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য বা সাবর্ণের নাম নাই। কিন্তু কাশ্যপের নাম আছে। আবার গোত্রকারী আটজন ঋষির মধ্যেও শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য বা সাবর্ণের উল্লেখ নাই, কিন্তু কাশ্যপের উল্লেখ আছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র বিভাগ ভাক্ত বা কাল্পনিক। পূর্ব্বাগত সামাজিকগণের বলপূর্ব্বক সম্মান আদায় করার একটী কৌশল ও সামাজিকগণের হিংসাদ্বেষের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত মাত্র। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তবে, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও সৎক্রিয়া দ্বারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, কোন কোন যজুর্ব্বেদীয় বশিষ্ঠও নাকি পঞ্চগোত্রের সম্মান লাভের প্রত্যাশায় বর্ত্তমানে সামবেদী সাজিয়াছেন। ইহা কম কুহক নহে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক আত্মপ্রবঞ্চনা কি হইতে পারে?

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে প্রধান ষোলটী গোত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুনক, শৌনক বা সাবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কাশ্যপের উল্লেখ আছে। আর, অত্যুত্তম গোত্র বলিয়া যে ছয়টী গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতেও শুনক, শৌনক, বশিষ্ঠ বা সাবর্ণের উল্লেখ নাই। পরন্তু, কাশ্যপ গোত্রকে অত্যুত্তমের মধ্যে গণনা করিয়া ও এই ছয়টী গোত্রের মধ্যে আবার উত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া, কাশ্যপ গোত্রের সর্ব্বোত্তমোত্তমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না যে, বর্ত্তমান পঞ্চগোত্র নামে অভিহিত ব্রাহ্মণগণ কোন্ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মানের দাবী করিয়া থাকেন।

পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনায় বুঝা যায়, সমাজ প্রচলিত ব্রহ্মণ্যাভিমানী

অনেক ব্রাহ্মণই "ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি"। কেহ বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন, কেহ বা কোন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, কাশ্যপ গোত্র যে সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনুসন্ধিৎসুগণ পুরাণ-শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই এবিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

কাশ্যপগোত্রের পরিচয় দিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহাদের আদি পুরুষ কশ্যপ ঋষির পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং, ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের মধ্যে কশ্যপঋষির আসন কোথায়, তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

আমরা শাস্ত্রীয়-গ্রন্থসমূহের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, ত্রিকালদর্শী বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে কশ্যপ ঋষির আসন যে সকলের উপরে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কশ্যপ ঋষি হইতে দেবতা, অসুর, নাগ, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীসকল উৎপন্ন হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অদিতির গর্ভে, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণ দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জগৎপ্রকাশক ভগবান্ সূর্য্যদেব কশ্যপের তনয় এবং গ্রহশ্রেষ্ঠ শনৈশ্চর সূর্য্যের অপত্য, সুতরাং কাশ্যপ। বিনতার গর্ভে পক্ষিরাজ গরুড় এবং কদ্রুর গর্ভে নাগ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। কশ্যপ ঋষির ন্যায় মহাপ্রভাব সম্পন্ন, তাপস ও ত্যাগী ঋষি, জগতের মধ্যে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণ বামনাবতারে ভগবান্ কশ্যপের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দশরথরূপী কশ্যপের গৃহে পুত্ররূপে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কশ্যপবংশে বসুদেব হইতে নারায়ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই সৌভাগ্য কি মানুষের ঘটে! কত জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করিয়া, মহর্ষি কশ্যপ এই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কে জানে?

ভগবান্ জমদগ্নিতনয় পরশুরাম যখন পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া জগতের সমুদয় আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তপোবিঘ্নের

আশঙ্কায় এই সসাগরা ধরণী উপভোগ না করিয়া, সৎপাত্রে দান করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বিশেষ চিন্তা পূর্ব্বক, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি কশ্যপকে দানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে এই মহীমণ্ডল দান করেন। তদবধি কশ্যপ কর্ত্তৃক পরিপালিতা এই ক্ষিতি কশ্যপ-দুহিতা বা কাশ্যপী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হায়! ব্রাহ্মণের কি ত্যাগশক্তি ছিল, ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই ত্যাগেই ব্রাহ্মণ জাতি জগদ্বরেণ্য হইয়াছিলেন। তাই কবি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

"দিঙ্‌মাতঙ্গ-ঘটা-বিভক্ত-চতুরাঘাটা মহী সাধ্যতে
সিদ্ধা সাপি বদন্ত এব হি বয়ং রোমাঞ্চিতাঃ পশ্যত।
বিপ্রায় প্রতিপাদ্যতে কিমপরং রামায় তস্মৈ নমো
যস্মাৎ প্রাদুরভূৎ কথাদ্ভুতমিদং যত্রৈব চাস্তং গতম্" ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই; দিঙ্‌মাতঙ্গ-গণ দ্বারা চতুঃসীমাবিশিষ্ট, সসাগরা, সপর্ব্বত-কাননা মেদিনীকে জয় করিয়া, যে কথা বলিতেও আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই মহীমণ্ডল যিনি দান করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই অদ্ভুত দানের কথা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহার সহিত ইহা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই পরশুরামকে নমস্কার করি। এই দানের পাত্র একমাত্র কশ্যপই বটে.

মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৭ অধ্যায়ে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

"স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে ॥
তপঃ সুমহদাস্থায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপঃ" ॥ ইত্যাদি।

এই দেবাসুর, নাগ, বিহগগণের জনক, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম কোথায় ছিল, ইহার একমাত্র উত্তর এই; ঋষিগণ বহুকাল তপস্যা করিয়া যে স্থান লাভের বাসনা করেন, সেই স্থানই মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। তিনি তথায়

সমাধি মগ্ন ; আর আজ তাহার বংশধরগণ, নরকসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। এই স্থানের বর্ণনায় কালিদাসের লেখনী স্থগিত, হস্ত কম্পিত, হৃদয় বিস্ময়-সাগরে মগ্ন ; তাই তিনি মাতলির মুখে বলিতেছেন—

"আয়ুষ্মন্ ! এষ খলু হেমকূটো নাম কিম্পুরুষপর্ব্বতঃ পরং তপস্বিনাং ক্ষেত্রং।

স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুর-গুরুঃ সোঽস্মিন্ সপত্নীক স্তপস্যতি" ॥

শকুন্তলা, ৭ম অঙ্ক।

অর্থাৎ ;—হে আয়ুষ্মন্ ! এইটী তপস্বিদিগের অতি উৎকৃষ্ট স্থান, হেমকূট নামে কিম্পুরুষ পর্ব্বত। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেবতা ও অসুরগণের পিতা, সেই কশ্যপ প্রজাপতি, পত্নী অদিতির সহিত এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন।

কশ্যপের আশ্রম কোন্ স্থানে ? ইহার উত্তরে মাতলি আবার বলিতেছেন—

"বল্মীকার্দ্ধ-নিমগ্নমূর্ত্তিরুরগত্বগ্-ব্রহ্মসূত্রান্তরঃ
কণ্ঠে জীর্ণলতা-প্রতানবলয়েনাত্যর্থ-সম্পীড়িতঃ।
অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণু রিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ" ॥

শকুন্তলা, ৭ম অঙ্ক।

অর্থাৎ ;—যাহার শরীর, উইর মাটির ভিতরে অর্দ্ধ নিমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে, সর্পের ত্বক্ (খোলসা) আর একটী যজ্ঞোপবীতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, জীর্ণ লতাপাতাসমূহ কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া অতিশয় পীড়া দিতেছে, যিনি পক্ষীর নীড় সমূহে পরিব্যাপ্ত ও স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত নিপতিত জটামণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, ঐ মুনি স্থাণুর (শাখাপত্রহীন বৃক্ষের) ন্যায় নিশ্চলভাবে সূর্য্য

মণ্ডলের দিকে চাহিয়া যেখানে অবস্থিত রহিয়াছেন, ঐ খানে কশ্যপের আশ্রম। এই স্থানটী কেমন?

"প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে,
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্মরেণু-কপিশে পুণ্যাভিষেকে ক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলা-গৃহেষু বিবুধস্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমো,
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিং স্তপস্যন্ত্যমী" ॥

শকুন্তলা, ৭ম অঙ্ক।

অর্থাৎ;—যে বনে অভীষ্ট ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল বায়ু ভক্ষণে প্রাণধারণ করা, স্মুবর্ণময় পদ্মরেণুতে যে জল পিঙ্গল বর্ণ হইয়াছে, সেই জলে বিলাসিনীদিগের সহিত ক্রীড়া না করিয়া, ধর্ম্মার্থ স্নান করা, মণিময় প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে বিলাস শয্যা রচনা না করিয়া, ভগবানের ধ্যান করা, অপ্সরাদের নিকট সংযত ভাবে অবস্থান করা, অতএব, অন্য মুনিরা তপস্যাদ্বারা যে স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, ইহারা সেই স্থানে থাকিয়াই তপস্যা করিতেছেন। অহো! কি তপঃ প্রভাব! ভাবিলেও শরীর বিস্ময়রসে পুলকিত হয়।

মহর্ষি কশ্যপের তপঃ প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব?

"প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং,
ভর্ত্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্ যজ্ঞভাগেশ্বরং।
যস্মিন্নাত্মভুবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং,
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচি-সম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্" ॥

শকুন্তলা ৭ম অঙ্ক।

অর্থাৎ;—মুনিগণ যাহাদিগকে দ্বাদশধাবিভক্ত তেজের (দ্বাদশাদিত্যের) উৎপাদক বলিয়া থাকেন, যাহারা, ত্রিভুবনের অধিপতি এবং যজ্ঞাংশভাগী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্মা হইতেও প্রধানপুরুষ স্বয়ং নারায়ণ

বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যাহাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন, দক্ষও মরীচি হইতে উৎপন্ন, এবং ব্রহ্মা হইতে এক পুরুষ ব্যবহিত, এই কি সেই দম্পতি যুগল ?

এমন দিন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, যে দিন অসীম তপঃ-প্রভাব সম্পন্ন মহর্ষি কশ্যপের চরণধূলি লইবার জন্য, অনুমতির প্রতীক্ষায়, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর মহারাজ দুষ্মন্ত অশোকতরুর ছায়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সে দিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে ?

কোন কোন ঋষি জ্ঞানদ্বারা, কোন কোন ঋষি সত্যদ্বারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কোন কোন ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা বা মন্ত্রকৃৎ ছিলেন। তন্মধ্যে কশ্যপঋষিই জ্ঞানের উৎকর্ষে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ঈশ্বরস্য সুতাস্ত্বেত ঋষয়স্তান্নিবোধত।
কাব্যোবৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চোশনাস্তথা।
উতথ্যোবামদেবশ্চ অযোজ্যশ্চৌশজিস্তথা।
ইত্যেতঋষয়ঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাং গতাঃ॥"

ইত্যাদি।

স্কন্দপুরাণে চাতুর্বিদ্য ঋষিগণের মধ্যে কশ্যপের উল্লেখ আছে। যথা—

"ভরদ্বাজস্তথাবৎসঃ কৌশিকঃ কুশ এব চ।
শাণ্ডিল্যঃ কশ্যপশ্চৈব গৌতমচ্ছান্দনস্তথা॥"

ইত্যাদি।

ত্র্যার্ষেয় ঋষিগণের মধ্যেও কশ্যপের নাম দেখা যায়। যথা—

"মাণ্ডুগিনশ্চ ভৃগবস্ত্র্যার্ষেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বৎসরঃ কশ্যপশ্চৈব নিধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ॥" ইত্যাদি।

মৎস্যপুরাণ, ১১৯ অধ্যায়।

অধিক আর কি বলিব, শাস্ত্রচর্চ্চায়, তপস্যায়, জ্ঞানে ও প্রাচীনত্বে কশ্যপঋষির আসন যে সকলের উপরে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন বিষয়ে কোন কোন ঋষির উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কশ্যপঋষিকে কোন দিকেই বাদ দেওয়া যায় না। কশ্যপবংশীয় ঋষিগণই শাস্ত্রে ব্রহ্মবাদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

"এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাং স্তান্নিবোধত।
কশ্যপশ্চৈব বৎসারোবিভ্রমোরৈভ্য এব চ।
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥"

ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণ, ৫৯ অধ্যায়।

কশ্যপবংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া প্রসিদ্ধির সহিত জন্মের সাফল্য মনে করিয়াছেন। যথা—দেবতার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বামনরূপী নারায়ণ, সর্ব্বপ্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর, গ্রহশ্রেষ্ঠ শনৈশ্চর, পক্ষিরাজ গরুড়, অনন্ত, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ এই পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে ১১০ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কৌশিকী নদীতটে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম ছিল। তাহার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। মহাভারতে আদিপর্ব্বে (১৮৩ অঃ) লিখিত আছে—কশ্যপবংশীয় অসিত ঋষির পুত্র দেবল ও ধৌম্য। ধৌম্য পাণ্ডবদিগের পুরোহিত ছিলেন। বায়ুপুরাণে ৭৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, শাণ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ। কণ্বমুনিও কশ্যপ হইতে উৎপন্ন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে কশ্যপ নামে উল্লিখিত বহু ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইহারা যে কশ্যপের সন্তান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"হরিতাৎ কশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ, শিল্পাৎ কশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ, কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবিঃ" ইত্যাদি।

চারিটী মূলগোত্রের মধ্যে কশ্যপ একজন। অন্যান্য গোত্র সকল ক্রিয়ানুসারে পরে উৎপন্ন হইয়াছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ১৯৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ"॥ ইত্যাদি

স্মৃতিশাস্ত্রে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের মধ্যে এই কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়।

"জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠ-কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে"॥

অর্থাৎ;—জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য ইহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, অর্থাৎ গোত্রেষ্টি যাগ করিয়া গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাদের অপত্যসকলও গোত্র অর্থাৎ ঐ সকল গোত্রের সম্বন্ধিত্ব হেতুক গোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেন "বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং"। অর্থাৎ;—বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপ গোত্র। সুতরাং, কাশ্যপ-গোত্র বা ভরদ্বাজ-গোত্র বলিতে কাশ্যপ বা ভরদ্বাজ গোত্র অর্থাৎ আদিপুরুষ যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া কাশ্যপ গোত্র ও ভরদ্বাজ গোত্র বলিতে সেই সেই ঋষিদিগের অপত্যদিগকে বুঝাইতেছে। যেখানে এক নামধেয় গোত্র প্রবর্ত্তক দুই বা অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়, সেখানে প্রবর দ্বারা ঋষিদিগের ভেদ বুঝিতে হইবে। অতএব মাধবাচার্য্য বলেন; "প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ" অর্থাৎ গোত্র-

প্রবর্ত্তক মুনিগণের ভেদবুদ্ধিজনক ঋষিগণই প্রবর পদ বাচ্য। বস্তুতঃ, যজ্ঞাদিতে গোত্রকারি ভিন্ন যে সকল ঋষি বৃত হইয়াছিলেন, তাহারাই প্রবর পদবাচ্য। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-প্রকাশেও "ঋষয় এব যজ্ঞে ব্রিয়মাণাঃ প্রবরাঃ" এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। অতএব একগোত্র হইয়াও পৃথক্ প্রবর এবং ভিন্নগোত্র হইয়াও প্রবরের তুল্যতা দেখা যায়। যেমন ঘৃত-কৌশিক গোত্রের কুশিক, কৌশিক এবং ঘৃতকৌশিক প্রবর এবং কৌশিক, কুশিক ও বন্ধুল এইরূপ ভিন্ন প্রবর দেখা যায়। সুতরাং, ঘৃতকৌশিক দুইজন গোত্র, প্রবর দ্বারা ভিন্ন হইয়াছেন। এইরূপ বাৎস্য এবং সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র হইলেও তাহাদের প্রবর এক। যথা—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্ন বৎ, ইত্যাদি।

যাহা হউক, কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে প্রধান ষোলটী গোত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাশ্যপের উল্লেখ আছে, কিন্তু শুনক, শৌনক বা সাবর্ণের উল্লেখ নাই। আর যে ছয়টী অত্যুত্তম গোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতেও শুনক, শৌনক, বশিষ্ঠ বা সাবর্ণের উল্লেখ নাই। অধিকন্তু, এই ছয়টী অত্যুত্তম গোত্রের মধ্যেও উত্তম বলিয়া কাশ্যপ গোত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহর্ষি কাশ্যপের বংশে অনেক গোত্রকার ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে ১৯৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপস্তু তথা কুলে।
গোত্রকারান্ ঋষীন্ বক্ষ্যে তেষাং নামানি মে শৃণু" ॥

এই উপক্রমে উক্ত হইয়াছে—

"বৎসরঃ কশ্যপশ্চৈব নিধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ" ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

"কাশ্যপশ্চৈব বৎসারো বিভ্রমোরৈভ্য এব চ।
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ" ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্যাংশে ৯ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"কাশ্যপগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ।
কাশ্যপশ্চাপবৎসারো রৈভ্যেতি বিশ্রুতাস্ত্রয়ঃ" ॥

ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাই ;—

"প্রবরত্রয়ং কাশ্যপস্য কাশ্যপাশাবনৈধ্রুবং"।

নির্ণয়সিন্ধু নামক গ্রন্থে কাশ্যপগোত্রের কাশ্যপ, আবৎসার ও নৈধ্রুব এই তিনটী প্রবর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, উক্ত "আবৎসার" স্থানে মৎস্য-পুরাণে "বৎসর", বায়ুপুরাণে "বৎসার" স্কন্দপুরাণে "আপবৎসার" এবং ভবিষ্যপুরাণে "আশাব" এইরূপ নির্দ্দেশ দেখা যায়। আর, গ্রন্থভেদে নিধ্রুব, নৈধ্রুব ও নৈধ্রুর্ব পাঠ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, এই সামান্য ভেদ লেখকপ্রমাদবশতঃই ঘটিয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুমে ধনঞ্জয়-কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপাপ্সারনৈধ্রুবাঃ"।

দেশপ্রচলিত ব্যবহার অনুসারে, কাশ্যপগোত্রের কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব এই তিনটী প্রবরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, ধনঞ্জয়-কৃত ধর্ম্ম-প্রদীপে এই ব্যবহার অনুসারেই প্রবরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা কোন প্রাচীন গ্রন্থের মতানুসারে লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গোত্রপ্রবর-বিবেকগ্রন্থে কাশ্যপ, সৌকালিন এবং গৌতম গোত্রের প্রবরে "অপ্সার" প্রবরের নাম পাওয়া যায়।

এখন, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, অন্য ঋষি-গণের তপস্যা-লভ্য স্থানে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। তিনি, দেবতা, অসুর,

নাগ ও বিহঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিবর্গের জনক, মূল ৪টী গোত্রের একটী গোত্র, গোত্রপ্রবর্ত্তক, মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রস্রষ্টা, জ্ঞানদ্বারা ঋষিত্বপ্রাপ্ত, চাতুর্ব্বিদ্য, ত্র্যার্ষেয় ঋষি, মরীচির পুত্র, ব্রহ্মবাদী, মহাতপাঃ মহর্ষি। সুতরাং, সর্ব্বগুণসম্পন্ন একমাত্র কশ্যপ ঋষিই ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বৈদিকসমাজে প্রচলিত সকল গোত্রের মধ্যেই "কাশ্যপ-গোত্র শ্রেষ্ঠ"।

কশ্যপের বংশে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদের ন্যায়, মহাতাপস, জগদ্বিখ্যাত পরশুরাম, কশ্যপের দৌহিত্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। বৈদিকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ শুনক এবং শৌনকগণও কশ্যপের দৌহিত্র বংশোৎপন্ন। সুপ্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য ঋষিও কশ্যপের সন্তান বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, কাশ্যপগোত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা কেবল স্থূলদর্শী বা অল্পদশা মানবগণের নেত্রাঞ্জন মাত্র।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, যে কশ্যপমুনির এত প্রভাব প্রতি-পত্তির কথা বলা হইল, যাহাকে সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়া হইল, যাহার অসীম তপঃপ্রভাবের জন্য সকল গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইল, সেই কশ্যপের বংশ কোথায়? তাহার বংশে কোন ব্রাহ্মণ বা মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ কৈ? আমরা উৎপত্তি প্রকরণে যাহা দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে কেবল কশ্যপের বংশে দেব, দানব, দৈত্য, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং কতকগুলি সাপ, নাগ ও পক্ষীর উৎপত্তি পাওয়া যায়।

এ কথার উত্তরে কশ্যপ ঋষির আত্যন্ত বিস্তৃত বংশাবলী দিবার কোন উপায় নাই। কশ্যপের কেন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, শুনক, শৌনক প্রভৃতিরও বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বংশধারা প্রকাশ করা একেবারে অসাধ্য। তবে নানা শাস্ত্রের আলোচনায় কশ্যপ ঋষির যে মনুষ্য সৃষ্টি ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই সেই সকল ঋষিগণের নামোল্লেখ

করিয়াছি। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তাহার পুত্রই কাশ্যপ। তাহার বংশধারায় অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়। যথা—কণ্ব, মাণ্ডব্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, যাজ, উপযাজ, ধন্বন্তরী (রাজা পরীক্ষিতের চিকিৎসক কশ্যপ), প্রভৃতি। কশ্যপ হইতে কাশ্যপের উৎপত্তি হয়। ইনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং, কশ্যপের মানুষ বা ব্রাহ্মণ সৃষ্টির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"ততো রশ্মিসহস্রেস্তু সৌষুম্নাখ্যো রবেঃ করঃ।
বিপ্রাবতারং কৃতবান্ দেবমাতু রথোদরে॥"

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে বিপ্রাবতার কাশ্যপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

মহাভারতের ৬০ তমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"অমৃতং ব্রাহ্মণাগাবো গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।
অপত্যং কপিলায়াস্তু পুরাণে পরিকীর্ত্তিতম্" ॥৫৩

অর্থাৎ ;— কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে কপিলা হইতে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"কশ্যপাৎ কাশ্যপোজাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ"।

ইত্যাদি।

গোত্র ও প্রবর।

গোত্র কাহারও মতে ২৪টী, কাহারও মতে ৩৮টী কাহারও মতে ৪২টী, কোন গ্রন্থে কোটি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রো যমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গোতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়ঃ।

সপ্তানামৃষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্‌গোত্রমিত্যাচক্ষতে ইতি বহ্বৃচগৃহ্য-পরিশিষ্টীয়-বৌধায়নবচনেঽপি তথৈবার্থঃ। গোত্রপ্রবর্ত্তকাশ্চ প্রাধান্যেনাষ্টৌ ঋষয়ঃ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।

বৌধায়নেঽপি—

"গোত্রাণাঞ্চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
ঊনপঞ্চাশদেতেষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ॥" ইত্যাদি

কাশ্যপ—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

ভরদ্বাজ—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।

শাণ্ডিল্য—শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল।

সাবর্ণ—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

বাৎস্য—ঐ

সৌপায়ন—ঐ

মৌদ্‌গল্য—ঐ

গৌতম—গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব। (কেষাঞ্চিৎ গৌতম, আঙ্গিরস, আবাস।)

গোতম—গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।

কাত্যায়ন—অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।

কৌশিক—কৌশিক, অত্রি, জমদগ্নি (জামদগ্ন্য)।

ঘৃতকৌশিক—কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।

(কেষাঞ্চিৎ কুশিক, কৌশিক, বন্ধুল।)

বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।

পরাশর—পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।

সৌকালিন—সৌকালিন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।

কুশিক—কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।

গর্গ—গার্গ্য, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি, কপিল, পার্ব্বণ।

অগস্ত্য—অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।

অত্রি—অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।

আত্রেয়—আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙ্খ্য।

কৃষ্ণাত্রেয়—কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।

কাণ্ব—কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল।

আলম্ব্যায়ন—আলম্ব্যায়ন, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।

বিষ্ণু—বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।

বৃদ্ধি—কুরু, বৃদ্ধাঙ্গিরস্ (আঙ্গিরস্), বার্হস্পত্য।

কাণ্বায়ন—কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, অজমীঢ়।

রোহিত—ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত।

আঙ্গিরস—আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।

জৈমিনি—জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।

বাসুকি—অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।

জামদগ্ন্য—(জমদগ্নি)—জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ।

কৌণ্ডিল্য—কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস।

শক্ত্রি—শক্ত্রি, পরাশর, বশিষ্ঠ।

অনাবৃকাঙ্ক—গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।

কাঞ্চন—অশ্বত্থ, দেবল, দেবরাজ।

বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।

(কেষাঞ্চিৎ বশিষ্ঠ।)

শুনক—শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।

সাঙ্কৃতি—অব্যাহার, অত্রি, সাঙ্কৃতি।

অব্য—অব্য, বলি, সারস্বত।

বৈয়াঘ্র—সাঙ্কৃতি—

বৈয়াঘ্রপদ্য—ঐ।

অগ্নিহোত্রী শ্রীরামমিশ্র।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহিরঙ্গরূপে সপ্তদ্বীপ ও বর্ষ সমূহের যে সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপই প্রধান। এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ, একদিন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাত্ত্বিকতা, নিরীহতা, ঈশ্বর-প্রবণতা, পরলোক ও ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি গুণে জগতের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য রাশিকে পাদরজের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া, জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহারই গৌরব-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ভারতের তপোবল, জ্ঞানবল, দার্শনিক চর্চ্চাও চিকিৎসাবিদ্যার গৌরবস্তম্ভের ভগ্নপ্রস্তরগুলি আজিও

ভারতকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই ভারতে মুমুক্ষুগণের অভিলষিত পবিত্র নিকেতন ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্গত কান্যকুব্জ প্রদেশের কর্ণাবতী সমাজে ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কশ্যপমুনির পবিত্রবংশে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় তেজোময়, দেহধারী বেদের ন্যায়, সদাচার-সম্পন্ন পরম-ধার্ম্মিক যজুর্ব্বেদবিৎ অগ্নিহোত্রী শ্রীরাম মিশ্র নামে এক মহানুভব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার উৎপত্তিক্ষেত্র কান্যকুব্জ, ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। এই দেশের নাম কান্যকুব্জ কেন হইল? কোন্ কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এখানে বাস করিতেন, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ গোত্র প্রধান, এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অভিমত এই ;—

পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে ভগবান্ রামচন্দ্র মহাযুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে, মহাপ্রতাপশালী রামচন্দ্র একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে নানা দিগ্‌দেশ হইতে মুনি ঋষিগণও বহু বেদবিৎ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কান্যকুব্জ দেশ হইতে যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য, কান্য ও কুব্জ নামে দুই জন ব্রাহ্মণোত্তম আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুব্জ মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাপাপ-জনক ভীষণ ব্রহ্মবধ করিয়া মহারাজ রামচন্দ্র আগমন করিয়াছেন, সুতরাং, তাহার নিকট হইতে ধনাদি কিছুই গ্রহণ করিব না, এই মনে করিয়া তিনি কান্য নামক ভ্রাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরযূর উত্তরতটে গমন করিলেন। রাজা হইতে প্রতিগ্রহের ভয়ে অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণোত্তম-গণও তাহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু কান্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র প্রদত্ত ধন, দক্ষিণা ও গ্রামাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সরযূর দক্ষিণ তীরে গমন করিলেন। সরযূর উত্তরতটে যে সকল ব্রাহ্মণ গমন করিয়াছিলেন, তাহারা সরযূ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। যাহারা সরযূর

দক্ষিণতটে গিয়াছিলেন, তাহারা কান্য সম্বন্ধীয় বলিয়া কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইলেন।

তথাচ ব্রাহ্মণোৎপত্তি মার্ত্তণ্ডে—

"তত্র যজ্ঞে সমায়াতৌ দ্বৌ দ্বিজৌ কান্যকুব্জকৌ।
কান্যকুব্জাখ্য-দেশস্থৌ রামচন্দ্রদিদৃক্ষয়া॥
তত্রৈকঃ কুব্জসংজ্ঞোবৈ বিচারমকরোদ্ধৃদি।
কৃত্বা ব্রহ্মবধং ঘোরং চাগতো রঘুনন্দনঃ॥
যজ্ঞং করোতি তস্মাদ্বৈ ন গৃহ্নীমোধনাদিকং।
ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং ত্যক্ত্বা কান্যসংজ্ঞং দ্বিজোত্তমং॥
স্বয়ং জগাম মতিমান্ সরয্বাশ্চোত্তরে তটে।
তথান্যে ব্রাহ্মণাস্তেন সাকং জগ্মু র্দ্বিজোত্তমাঃ॥
রাজ-প্রতিগ্রহভিয়া, তদা বৈ কান্যসংজ্ঞকঃ।
তত্রৈব স্থিত্বা জগ্রাহ রামদত্তং ধনাদিকং॥
দক্ষিণাশ্চ তথা গ্রামান্ জগৃহুশ্চাপরে দ্বিজাঃ।
সরয্বাশ্চোত্তরে দেশে যে গতাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥
সরযূব্রাহ্মণাস্তে বৈ সংজ্ঞাতা নামভিঃ কিল।

*　*　*　*　*

অথ যে দক্ষিণে ভাগে সরয্বা বৈ চ সংস্থিতাঃ।
কান্যসম্বন্ধিকা বিপ্রাঃ কান্যকুব্জাশ্চ তে স্মৃতাঃ"॥

ইত্যাদি

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ষোলটী গোত্রই প্রধান। যথা—

"কশ্যপঃ কাশ্যপশ্চৈব বৎসো গর্গোঽথ গৌতমঃ।
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ধনঞ্জয়-পরাশরৌ॥

ভারদ্বাজ-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয়ৌপমন্যবঃ।
কুশিকঃ কৌশিকশ্চৈব ব্রহ্মগোত্রেতি ষোড়শ" ॥

ইহাদের মধ্যে ছয়টী গোত্র হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ অত্যুত্তম। যথা—

"ভারদ্বাজৌপমন্যবঃ শাণ্ডিল্যঃ কশ্যপোত্তমঃ।
কাত্যায়নঃ সাংকৃতশ্চ ষড়েতে গোত্রজোত্তমাঃ" ॥

ঐ শ্লোকগুলির অর্থ এই ;—

কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কশ্যপ, কাশ্যপ, বৎস, গর্গ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ধনঞ্জয়, পরাশর, ভারদ্বাজ, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, ঔপমন্যু, কুশিক, কৌশিক ও ব্রহ্মগোত্র, এই ষোলটী গোত্রই প্রধান।

ইহাদের মধ্যে ভারদ্বাজ, ঔপমন্যু, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, কাত্যায়ন ও সাংকৃত, এই ছয়টী গোত্র অত্যুত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যেও "কশ্যপোত্তম" বলায়, কাশ্যপগোত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দুর্দ্দান্ত যবন কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকৃত হইলে, কান্যকুব্জাধিপতি জয়পাল ভয়ে পলায়ন করিলেন। তখন নির্দ্দয় যবন দস্যুগণ যে কেবল আর্য্যগণের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন, দেব বিগ্রহ এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রাশির সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে, যে সকল ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, যবনের নিশিত কৃপাণ নির্দ্দয় ভাবে তাহাদের বিনাশ সাধন করিল। কেহ বা প্রাণভয়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কেহ বা গভীর অরণ্যে, কেহ বা দেশান্তরে জীর্ণ তালপত্রের কয়েকখানি মাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া কাতর ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিগৃহীত ও লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব আর্য্যগণের কথা স্মরণ করিলে, আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মনে হয়, কি অপরাধে বা কোন্ মহাপাপে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ভগবান্ স্বকীয়

অংশভূত এই সকল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের এই কঠোর-লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। অন্তর্যামিন্! ভগবন্! তুমিই না যুধিষ্ঠিয়ের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের ধূলি-ধূসরিত পদপঙ্কজ বিধৌত করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলে? তুমিই না ভৃগুমুনির ক্রোধোদ্দীপ্ত কঠোর-পদাঘাত ও সুকুমার-কুসুমমালার ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া ঋষির ক্রোধাপনয়নের জন্য, সপত্নীক তাহার পদসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে?

যাহা হউক, নানা কারণে বিক্ষিপ্ত কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণ, নানা-দেশও তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্ম্মা কর্তৃক আনীত ও পরে যবনের অত্যাচার ভয়ে এবং বন্ধুবান্ধবগণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত বহু ব্রাহ্মণই গৌড়েশ্বরের অভয়বাণী ও সম্মাননায় প্রীত হইয়া, বঙ্গদেশে আগমন করেন। কথিত আছে যে, ইহারা প্রথমে নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, সর্ব্বপ্রকার শান্তি লাভ করিতে না পারায়, কেহ কেহ যশোহরে উপনীত হন। তথায়ও নানাপ্রকার অসুবিধা দেখিয়া, কেহ কেহ কোটালীপাড়ায় আগমন করেন। কিন্তু, মহানুভব শ্রীরাম মিশ্র নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী "সমুদ্রগড়" নামক স্থানেই বাস করেন। তিনি কোটালীপাড়া আগমন করেন নাই।

কান্যকুব্জ হইতে শ্রীরাম মিশ্রের আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন—১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) কান্যকুব্জ হইতে রথীতর গোত্রীয় মাধবমিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়, যজুর্ব্বেদী, এবং যজুর্ব্বেদবিৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কশ্যপের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন। যশোধর মিশ্রের আগমনের ৭ বৎসর পরে ইনি আগমন করেন। যথা—

"শ্রীরামমিশ্রস্তত আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্যপাভঃ।
যজুর্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ নাগো যশোধরাৎ সপ্তসমা-সমাপ্তৌ" ॥
ইত্যাদি।

বহু গ্রন্থেই দেখা যায়, মহামতি যশোধরমিশ্র ১০০১ শকে (১০৭৯ খ্রীঃ) এ দেশে আগমন করেন। তাহার ৭ সাত বৎসর পরে, শ্রীরামমিশ্রের আগমন হইলে, তাহার আগমন কাল ১০০৮ শক (১০৮৬ খ্রীঃ) হয়। কিন্তু রথীতর মাধবমিশ্র ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) আগমন করিলে, তাহার পরে যদি শ্রীরাম মিশ্র আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, যশোধর মিশ্রের আগমনের ৭ সাত বৎসর পরে শ্রীরাম মিশ্রের আগমন সম্ভবপর হয় না। যশোধর মিশ্রের আগমন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"শাকেন্দু-শূন্য-খ-বিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাং।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেন সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশ মাগতঃ" ॥

কোন গ্রন্থে লিখিত আছে—১২০১ শকে (১২৭৯ খ্রীঃ) যশোধর মিশ্র এ দেশে আগমন করেন। যদি ইহাই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে ১২০৮ শকে (১২৮৬ খ্রীঃ) শ্রীরাম মিশ্রের আগমন বুঝা যায়। কিন্তু, তাহাতেও ১২১০ শকে সমাগত মাধব মিশ্রের পরে শ্রীরাম মিশ্রের আগমন হইয়াছিল, একথা সঙ্গত হয় না। সুতরাং, রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের উক্তির প্রামাণ্য ও গ্রন্থান্তরের বিরোধ পরিহার করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শ্রীরামমিশ্র, যশোধর মিশ্রের আগমনের সাত বৎসর পরে এদেশে আসিয়াছিলেন। পরে ২।৩ বৎসর যাবৎ দেশভ্রমণ ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ১২১০ শকে সমাগত রথীতর মাধব মিশ্রের পরে নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন।

কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—অগ্নিহোত্রী শ্রীরাম মিশ্র ১১১৬ শকে

(১১৯৪ খ্রীঃ), কাহারও মতে ১২০০ শকে (১২৭৮ খ্রীঃ) যবনের অত্যাচারে নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

লক্ষণবাচস্পতি কৃত-পাশ্চাত্য-কুলসংহিতায় লিখিত আছে—

নিখিল ষড়্দর্শন দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকারী ও দয়া দ্বারা অলঙ্কৃত, অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয়, কাশ্যপবংশের প্রদীপস্বরূপ, শ্রীরামমিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী নানা গ্রামে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যথা—

"অশেষ ষড়্দর্শন-দর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃত-মূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কশ্যপবংশ-দীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্যবিপ্রঃ।।"
ইত্যাদি।

কোন ঐতিহাসিক বলেন, ১১০১ (১১৭৯ খ্রীঃ) যশোধর মিশ্র ও ১১১৬ শকে (১১৯৪ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন। কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—১২০১ শকে (১২৭৯ খ্রীঃ) যশোধর মিশ্র ও ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন। এই মতদ্বয়ে যশোধর মিশ্রের আগমনের ৭ বৎসর পরে শ্রীরাম মিশ্র আগমন করেন, এই মতের সহিত অল্পই বৈষম্য হয়। কিন্তু রাঘবেন্দ্রের লিখিত ১২১০ শকে মাধবমিশ্রের আগমনের পরে শ্রীরামমিশ্র আগমন করেন, এই কথার সহিত পূর্ব্ব মতের অত্যন্ত বিরোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ ১২০১ শকে (১২৭৯ খ্রীঃ) যশোধর মিশ্র ও ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্রের আগমন কাল ধরিলে, যশোধরমিশ্রের আগমনের ৭ বৎসর পরে এবং মাধবমিশ্রের আগমনের পরে শ্রীরামমিশ্রের আগমন কালের বিরোধ অতি অল্পই হয়।

আমরা এখন ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) শ্রীরামমিশ্র এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, ৺মধুসূদনের কাল নির্ণয়ের

সহিতও কোন বিরোধ হয় না। কেননা, শ্রীরামমিশ্র হইতে পুরন্দরাচার্য্য ৭ সাত পুরুষ। ৬ ছয় পুরুষে অনধিক ২০০ শত বৎসর ধরিলে (১২৮৮+২০০) ১৪৮৮ খ্রীঃ হয়। এই সময় পর্য্যন্ত পুরন্দরাচার্য্যের পিতা কৃষ্ণ গুণার্ণব বেদাচার্য্যের বর্ত্তমানতা ধরা যাইতে পারে। সুতরাং, ১৪৮৮ খ্রীঃ পুরন্দরাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ধরিলে, মধুসূদনের আবির্ভাব কালের সহিতও বিরোধ হয় না। কারণ, পরে আমরা মধুসূদনের আবির্ভাব কাল ১৫২৫ বা ১৫৩০ খ্রীঃ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি। ১৫২৫ খ্রীঃ তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, পুরন্দরাচার্য্যের বয়স তখন (১৫২৫—১৪৮৮=৩৭) সাইত্রিশ বৎসর হয়। ১৫৩০ খ্রীঃ মধুসূদনের জন্ম হইলে (১৫৩০—১৪৮৮=৪২) তখন পুরন্দরাচার্য্যের বয়স ৪২ বৎসর হয়। মধুসূদন পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র। সুতরাং, এই বয়সে তাহার জন্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হয় না।

এই বংশের কোন সম্প্রদায় শ্রীরামমিশ্রের ধারা এবং কোন সম্প্রদায় সনাতনমিশ্রের ধারা বলিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন ধারা বলিবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, সনাতন মিশ্রই প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সুতরাং, তাহাকেই আদিপুরুষ মনে করিয়া কেহ কেহ সনাতন মিশ্রের ধারা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যাহা হইতে বংশের বিভাগ হয়, তাহারই ধারা বলা হয়। সেই হিসাবেই বোধ হয়, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সনাতনমিশ্রের ধারা বলা হইয়া থাকে।

আচার্য্য-ব্রহ্মচারী প্রমোদন-পুরন্দরাচার্য্য।

পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত কান্যকুব্জ হইতে সমাগত প্রাতঃস্মরণীয় অশেষদর্শনাভিজ্ঞ, পূতচরিত্র, সদাচার ও তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় মহানুভব শ্রীরামমিশ্রের বংশে প্রথিতকীর্ত্তি, পরম ধার্ম্মিক, জপহোমপরায়ণ, মহামতি পুরন্দরাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—

"পুণ্যতীর্থে কৃতং তেন তপঃ ক্বাপ্যতি দুষ্করং।
তস্য পুত্রো ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ॥"

অর্থাৎ ;—"যিনি কোনও পুণ্যতীর্থে অতিশয় দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নিশ্চয়ই বশীভূত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হয়" এই শাস্ত্রবাক্য পুরন্দরাচার্য্যেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই অধঃপতিত দেশকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাইবার উপায় নাই। তবে, আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ১২১০ শকে (১২৮৮ খ্রীঃ) যদি শ্রীরামমিশ্রের আগমনকাল নির্ণীত হয়, তাহা হইলে, শ্রীরামমিশ্র হইতে পুরন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ ছয় পুরুষে অনুমান ২০০ দুই শত বৎসর ধরিলে, (১২১০+২০০=১৪১০) ১৪১০ শকে (১৪৮৮ খ্রীঃ) পুরন্দরের পিতার স্থিতি কাল ধরা যাইতে পারে। সুতরাং, অনুমান করা যায়, ১৪৮৮ খ্রীঃ পুরন্দরাচার্য্য শ্রীরামমিশ্রের বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

প্রায় সকল বৈদিকই কান্যকুব্জ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। আমরা বৃদ্ধপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি যে, কিছুদিন নবদ্বীপে থাকিয়া মহামতি শ্রীরাম-

মিশ্র সমুদ্রগড় নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। আমি এই ঐতিহ্যমূলে মৎপ্রণীত "শব্দরূপ-কল্পতরু" গ্রন্থে গ্রন্থকারের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছি—

"নবং নবদ্বীপ-সমীপবর্ত্তি-সমুদ্রগড়্ গ্রামমলঙ্কৃকার" ইত্যাদি।

উক্ত নবদ্বীপসমাজ হইতে নানাশাস্ত্র বিশারদ পুরন্দরাচার্য্য পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। পূর্ব্ববঙ্গে যশোহর তৎকালে অতি সমৃদ্ধ নগর এবং বহু ধনী ও বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আবাসভূমি ছিল। সুতরাং, যশোহরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তথায় গমন করিলেন। কিন্তু, সেখানে তাহার চিত্ত স্থির হইল না। ভ্রমর যেরূপ মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, তিনিও সেইরূপ এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে, সৎকর্ম্ম-নিরত, সদাচারসম্পন্ন-ব্রাহ্মণবহুল কোটালীপাড়া নামক গ্রামে গমন করেন। বস্তুতঃ, তৎকালে যশোহর অতিশয় সমৃদ্ধস্থান হইলেও, নূতন লোকের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক ছিল না। নানাবিধ ব্যাধি ও নানাপ্রকার অসুবিধা দেখিয়া বহুলোকই স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। বর্ণিত আছে যে—

"পথে পৃদাকুর্বিপিনে তরক্ষুর্জলেঽতিনক্রাঃ পুরুষাশ্চ বক্রাঃ।
চিত্তেন নদ্যোলবণাম্বুপূর্ণা দৃষ্টেতি দোষাংশ্চ বস্তুমিচ্ছুঃ"॥

অর্থাৎ ;—পথিমার্গে সর্প, অরণ্যে বাঘ, জলে অতিশয় নক্র অর্থাৎ কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু, পুরুষগণ অতিশয় বক্রস্বভাবসম্পন্ন, নদী সকল লবণময়-জল-পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ, "জলে কুমীর ডরে বাঘ, পথে বস্‌ছেন ভেদাই নাগ" এই গ্রাম্যপ্রসিদ্ধ কথার সকলগুলিই সেখানে ছিল। এই সকল দোষ দর্শন করিয়া, তাহারা যশোহরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

অন্যচ্চ—

"জগৎপ্রাণো হরেৎ প্রাণান্ জীবনং জীবনং হরেৎ।
যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদূতিকা"॥

অর্থাৎ, জগতের প্রাণস্বরূপ সমীরণ, প্রাণ হরণ করে, জীবনস্বরূপ জল জীবন হরণ করে, অর্থাৎ যশোহরের জল ও বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। কি আশ্চর্য্য! যশোহরে "যমদূতী" অর্থাৎ "তেঁতুল" প্রাণদান করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, নবদ্বীপ হইতে সনাতনমিশ্রই যশোহরে আসিয়া বাস করেন। পরে, পুরন্দরাচার্য্য যশোহর হইতে কোটালীপাড়া আগমন করেন। কিন্তু শ্রীরামমিশ্রের বংশধর পুরন্দরাচার্য্যই যে নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ায় আগমন করেন, সে বিষয়ে কুলগ্রন্থেরও সম্মতি পাওয়া যায়। সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে—

"ততো নবদ্বীপনিবাসতো দ্বিজঃ, পুরন্দরাচার্য্য-সমাখ্যকাশ্যপঃ।
কোটালীপাটে শুনকাবলম্বিতে, আগত্য তস্থৌ বিনয়ী প্রিয়ম্বদঃ"॥

এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের শেষে "শুনকাবলম্বনাৎ" এইরূপ পাঠও কোন গ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু ঐ পাঠটী শুনকদের পরিকল্পিত ও চাতুর্য্যের পরিচায়ক মাত্র। বাস্তবিক, পুরন্দরাচার্য্য শুনকদিগকে অবলম্বন করিয়া কোটালীপাড়ায় আসিলে, নিশ্চয়ই শুনকেরা ঐরূপ একটী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বৃত্তি, ব্রহ্মত্র দ্বারা স্থাপন করিত। যাহা হউক, উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, নবদ্বীপ হইতে পুরন্দরাচার্য্যই কোটালীপাড়ায় আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, বাসস্থান নির্ণয়ের জন্য কিছুদিন যশোহরে থাকিয়া, পরে তিনি কোটালীপাড়ায় আগমন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, পুরন্দরাচার্য্যের পিতা কৃষ্ণগুণার্ণব বেদাচার্য্য মহাশয় যশোহরে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পুরন্দরাচার্য্য তথা হইতে কোটালীপাড়ায় আগমন করেন।

বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

পুরন্দরাচার্য্য উপেন্দ্র পণ্ডিতের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই উপেন্দ্র পণ্ডিত কে, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, তৎকালে সদাচার-নিরত, ব্রাহ্মণবহুল, কোটালীপাড়া যে পূর্ব্ববঙ্গে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৎকালের কোটালীপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

ততঃ প্রয়াতঃ পুরুহূত-পালিতাং দিশঞ্চ তত্তৎপরিচিন্তয়াকুলঃ।
দেশং সুরম্যং বহুশস্যযুক্তং কোটালিপাটস্ত্ববহারবর্জ্জিতং ॥
প্লবঙ্গহীনঃ ফলনম্র-পাদপো লুলাপ-কোলর্ক্ষ-তরক্ষু-বর্জিতঃ।
সন্ন্যাসিনামাশ্রয়-দস্যুহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বভূব ॥
যদ্দেশমধ্যে স হি ঘর্ঘরো নদো যং ব্রহ্মপুত্রেতি চ কেচনাহবদন্।
তস্যেন্দ্রভাগে ত্বতিতুঙ্গভূতলে, পর্ণালয়ানাং নব চক্রুরুৎসুকাঃ ॥
ভল্লাতকাম্রাতক-বিল্ববারুণা ধাত্রীজল-প্লক্ষ-কদম্ব-হিজ্জলাঃ।
অশোক-জম্ব্বাম্রক-বংশ-কিংশুকা বিরেজিরে তে যুগদিক্ষু
বেশ্মনঃ" ॥

"বিলোক্য তস্মাজ্জলমগ্নদেশং, বর্ষাগমে বর্ত্মসু ভূরি বারি।
ভেলাং প্রচক্রুঃ কদলীদ্রুমৈশ্চ ক্ষুদ্রাঞ্চ দীর্ঘাং গমনাগমায় ॥
ততশ্চ সর্ব্বে স্বগৃহাণি চক্রু র্দৃঢ়ানি মুঞ্জা-পরিবেষ্টিতানি।
কন্দুল-কাশোর্দ্ধসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র" ॥
ইত্যাদি ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা বাসস্থানের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া কোটালীপাড়ে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এই-স্থানটী অতি রমণীয়, বহুশস্যযুক্ত, ফলভরে অবনত পাদপরাজি বিরাজিত। সেখানে বানর, মহিষ, শূকর, ভল্লুক ও বাঘের উপদ্রব নাই। চৌর, ডাকাতের কোন ভয় নাই, ত্যাগী ও মনীষি-মানবগণের আশ্রয় ভূমি।